ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

(তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত



১০৯/এ, লেক রোড, কলিকাতা—২৯

প্রকাশ করিয়াছেন :
শ্রীযতীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
১২৪/৫বি, রসা রোড, কলিকাতা।

প্রথম প্রকাশ :
মহালয়া, ১৩৩৪

দাম :
পাঁচ টাকা

বাঁধাইয়াছেন :
শ্রীসুকুমার বসু
হিন্দুস্থান বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
৭, মহেন্দ্র রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

ছাপাইয়াছেন :
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
নিউ মদন প্রেস
৯৫, বেচু চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

উৎসর্গ

নেতাজী শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশে—

হে বীরশ্রেষ্ঠ,

ভগবৎ-কৃপায় আপনি ও আমি এক সময়েই মহাপ্রাণ
দেশবন্ধুর পদতলে বসিয়া দেশ-সেবাব্রতে সৈনিকের
কার্য্য করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলাম। দেশ-
বন্ধুর রাজনৈতিক জীবনকাহিনী
জাতীয় ইতিহাসের
যে অংশ অলঙ্কৃত করিয়াছে,
তাহাই আজ আপনার করে অর্পণ করিলাম।
আপনি যে স্থানে বা যে দেশেই অবস্থান করুন না কেন,
হে অমর, দীনের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করুন।

আপনার

হেমেন্দ্রবাবু

ভূমিকা

"ভারতের জাতীয় কংগ্রেস" সর্ব্বত্র আদৃত হওয়ায়, তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। বাঙ্গালা দেশ এক সময়ে যে জাতীয়-জীবনে সমগ্র ভারতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, এই গ্রন্থে সেই চমকপ্রদ ইতিহাস বিবৃত করিতে সচেষ্ট হইয়াছি।

কংগ্রেস-ইতিহাস লেখক শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার পট্টভি সীতারামীয়া বাঙ্গালার প্রতি যে সমস্ত স্থানে যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন, এই গ্রন্থে সেই সেই বিষয়েও আলোচনার প্রয়াস পাইয়াছি।

দেশবন্ধু দাশ যে সময়ে ভারতের রাজনৈতিক গগনে মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের ন্যায় ব্রিটিশ রাজশক্তির সহিত সমানে সমানে সন্ধির আলোচনা চালাইতেছিলেন আর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মহাত্মা গান্ধী দেশবন্ধুর কাছে থাকিয়াই তাঁহাকে পূর্ণ সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রদান করিতেছিলেন, সেই কাহিনী যেমন বিস্ময়কর সেইরূপ গৌরবময়। গত ২৩ বৎসর হইল জ্যোতিষ্কমণ্ডল হইতে সেই মহামানব অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু আজও দেশবন্ধু-প্রদর্শিত পথ ধরিয়াই আমরা চলিয়াছি। তিনি আসিয়াছিলেন একাধারে দধীচির ত্যাগ, বিশ্বামিত্রের সাধনা, হরিশ্চন্দ্রের হৃদয়বত্তা ও নেপোলিয়নের সাহস লইয়া। বাঙ্গালী কি সেই মহাপুরুষকে বিস্মৃত হইতে পারে?

দেশবন্ধু বলিতেন, 'বাঙ্গালীর আছে আশা আছে ইতিহাস'। আমারও মনে হয় অর্দ্ধবাঙ্গালার অধিবাসীর আজ যে দুর্দ্দশা, আর অপরার্দ্ধের যে সহানুভূতির অভাব, তাহা অচিরেই দূরীভূত হইবে, মেঘ কাটিয়া যাইবে। আমরা যে কিছুতেই ভুলিতে পারিনা, বাঙ্গালী একজাতি ও অখণ্ড জাতি—বাঙ্গালার আদর্শ এক, সংস্কৃতি এক,

সভ্যতা এক। আজ দেশবন্ধুর সেই বাণীই সকলের কর্ণকুহরে ঝঙ্কৃত ও প্রতিধ্বনিত হউক—

"বাঙ্গালীর আছে আশা আছে ইতিহাস।"

আমরা সেই গৌরবময় দিনের প্রতীক্ষায়ই রহিলাম।

এই গ্রন্থের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে প্রধানতঃ কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর কাগজ পত্র হইতে। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা জাতীয় ইতিহাস প্রণয়ণে আমার পূর্ব্বগামী তাঁহারা আমার ধন্যবাদার্হ। তন্মধ্যে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, ডক্টর পট্টভি সীতারামীয়া প্রভৃতি উল্লেখনীয়।

এই গ্রন্থ প্রণয়ণে ও ছবি সংযোজনাতে আমি আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, নিত্যসঙ্গী শ্রীমান অমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান শৈলেন্দ্র নাথ সেনের বিশেষ সহায়তা পাইয়াছি।

বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীমান সুধীর কুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমান অমিয় কুমার চক্রবর্ত্তী প্রুফ সংশোধনে আমাকে সহায়তা করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

সর্ব্বাপেক্ষা পাঠকবর্গের সহানুভূতির জন্য তাহাদের নিকট আমি বিশেষ ঋণী—

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
১২৪।৫বি, রসা রোড, কলিকাতা—২৬

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

সূচীপত্র

খ

চতুর্থ অধ্যায় (ক) ১৬৬—১৬৫

প্রথম অধ্যায়

কলিকাতার বিশেষ অধিবেশন—১৯২০

১৯২০ সাল হইতে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসেব প্রধান স্তম্ভ ছিলেন তিনজন মহামানব—মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তবঞ্জন দাশ এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। তিনজনই ছিলেন ত্যাগী কর্ম্মবীর এবং অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন। কর্ম্মপন্থা সময় সময় পৃথক হইয়া পড়িলেও, উদ্দেশ্য দেশহিতব্রত থাকায়, পবে সকলেই এক স্থানে সম্মিলিত হইতেন। যদি ১৯২০ সালে মহাত্মাজী অসহযোগ পন্থা প্রবর্ত্তিত না করিতেন, তবে কংগ্রেস এত শীঘ্র অগ্রসব হইতে পারিত না। আবার যদি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পণ্ডিত মতিলালেব সহায়তাবলে অসহযোগনীতিই পুষ্ট কবিবার জন্য, অসহযোগনীতিব পরিপন্থী না হয় ও সম্মানজনক ভাবে হয়, এরূপ 'কাউন্সিল প্রবেশ' কর্ম্মপন্থা আঁকড়াইয়া না ধরিতেন, তবে কংগ্রেস এত তেজোবর্দ্ধক ও কার্য্যক্ষম থাকিত না। প্রথমে কিরূপে 'কাউন্সিল প্রবেশ' নীতি বর্জ্জিত হয়, পরে পৃথকভাবে উহাতে প্রবেশের অনিচ্ছাকৃত অনুমতি প্রদান করা হয়, এবং পরে আবার উহাই সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিমূলক পন্থা বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, এই খণ্ডে তাহাই প্রদত্ত হইবে। স্বাধীনতার পথে এখনও উহাই সর্ব্বপ্রধান পন্থা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় খণ্ডে পাঞ্জাবের অনাচার ও রাউলট আইন, খিলাফতের প্রতি অবিচার ও মহাত্মাজীর এ-সম্বন্ধে অভিযোগ আর অকিঞ্চিৎকর সংস্কারের (রিফর্ম্মের) কথা বিবৃত করিয়াছি। অতঃপরে কংগ্রেস অনুসন্ধান কমিটীর বিবরণ বাহির হয় ১৯২০ সালের

ফেব্রুয়ারী মাসে এবং তাহাতে দেশবাসী পাঞ্জাব সম্বন্ধে অবস্থা অবহিত হয়। অতঃপরে হাণ্টার কমিটীর রিপোর্ট বাহির হয় মে মাসের ৩রা এবং তাহাতে তিনজন শ্বেতাঙ্গ কমিশনার অভিমত প্রকাশ করেন এক রকম, আর দুইজন ভারতীয় কমিশনার করেন ভিন্ন রকম। ইতিপূর্ব্বে সাময়িক সংবাদপত্রেও পাঞ্জাবের অত্যাচার-কাহিনী বিষদভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

কংগ্রেসের অনুসন্ধান কমিটীর রিপোর্ট সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন বলিতেন, "অমৃতসর কংগ্রেসের পরেই ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ২০শে তারিখে আমরা পবিত্র তীর্থক্ষেত্র কাশীধামে পাঞ্জাব এনকোয়ারী কমিটীর রিপোর্ট স্বাক্ষর করিয়াছিলাম। আমাদের দাবী ছিল খুবই স্বল্প—লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের পদত্যাগ, স্যার মাইকেল ওডায়ারের পুনরাহ্বান (recall), জেনারেল ডায়ারকে শাস্তিপ্রদান ও সামরিক আইনানুসারে সংগৃহীত জরিমানার টাকা ফেরত প্রদান।

"শ্রীশিবপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয়ের বাটীস্থ একটী সুন্দর বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া আমরা সহি করিয়াছিলাম। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু স্বাক্ষর করেন নাই। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভাপতিরূপে তিনিই উক্ত রিপোর্ট আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

১৯১৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর সংস্কার, আইনে (Government of India Act) পরিণত হয়; এবং এই সম্বন্ধে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ যে ঘোষণা করেন, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি। রিফর্ম্মস্‌ বিল কেবল অকিঞ্চিৎকর নয়, অপমানজনক হওয়া সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধীর ঐকান্তিকতায় এবং মডারেট নেতৃবর্গের অনুরোধে অমৃতসর কংগ্রেস সংস্কারের সহযোগিতা করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছে। কিন্তু পাঞ্জাবের ব্যাপার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট উহার ডেস্‌পাচে (Despatch) হাণ্টার কমিটীর* কেবল মেজরিটি রিপোর্ট গ্রহণ করিয়া এবং মাইনরিটি রিপোর্ট ও কংগ্রেস রিপোর্টের দাবীগুলি অগ্রাহ্য করিয়া জাতির প্রতি কৃত

* কংগ্রেস চাহিয়াছিল রয়েল কমিশন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট পরে লর্ড হাণ্টারকে চেয়ারম্যান করিয়া অনুসন্ধান-কমিটী গঠন করেন।

অপমান আরও বহু গুণ বৰ্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন। মেজরিটি রিপোর্টে স্যার মাইকেল ওডায়ার ও জেনারেল ডায়ারের প্রতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বৰ্ষিত হইয়াছে। আরও বিস্ময়ের বিষয় যে, গভর্ণমেণ্ট অত্যাচারীর দণ্ডবিধান না করিয়া তাহাদিগকে পুরস্কৃত করেন। যাহাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতেছিল সম্পত্তি ক্ষতির বিষয়ে তাহাদিগকে অব্যাহতি দিয়া 'ইনডেম্‌নিটী' বিল পাশ করেন। আবার সেই সমস্ত অপরাধীগণের স্মৃতিরক্ষার জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল, মহিলাগণ নাচের ব্যবস্থা করিলেন এবং ভারতবর্ষেই ইংরাজগণ জেনারেল ডায়ারকে তিন লক্ষ টাকা উঠাইয়া দিলেন। ১৯২০ সালের ৩রা মে তারিখে মেজরিটি ও মাইনরিটি রিপোর্ট এবং গভর্ণমেণ্ট ডেস্‌পাচ বাহির হইলে, মাইনরিটি রিপোর্ট ও কংগ্রেস অনুসন্ধান কমিটীর রিপোর্ট যেমন দেশবাসী কর্ত্তৃক মূলতঃ সমর্থিত হইল, অন্যদিকে আবার মেজরিটি কমিটীর রিপোর্ট দেশে ভয়ঙ্কর বিক্ষোভের সঞ্চার করিল। অবিলম্বে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী বারাণসীধামেই ২৯শে মে সম্মিলিত হইয়া বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কেবল পাঞ্জাব সম্বন্ধে উপরোক্ত ব্যাপারেই যে মহাত্মা গান্ধী খুব ক্ষুব্ধ হইলেন তাহা নয়, খিলাফত ব্যাপারেও তিনি ভারতীয় মুসলমানগণের পক্ষ সমর্থনে তৎপর হইলেন।

১৯১৪ হইতে ১৯১৮ পর্য্যন্ত যে মহাসমর হয় তাহাতে ব্রিটেন, ফ্রান্স, গ্রীস প্রভৃতি দেশ ছিল এক পক্ষে, আর জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি ছিল একদিকে। ভারতীয় অনেক মুসলমান সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুতি পায় বলিয়াই ভারতীয় মুসলমানগণ তুর্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সম্মত হয়। তাহাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, তুরস্কের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার হইবে না এবং উহার প্রতি অবিচার (injustice) করা হইবে না। কিন্তু যুদ্ধ থামিবার পরে তুরস্কের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে এসিয়ায় সরাইয়া আনা হইয়াছে, আর ঐ নগরটিকে নানা জাতির সম্মিলিত

শাসনের অধীন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। তুরস্ক সাম্রাজ্যের যে সব দেশে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক তাহাদিগকেও কোন না কোন ইউরোপীয় খৃষ্টান জাতির অধীন করা হইয়াছে। তুরস্ক সাম্রাজ্যের সুলতানই তাহাদের খলিফা ; (প্যাগাম্বরের বংশধর ও প্রতিনিধি) তাঁহার পদগৌবব ও ক্ষমতা যাহাতে হ্রাস না পায় এবং অন্য কাহাকেও খলিফা খাড়া করিবার চেষ্টা না হয়, মুসলমানরা তাহাই চাহেন। এতদ্ভিন্ন তাহাদেব তীর্থস্থানগুলি যেন প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন মুসলমান নৃপতি (অর্থাৎ তুরস্কের সুলতানের) রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে, মুসলমানরা ইহাও চান। কিন্তু মুসলমানদের তীর্থস্থানগুলির কোনটি বা খৃষ্টান দেশের অধীন, কোনটি বা নামে মাত্র স্বাধান, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল যে ঐগুলি ইউরোপীয় খৃষ্টান জাতিবিশেষেব করতলস্থ একজন আরব শাসনকর্ত্তার অধীন করিবার প্রস্তাব প্রায় স্থির হইয়াছে।

উপরোক্ত কারণে মুসলমানেরা বিশেষ ক্ষুণ্ণ ও অসন্তুষ্ট হয়। অতঃপরে খলিফার পদগৌবব ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যে আন্দোলন হয়, তাহাই "**খিলাফত**" নামে খ্যাত হয়। আলি ভ্রাতৃদ্বয়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খাঁ, ডাক্তার কিচলু প্রভৃতি মুসলমান নেতৃবৃন্দ 'খিলাফত' আন্দোলন তুল্যানুরূপ পরিচালনে বিশেষ বদ্ধপরিকর হন এবং হিন্দুরাও তাহাদিগের ব্যথায় সহানুভূতি প্রদর্শন করেন।

গভর্ণর জেনারেল লর্ড চেমসফোর্ডের নিকট একটী ডেপুটেসন গিয়া (১৯ জানুয়ারী ১৯২০) এই সব অবস্থা জানাইতেও কোন ফল পাওয়া যায়না। অতঃপরে মৌলানা মহম্মদ আলি খিলাফত কমিটির প্রতিনিধি স্বরূপে বিলাত গিয়া প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া (১৭মার্চ্চ ১৯২০) সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করেন ও তুরস্কের প্রতি ন্যায় বিচারের প্রার্থনা করেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, "কনষ্টান্টিনোপল সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই আসে না। ইহা তুরস্ক রাজ্যের অন্তর্গতই থাকিবে।" "We do not

challenge the maintenance of the Turkish Empire in the home-lands of the Turkish race with its capital at Constantinople, এবং আরও বলিয়াছিলেন "nor are we fighting to deprive Turkey of the rich and renowned land of Asia Minor and Thrace which are predominantly Turkish in race." তিনিই এখন আবার উত্তরে বলিলেন, "আপনারা ন্যায় বিচারের কথা বলিতেছেন! আমরা তো তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি নাই। ১৮৭৮ সাল হইতে (ডিসরেলির সময়) গত যুদ্ধে আমরা তুরস্ককে কেবল সহায়তাই করিয়াছি, কিন্তু তুরস্কের বিপক্ষতায় আমরা কৃষ্ণসাগরে অধিকার না পাওয়ায় আরও দুই বৎসর বেশী আমাদের যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। জার্ম্মাণী ন্যায় বিচার পাইয়াছে এ্যাল্‌সেস্ লরেন্ ফ্রান্সের ভাগে পড়ায়, অষ্ট্রীয়াতো শতধা ছিন্নভিন্ন, তুরস্কও জার্ম্মানীর অপেক্ষা কম ন্যায় বিচার পাইবেনা। (She claims justice and justice she shall get). তুরস্কান্তর্গত থ্রেস গ্রীসের হাতে গিয়াছে বটে, কিন্তু আর্ম্মেনিয়ার উপর কী অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সুলতান কি তাহা বিস্মৃত হইয়াছে? থ্রেসবাসী গ্রীসের শাসনই পছন্দ করে। অতএব উহা তুরস্কের মধ্যে যাইবে কেন? পোপের পদগৌরব যাওয়ার পরে ধর্ম্মগত ক্ষমতার হ্রাস হয় নাই, সুলতান তুরস্কের জমি লইয়াই থাকুন—

লর্ড কার্জ্জনও বলিলেন "Do not let any one imagine that the peace we are going to conclude, will spread peace over Asia, and far from it." March 11, 1920.

ক্ষুব্ধ হইয়া মৌলনা মহম্মদ আলি স্বদেশ-প্রত্যাগত হন। ইতিমধ্যে নিখিল ভারত খিলাফত কমিটি অসহযোগ সম্বন্ধে প্রস্তাব পাশ করে। ইহার দুই দিন পরেই ১৯শে মার্চ্চ তারিখে এই সম্বন্ধে জাতীয় শোক প্রকাশার্থ হরতাল হয়। উক্ত কমিটিতে মৌলানা সৌকত আলির চেষ্টায় একটী প্রস্তাব হয়—"যদি তুরস্কের ব্যাপারে সন্ধির সর্ত্ত গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত আর সম্বন্ধ রক্ষা করা হইবে না।"

ইহার পরে গভর্ণমেণ্ট হইতে নির্দ্দেশ হয়, যেন সরকারী কর্ম্মচারী কেহ খিলাফতে যোগদান না করে।

মহাত্মা গান্ধী খিলাফতের ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি অবিচারে এত সমবেদনা প্রকাশ করেন যে তিনি বড়লাট বাহাদুর লর্ড চেমসফোর্ডকে লেখেন—

"যদি মুসলমানদের এই দুঃসময়ে আমি তাহাদের পার্শ্বে না দাঁড়াই, তবে আমি ভারতমাতার অযোগ্য সন্তান। তারা চায় তুরস্কের প্রতি যেন কোনরূপ দণ্ড না দেওয়া হয়, তাহাদের মনে আঘাত দেওয়া উচিত নয়—আমি যতদূর অবগত আছি হিন্দু এবং মুসলমান একসঙ্গে ব্রিটিশ শাসকদের ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যরক্ষার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছে।"

পাঞ্জাব এবং খিলাফত ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিবার জন্য ৩০শে মে তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর একটী সভা আহ্বান করা হয় এবং ঐ সভায় অসহযোগ-গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় এবং ১৫ই সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে কংগ্রেসের এক প্রকাশ্য অধিবেশনে আলোচনা হইবে বলিয়াও বিজ্ঞাপিত করা হয়। সেই ৩০শে মে তারিখের সভায় যে সমস্ত-প্রস্তাব পাশ হয় তন্মধ্যে নিম্নটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

"The Committee resolves that in view of the general situation in India with reference to Indian public feeling on the Turkish peace terms, the action of His Majesty's Government regarding the Punjab atrocities and the policy being pursued in giving effect to the Reform Scheme through the proposed draft Rules and Regulations, a Special Session of the Congress be convened at Calcutta as early as possible and not later than the 15th Septembr 1920 to consider the adoption of a policy of Non-Co-Operation or of any other suitable course of action."

গান্ধীজী ভারতীয় মুসলমানদের মর্ম্মবেদনায় সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রকাশ করিয়া মহাত্মার যোগ্য কাজই কবিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি গত ৬।৭ বৎসর মুসলমানের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই ভারতের অখণ্ডতার বিবোধী হইয়া মহাত্মাব মহৎ কার্য্য পণ্ড করিতেছেন বলিয়া মনে হয়।

যাহাহউক মহাত্মা গান্ধী এবং নিখিল ভাবত কংগ্রেস কমিটী যে অসহযোগের কথা বলিলেন, ভারতবর্ষে তাহা নূতন নহে। যে সরকার দেশবাসীব ব্যথা বেদনায় কোনরূপ সহানুভূতি দেখাইবে না, আমাদের অভাব অভিযোগ বধিবেব নিকট ক্রন্দনের ন্যায় বিবেচিত হইবে, তাহার সঙ্গে সহযোগিতা না কবা ভারতবাসিগণ একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। বঙ্গভঙ্গেব সময়ে এইরূপ কিছু করা সম্ভব কি না এই বিষয়ে মহামতি গোখেল কংগ্রেসেব কাশীধামের অধিবেশনের (১৯০৫ খৃঃ) অভিভাষণেও বলিয়াছিলেন,

"If the opinions of even such men are to be brushed aside with contempt, if all the Indians are to be treated as no better than dumb,driven cattle,if men whom any other country would delight to honour are to be thus made to realise the utter humiliation and helplessness of their position in their own country —then all I can say is, 'Good-bye to all hope of co-operating in any way with the bureaucracy in the interests of the people'. I can conceive of no greater indictment of British rule than that such a state of things should be possible after a hundred years of that rule."

১৯০৭ সালে লোকমান্য তিলকও একটি বক্তৃতায় অসহযোগের কথা বলিয়াছিলেন। ১৯০৯ সালে পুনরায় মিঃ গোখেল লাহোর কংগ্রেসে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, অসংখ্য নিবেদন তাহারা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ

কর্ণপাত করা হয় নাই, সুতবাং প্রতিশোধের সময় আগত হইয়াছে—"The Time has come for retaliation." তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সম্বন্ধে বলেন—

"What is the passive resistance struggle? It is essentially defensive in its nature, and it fights with moral and spiritual weapons. A passive resister resists tyranny by undergoing suffering in his own person. He pits soul force against brute force; he pits the divine in man against the brute in man; he pits suffering against oppression; pits conscience against might, he pits faith against injustice, right against wrong."

১৯০৬ সালে বরিশালে বুরোক্রেসী যে লাঠির সহায়তায় স্বেচ্ছাসেবকগণকে গুরুতর প্রহার করে এবং সম্মেলন ভাঙ্গিয়া দেয় তাহাতে ধীরপন্থী নেতৃবৃন্দও অসহযোগ গ্রহণেব কথা বলিয়াছিলেন।

গোখেল ও তিলক যেন ভবিষ্যৎ ছবি প্রতিফলিত বলিয়াই অসহযোগের সম্বন্ধে বিশ্বাস বাখিতেন। এতদিন মাঝে মাঝে যাহা বিদ্যুতের ন্যায় ঝলসিয়া উঠিত, আজ মহাত্মা গান্ধীর ত্যাগ, সংযম ও সাধনায় তাহা বাস্তবে পবিণত হইতে চলিল। ভারতীয় জমিও ছিল খুব উর্ব্বরা, বাউলট আইন ও পাঞ্জাবের অত্যাচারে, খেলনাব ন্যায় অকিঞ্চিৎকর সংস্কার প্রদানে এবং খিলাফতের প্রতি অন্যায় বিচারে ভারতীয় মন তখন এমনই তিক্ত ও বিষাক্ত হইয়াছিল, ভারতবাসী তখন সত্য ও ন্যায়েব প্রতি ইংরাজের অনুরাগ সম্বন্ধে এমন ভাবে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছিল যে, মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক এই নীতি প্রবর্ত্তনের কথা হইতে না হইতেই সাধারণ লোক উহার প্রতি একান্ত আগ্রহশীল হইয়া উঠিল।

কংগ্রেস বরং শনৈঃ শনৈঃ পদক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু নিখিল ভারত খিলাফত কমিটী অসহযোগ সম্বন্ধেও আবার বেশী অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিল। ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসেই তাহারা

দিল্লীতে মহাত্মাজীর পরামর্শানুসারে একটী সম্মিলন করিয়া স্থির করে, যদি খিলাফত সমস্যার মীমাংসা গভর্ণমেণ্ট সন্তোষজনক ভাবে না করেন, তবে গভর্ণমেণ্ট হইতে আস্তে আস্তে তাহারা সহযোগিতা অপসারণ করিবে।

এইখানে ভাবিবার একটী বিষয় আছে। ডিসেম্বর মাসে মহাত্মাজী কংগ্রেসকে রিফর্ম্মস সম্বন্ধে সহযোগিতা করিতে বলেন, আবার নভেম্বর মাসে খিলাফতকে অসহযোগ করিতে বলিলেন, এরূপ অসামঞ্জস্য কিরূপে সম্ভব মনে হয়? মোট কথা তিনি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানকে দিয়া আবার একটী সুযোগ দেওয়াইযাছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন গভর্ণমেণ্ট অটল অচল রহিয়াছে তখন কংগ্রেসকে দিয়াও অসহযোগ প্রস্তাব পালন করাইয়াছিলেন।

যাহা হউক, ইংলণ্ডে মৌলানা মহম্মদ আলীর অভিযান ব্যর্থ হইবার পরে মাদ্রাজ খিলাফত সম্মেলনে ১৯২০ সালে ১৭ই এপ্রিল তারিখে সরকারী খেতাব, কাউন্সিল, গভর্ণমেণ্টের চাকুরী পরিত্যাগ এবং ট্যাক্স বন্ধ করিতে নির্দ্দেশ দিয়া প্রস্তাব পাশ হয়—

"In consonance with the spirit of the resolution adopted by the All India Committee this Committee in the event of the present agitation proving futile and ineffective calls upon all Indians to progressive abstention from co-oparating Government in the following manner: firstly to renounce all honorary posts, titles and membership of the Legislative Councils; secondly, to give up all remunerative posts under Government service; thirdly; to give up all appointments in the Police and Military Forces; finally, to refuse to pay taxes to Government;"

প্রস্তাব উপস্থিত করেন মৌলানা সৌকতআলি, আর মাদ্রাজের 'হিন্দু" সম্পাদক মিঃ কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার উহা সমর্থন করেন।

এপর্য্যন্ত খিলাফতই অসহযোগ প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব পাশ করিয়া লয়। কংগ্রেস এখনও কিছু স্থির করে নাই। সেপ্টেম্বর মাসে

কংগ্রেস স্থির করিবে। কিন্তু ২রা জুন ১৯২০ এলাহাবাদে দেশ-নায়কগণের একটী সম্মিলনে অসহযোগ গ্রহণ সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, সর্দ্দার বিঠল ভাই প্যাটেল ও কয়েকজন মুসলমান নেতা লইয়া একটী সাব কমিটী গঠিত হয়। সাব কমিটী জুলাই মাসে কংগ্রেস কমিটীর কাছে যে বিবরণী পাঠায় তাহাতে স্কুল কলেজ এবং আইন আদালত বর্জ্জনের প্রস্তাবই প্রথমে হয়, কাউন্সিল বর্জ্জনের কথা হয় না। ইহার পরে ১লা আগষ্ট তারিখে যে হরতাল হয়, তাহাতে প্রায় দোকান পাট বন্ধ থাকে। এবং অতঃপরে সাব কমিটীর বিশেষ অধিবেশনের প্রস্তাব সম্বন্ধে সমস্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীকে জ্ঞাত করা হয়। আগষ্ট মাসে কি কি বিষয়ে বর্জ্জন প্রস্তাব হইবে, তাহারও একটি ঘোষণা করেন।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের খিলাফত এবং সংস্কার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের কমন্স ও লর্ড্‌স্ সভায় এমন সব তর্ক বিতর্ক হয় যে দেশের লোক গভর্ণমেণ্টের প্রতি শেষ বিশ্বাসটুকুও হারাইয়া ফেলে। এবং অতঃপরে ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয় তজ্জন্য সকলে অপেক্ষা করিয়া রহিল।

"দাশ নেহরু" আলোচনা

উপরোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ১৯২৫ সেপ্টেম্বর এলাহাবাদে এই লেখককে যাহা বলিয়াছিলেন, পাঠকের অবগতির জন্য পণ্ডিতজীর কথাতেই উহা এখানে বিবৃত হইল—

"১৯২০ সেপ্টেম্বর মাসে আমরা উভয়ে আরায় ছিলাম। তখন ডুমরাওন রাজ সংক্রান্ত মামলায় চিত্তরঞ্জন ব্যস্ত ছিলেন, আমাদের পক্ষের সিনিয়র শ্রীযুক্ত এন্ সরকার তখন দ্বিতীয়বার বক্তৃতা করিতে-ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে এপ্রিল মাসে অল্ ইণ্ডিয়া খিলাফত কনফারেন্সের মান্দ্রাজ অধিবেশনে মহাত্মার পরামর্শক্রমে অসহযোগ (Non-Co-

Operation) প্রস্তাব পাশ হইয়াছিল। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দও জুন মাসে অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীতে অসহযোগ পন্থার পক্ষপাতী হন। চিত্তরঞ্জন ও আমি উভয়েই নন্-কো-অপারেশন প্রোগ্রামের কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতাম। এই বিষয় আরায় বসিয়া জাতীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনাও হইয়াছিল। আমি একদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় আসি। দেশবন্ধু পরের দিন আসেন। আমি আসিবার পরে মহাত্মা আমাকে বলেন, 'খিলাফত পাশ করায় সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায় ইহার মতানুবর্তী, হিন্দুর মধ্যেও অনেকে হাণ্টার রিপোর্টে ব্যথিত। এরূপ ক্ষেত্রে মেজরিটি যখন একদিকে হইবে, আপনারও এদিকে আসা উচিত।' আমিও তখন দেখিলাম, এখন আপত্তি নিষ্ফল। তাই মহাত্মার মতানুবর্ত্তী হইলাম। অতঃপর আমি মিঃ দাশের সঙ্গে দেখা করি। তিনি আসিয়া তখন পৌঁছিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "এবিষয়ে আপনার কি ঠিক ধারণা জন্মিয়াছে? Are you convinced?"

আমি বলিলাম, "এখন আপত্তি নিষ্ফল। এটা আমি বুঝতে পেরেছি।"

দাশ—'কার দোষ? মহাত্মা কেন তাড়াতাড়ি করলেন?'

আমি।—'কিন্তু আপত্তি তো নিষ্ফল!'

দাশ—'It is up to the Mahatma now to declare that he is wrong.' মহাত্মার ন্যায় ব্যক্তির ত্রুটি স্বীকার করাই ন্যায়-সঙ্গত।

আমি—'It is too much to expect, first he honestly believes it, secondly that it is only three weeks that the declaration was made. The ink even is not dry. I am not going to oppose as I depend on majority. It is futile to oppose. If you can convince him, all right. If not, it is useless.'

'আমি ভাই সেরূপ আশা করি না। কারণ মহাত্মা কাউন্সিল ব্যবস্থা পরিষদের সহিত সম্পূর্ণ অসহযোগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার

করেন, দ্বিতীয়তঃ তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে ডিক্লেরেশন (প্রকাশ্য ঘোষণা) করিয়া এখনই তিনি আবার উহা প্রত্যাহার করিবেন না। সোজা কথায় ব্যবহৃত কালীও এখন শুখায় নাই। যখন অধিক সংখ্যক লোক একদিকে, আমি আপত্তি করিব না। তুমি যদি তাঁকে বুঝাইয়া ফিরাইতে পার ভাল, নতুবা আপত্তি নিস্ফল।'

দাশ সংশোধন প্রস্তাব খুব জোরের সহিত উত্থাপিত করিয়াছিলেন এবং উপরোক্ত ঘটনার দরুণই তাহার বক্তৃতায় আমার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলেন—'জনৈক সভ্যের আকস্মিক পরিবর্ত্তন Sudden conversion of some member."

কলিকাতা অধিবেশন

কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয় ৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৯২০), সভাপতির আসন গ্রহণ করেন লালা লাজপত রায়। এবৎসরের গোড়ায়ই তিনি আমেরিকা হইতে দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন স্বর্গীয় ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়। 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত গীত হইবার পরে তিনি দণ্ডায়মান হন। তাঁহাব অভিভাষণ তিনি বেশ স্পষ্টভাবে পাঠ করিয়াছিলেন এবং শেষদিকে বেদের সঙ্ঘবাণীটিও "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং" আবৃত্তি করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরীকে সভাপতিবরণের প্রস্তাব করিতে অনুরোধ করেন। স্যার চৌধুরী প্রস্তাবটিতে খুব স্পষ্ট ও শ্রুতিমধুর ইংরাজীতে পাঞ্জাবকেশরী (Lion of the Punjab) লালাজীকে বরণ করেন। প্রস্তাবটি দু-একজন সমর্থন করিবার পরে যখন মিসেস বেসান্ত উঠেন, তখন চারিদিক হইতে নিম্নোক্তি উত্থিত হইল। কেহ বলিল—ইনি বসুন, কেহ বলিল, আমরা ব্রিটিশ গোয়েন্দাকে শুনিতে চাই না। এতই লজ্জাকর উক্তি হইতে লাগিল যে অবশেষে মিঃ চক্রবর্ত্তী এবং গান্ধীজীকে

দণ্ডায়মান হইয়া জনতাকে শান্ত করিতে হইল। প্রতিনিধি-বর্গ এসময়ে প্রকৃতই বিবেকশূন্যতার পরিচয় দিয়াছিল।

একটী কথা মনে পড়ে। মিঃ চক্রবর্ত্তী যখন গভর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করেন, চিত্তরঞ্জন দাশ বলিয়া উঠেন, "What about the trusteeship?" মিঃ চক্রবর্ত্তী তখনই উত্তর করেন, "আমাদের হাইকোর্টের একজন ব্রিটিশ জজ ছিলেন, তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "All trustees are dishonest."

যাহাহউক ইহার পরে লালাজী তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণে (কখনও পুস্তিকার সহায়তায় কখনও মুখস্থভাবে) পাঞ্জাবের অমানুষিক অত্যাচার-কাহিনীর জ্বলন্ত ছবিটি ফুটাইয়া তোলেন।

প্রথম প্রস্তাবটিতে লোকমান্য তিলকের তিরোধানে (২রা আগষ্ট ১৯২০) শোক প্রকাশকালে তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, দেশের জন্য দুঃখভোগ, ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য ঐকান্তিক সাধনা এবং দেশের স্বাতন্ত্র্য সাধন সঙ্কল্পে তাঁহার অবিরাম প্রয়াস যে ভারতবাসীর হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতি চিরাঙ্কিত করিয়া রাখিবে, এই বিষয়ে উল্লেখ থাকে। অতঃপরে কংগ্রেস সাব-কমিটীর সভ্যগণ পাঞ্জাবের ব্যাপার অনুসন্ধান কার্য্যে যে পরিশ্রম, ন্যায়পরায়ণতা এবং সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, সেই বিষয়ে প্রস্তাব হয়।

হাণ্টার কমিটীর মেজরিটি রিপোর্ট যে জাতিবৈষম্য-জনিত বিদ্বেষ দ্বারা কলুষিত, সাক্ষী-প্রমাণ কর্ত্তৃক অসমর্থিত—এবং ইহা যে কেবল পঞ্জাব সরকার ও ভারত সরকারের দুরপনেয় দোষ ঢাকিবার জন্য এইভাবে বাহির করা হইয়াছে এবং তজ্জন্য উহা একেবারে গ্রহণযোগ্য নয় এবং গভর্ণমেণ্টও অপরদিকে সরকারী কর্ম্মচারীগণের কোনরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করেন নাই, এজন্য তখম গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের সমস্ত বিশ্বাস হারাইয়াছেন।

সর্ব্বাপেক্ষা মূল এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবই ছিল অসহযোগ সম্বন্ধে। পাঞ্জাব সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট যে ঔদাসীন্য ও অন্যায়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তুরস্কের ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট যেমন ভারতীয় মুসলমানগণের

প্রতি পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন, তাহাতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে দেশে আর কোনরূপ শান্তির সম্ভাবনা নাই।

মহাত্মার পূর্ব্ব খসড়ায় 'স্বরাজ' কথা ছিল না। বিষয় নির্ব্বাচনী সভায়, বাঙ্গালী প্রতিনিধিগণের চেষ্টায়ই 'স্বরাজ' কথার প্রবর্ত্তন হয়। প্রস্তাব হয়, কংগ্রেসের অভিপ্রায় এই যে, যে পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত অন্যায়ের প্রতীকার না হয় এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠা না হয় ক্রমিক অসহযোগ গ্রহণ ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। তাই কংগ্রেস সম্প্রতি যথাসম্ভব স্বল্প ঝুঁকি ও অল্প ত্যাগস্বীকার সাপেক্ষ উপদেশ দিতেছে—

মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব (কলিকাতায়)

(১) 'উপাধিধারিগণ উপাধি ও অবৈতনিক চাকুরী ও মিউনিসিপ্যাল ও জেলাবোর্ড ও লোকাল বোর্ডের মনোনীত সভ্যপদ ত্যাগ করুন।

(২) গবর্ণমেণ্টের লেভি, দরবার, রাজপুরুষদের আহূত আমোদ-উৎসব সভা, প্রভৃতিতে গমন করিতে অস্বীকার করুন।

(৩) গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব, গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত ও গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন স্কুল ও কলেজ হইতে সন্তানদিগকে ক্রমে ক্রমে লইয়া যান এবং প্রত্যেক প্রদেশে জাতীয় স্কুল ও কলেজ স্থাপন করুন।

(৪) আইন-ব্যবসায়ীরা ক্রমে ক্রমে আদালত ত্যাগ করুন এবং তাঁহাদের সহায়তায় সালিসী আদালত স্থাপন করিয়া আপন আপন বিবাদ মিটাইয়া ফেলুন।

(৫) সৈন্য, কেরাণী বা কুলি হইয়া কেহ মেসোপোটেমিয়া যাইবেন না।

(৬) কেহ ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য হইবেন না; যদি কেহ কংগ্রেসের মত অবহেলা করিয়া সভ্যপদপ্রার্থী হয়, তবে ভোটারগণ তাহাকে ভোট দিবেন না।

(৭) বৃটিশ বাণিজ্যদ্রব্য বর্জ্জন করা হউক।

"সংশ্রব বর্জ্জন ও আত্মশাসন স্বার্থত্যাগের নামান্তর, এবং তাহা ব্যতীত জাতীয় উন্নতি হয় না। তাই প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকে সংশ্রব বর্জ্জনের প্রথম ধাপে আত্মশাসন ও স্বার্থত্যাগের সুযোগ দেওয়া উচিত। সুতরাং কংগ্রেস এই অনুরোধ করিতেছেন যে, সকলেই বস্ত্র ব্যবহার বিষয়ে স্বদেশী ব্রত গ্রহন করুন কিন্তু ভারতীয় অর্থে পুষ্ট মিলগুলিতেও ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় বস্ত্র উৎপাদন হয় না এবং বহুদিন হওয়ারও সম্ভাবনা নাই, তাই কংগ্রেস এই অনুরোধ করিতেছেন যে, বিস্তারিত ভাবে চরকায় সুতা কাটা হউক এবং লক্ষ লক্ষ দেশীয় তাঁতী যাঁহারা উৎসাহের অভাবে তাঁহাদের প্রাচীন ও সম্মানজনক ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা হাতের তাঁতে বস্ত্র বয়ন করিতে আরম্ভ করুন।

CALCUTTA SPECIAL CONGRESS RESOLUTION

September—20, 1920.

"In view of the fact that on the Khilafat question both the Indian and Imperial Governments have signally failed in their duty towards the Mussalmans of India, and the Prime Minister has deliberately broken his pledged word given to them and that it is the duty of every non-moslem Indian in every legitimate manner to assist his Mussalman brother in his attempt to remove the religious calamity that has overtaken him,

And in view of the fact that in the matter of the events of April 1919 both the said Governments have grossly neglected or failed to protect the innocent people of the Punjab and punish officers guilty of un-

have exonerated Sir Michael O'Dwyer who proved himself directly or indirectly responsible for most of the official crimes and callous to the sufferings of the people placed under his administration and that the debate in the House of Commons and specially in the House of Lords betrayed a woeful lack of sympathy with the people of India and showed virtual support of the systematic terrorism and frightfulness adopted in the Punjab and that the latest Viceregal pronouncement is proof of an entire absence of repentance in the matters of the Khilafat and the Punjab,

This Congress is of opinion that there can be no contentment in India without the redress of the afore-mentioned wrongs and that the only effectual means to vindicate national honour and to prevent a repetition of similar wrongs in future is the establishment of Swarajya. This Congress is further of opinion that there is no course left open for the people of India but to approve of and adopt the policy of progressive non-violent Non-Co-Operation inaugurated by Mr. Gandhi until the said wrongs are righted and Swarajya is established.

And in as much as a beginning should be made by the classes who have hitherto moulded and represented public opinion and in as much as Government consolidates its power through titles and honours bestowed on the people, through schools controlled by it, its law-courts and its Legislative Councils and in as much as it is desirable in the prosecution of the movement to take the minimum risks and to call for the least sacrifice compatible with the attainment of the desired object, this Congress earnestly advises :—

(a) Surrender of titles and honorary offices and resignation from nominated seats in local bodies ;

(b) Refusal to attend Government levies, durbars and other official and semi-official functions held by Government officials or in their honour ;

(c) Gradual withdrawal of children from schools and colleges owned, aided or controlled by Government and in place of such schools and colleges establishment of National Schools and Colleges in the various Provinces ;

(d) Gradual boycott of British courts by lawyers and litigants and establishment of private arbitration courts by their aid for the settlement of private disputes ;

(e) Refusal on the part of the military, clerical and labouring classes to offer themselves as recruits for service in Mesopotamia ;

(f) Withdrawal by candidates of their candidature for election to the Reformed Councils and refusal on the part of the voters to vote for any candidate who may, despite the Congress advice, offer himself for election ;

(g) Boycott of foreign goods ;

And in as much as non-co-operation has been conceived as a measure of discipline and self-sacrifice without which no nation can make real progress, and in as much as an opportunity should be given in the very first stage of non-co-operation to every man, woman and child, for such discipline and self-sacrifice, this Congress advises adoption of Swadeshi in piece-goods on a vast scale and in as much as the existing mills of India with indigenous capital and

control do not manufacture sufficient yarn and sufficient cloth for the requirements of the nation and are not likely to do so for a long time to come, this Congress advises immediate stimulation of further manufacture on a large scale by means of reviving hand-spinning in every home and hand-weaving on the part of the millions of weavers who have abandoned their ancient and honourable calling for want of encouragement."

মহাত্মাজীর এই প্রস্তাব অধিকাংশ লোকই সমর্থন করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পঞ্জাব, খিলাফত এবং তুচ্ছ সংস্কার প্রদানে লোকের মন তখন এতই তিক্ত ও বিষাক্ত যে তখন যে যত অগ্রগামী পন্থার সন্ধান দিতে পারিত, তাহার দিকেই বেশী সমর্থক হইত। বিশেষতঃ মহাত্মাজী চরিত্রবল, দৃঢ়তা ও দুঃখভোগের দ্বারা তাঁহার নেতৃত্বশক্তি ইতিপূর্ব্বে বহু স্থানে দেখাইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কথায় লোকের কোনরূপ সংশয়ই রহিল না।

প্রধান নেতৃবৃন্দের মধ্যে পণ্ডিত মতিলাল হইলেন মহাত্মাজীর প্রধান সমর্থক। কিন্তু চিত্তরঞ্জন একা তখন ভিন্ন সুর ধরিলেন। মহাত্মাজীর প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার কোনরূপ অভাব ছিল না, কিন্তু কাউন্সিল বর্জ্জন তিনি কিছুতেই মনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে পারেন নাই। কারণ তাঁহার মতে কাউন্সিল দান নয়, আমাদের প্রচেষ্টার ফল-স্বরূপ আমরা অধিকার করিয়া লইয়াছি। ইহার সহায়ে আমরা আমাদের দায়িত্বমূলক স্বত্ত্ব এবং অধিকার লাভে আরও অগ্রসর হইব। তাই আগষ্ট মাসে (১৯২০) যখন প্রাদেশিক কংগ্রেসগুলির মত চাওয়া যায়, অন্যান্য প্রদেশ মত প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের কমিটি মধ্য-প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সুস্পষ্ট উক্তি লিখিয়া পাঠায়—

"যেরূপ অবস্থা সমুপস্থিত তাহাতে 'নন্-কো-অপারেশন'ই প্রকৃষ্ট পন্থা, কিন্তু কাউন্সিল বর্জ্জনের কোন আবশ্যকতা নাই। বরং বহু-

সংখ্যক লোকেরই কাউন্সিলে যাওয়া উচিত, যাহাতে আবশ্যক মত কাউন্সিলেও অসহযোগ নীতি চালাইতে পারেন।”

কলিকাতার অধিবেশনেও বাঙ্গালার কংগ্রেস নেতাগণ মহাত্মাজীর প্রস্তাবের একটী সংশোধন প্রস্তাব করেন, প্রস্তাবটি এই—

“বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর সহিত দেখা করিয়া পঞ্জাব-অনাচার এবং অন্যান্য অভিযোগ, এবং এখনি যেন স্বায়ত্ত-শাসনেব ক্ষমতা বা অধিকার দেওয়া হয় প্রভৃতি বিষয় উপস্থিত করিবাব জন্য এখনি একটী মিশন (দৌত্য) প্রেরিত হউক। যদি তিনি এই মিশনকে গ্রহণ না করেন অথবা ১৯১৯ রিফর্ম্মস্ আইন পরিবর্ত্তন করিয়া স্বায়ত্ত-শাসন না দেন, তবে কাল-বিলম্ব না করিয়া অসহযোগ ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। তবে ইতিমধ্যে বসিয়া না থাকিয়া মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত কর্ম্মপন্থা যাহাতে দেশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়, তজ্জন্য একটি প্রতিনিধিমূলক কমিটীর সহায়তায় দেশকে তৈয়ার করিতে হইবে।”

এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন মাননীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এবং সমর্থন করেন চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়।

বিপিনবাবুর সংশোধন প্রস্তাব (কলিকাতার)

(১) নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস-কমিটীর দ্বারা নির্ব্বাচিত কয়েকজন ভারতীয় প্রতিনিধির দৌত্য স্বীকার করিবাব জন্য প্রধান মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হউক ; এই প্রতিনিধিরা ভারতের অভাব-অভিযোগের কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করুন এবং অচিরাৎ পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারের জন্য দাবী করুন।

(২) যদি তিনি এই দৌত্য গ্রহণ না করেন অথবা ১৯১৯ সালের সংস্কার আইনের পরিবর্ত্তে অচিরাৎ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রদান না করেন, তাহা হইলে এমনভাবে সহযোগিতা-বর্জ্জন-নীতি অবলম্বন করা হইবে, যাহাতে বৃটিশ জাতি নিঃসন্দেহ হইবেন যে, ভারতবাসী অতঃপর পরাধীনের মত শাসিত হইতে চাহেন না।

(৩) ইতিমধ্যে কংগ্রেস দেশকে মহাত্মা গান্ধীর সহযোগিতা-বর্জ্জনের প্রোগ্রামটী ধীর ও সুচিন্তিত ভাবে দেখিয়া শেষে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন; অবশ্য সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে অথবা কোনও বিশেষ প্রদেশের পক্ষে যদি কিছু সংশোধন, পরিবর্জ্জন বা পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে একটা জয়েন্ট-কমিটি নির্দ্ধারণ করিবেন।

এই জয়েন্ট-কমিটীতে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগণ থাকিবেন—

(ক) ন্যাশনাল কংগ্রেস (খ) মোসলেম লীগ (গ) সেণ্ট্রাল খিলাফত কমিটী (ঘ) হোমরুল লীগ (ঙ) শিখ লীগ।

(৪) ইতিমধ্যে কংগ্রেস গোড়াপত্তন করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত কার্য্যের পথ অনুসরণ করিতে দেশের লোককে অনুরোধ করিতেছেন—

(ক) সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন ও সহযোগিতাবর্জ্জননীতি সম্বন্ধে নির্ব্বাচনাধিকারীদিগকে শিক্ষিত করা।

(খ) জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠা করা।

(গ) সালিশী-আদালত প্রতিষ্ঠা করা।

(ঘ) সরকারি খেতাব ও অবৈতনিক চাকুরী ছাড়িয়া দেওয়া।

(ঙ) সরকারি লেভি, দরবার প্রভৃতি বর্জ্জন করা।

(চ) শ্রমিকগণকে ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা।

(ছ) ক্রমশঃ য়ুরোপীয় ব্যাঙ্ক ও ব্যবসার সংশ্রব হইতে ভারতীয় মূলধন ও শ্রমজীবী সরাইয়া লওয়া।

(জ) সৈন্য, কেরাণী ও শ্রমিকগণকে ভারতের বাহিরে সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করিতে নিষেধ করা।

(ঝ) স্বদেশী ব্রত গ্রহণ এবং হাত-চরকা ও তাঁতের পুনঃ প্রচলন।

চিত্তরঞ্জন বিপিনবাবু উত্থাপিত সংশোধন প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিয়া বক্তৃতায় বলেন "ক্রমিক কথায় কি ফল হইবে?"

জনতা—"মহাত্মা গান্ধী আপনাকে উত্তর দিবেন।"

চিত্তরঞ্জন—"মহাত্মা গান্ধী যদি আমাকে সম্যক বুঝাইয়া দিতে পারেন, আমি সেইভাবে কাজ করিব।"

কয়বার জনতার সঙ্গে প্রশ্নোত্তর শুনিয়া পণ্ডিত মতিলাল বলেন—

"I rise to a point of order—Is a speaker entiled to argue with delegates ?"

চিত্তরঞ্জন বলেন—"কাউন্সিলে যাওয়া আমি মনে করি নন্-কো-অপারেশনের বিরোধী নয়। আপনারা মনে করিবেন না যে, রিফর্ম্ম অ্যাক্ট একটা দান। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের হাত হইতে আপনারা উহা ছিনাইয়া লইয়াছেন (Reforms have been wrung out). আপনারা উহা অর্জ্জন করিয়াছেন।

"অস্ত্র এখন আপনার হাতেই রহিয়াছে (in the hollow of your hands). এখন আমি চাই, স্বরাজ লাভের জন্য এই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে—I want to make the Council an instrument to the attainment of Swaraj, and to use that weapon to wring out full complete Swaraj.

"পঁয়ত্রিশ বৎসরের পরিশ্রম ও সাধনায় আপনি যাহা পাইয়াছেন, তাহা কখনও ছাড়িবেন না।"

তর্ক-বিতর্কের পরে মহাত্মা-উত্থাপিত প্রস্তাবটি পাশ হইয়া যায়। এখনও মিঃ জিন্না ভিন্ন মৌলানা সৌকত আলি প্রমুখ সমগ্র মুসলমান প্রতিনিধিগণ মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব সমর্থন করেন।

কলিকাতা কংগ্রেসের পরে দাশ মহাশয় মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে আবার আরায় ফিরিয়া যান। সেখান হইতে কলিকাতায় আসিয়া ষ্টীমারযোগে ডিব্রুগড় যান। এই ডিব্রুগড়ে আমন্ত্রিত হইয়া তিনি বাঙ্গালীদের একটি সভায় কাউন্সিল সম্বন্ধে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলেন—

"কাউন্সিলে যাওয়া উচিত—গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবার জন্য নয়, গভর্ণমেণ্টকে বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য। not for helping but

for embarrassing the Government by making the appointment of ministers impossible by our voting.)

ডিব্রুগড় হইতে আসিয়া তিনি ৺কাশীধাম যান। সেখানে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শ করেন। কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় ৩০শে নভেম্বর তারিখে সাংবাদিকদের নিকটে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করেন—

"Non-co-operation is our only chance. Complete programme of non-co-operation with renunciation of title of honorary offices at one end and refusal to pay taxes at the other should at once be adopted and worked out within the shortest possible time. The programme of non-co-operation is an organic whole. Work should be undertaken in all directions so that a call for the enforcement of complete programme may be made within the shortest time.

"I am not for boycott of Council as I wanted to work out the principle of non-co-operation from within the council, but in obedience to Congress resolution we withdraw our candidature and the matter has no practical importance now."

"অর্থাৎ অসহযোগই আমাদের একমাত্র ভরসা। একদিকে উপাধি-বর্জ্জন এবং অনারারী কার্য্য পরিত্যাগ, এবং আর এক দিকে ট্যাক্স দিতে অস্বীকৃতির সহিত অসহযোগের পূর্ণ কার্য্য-পদ্ধতি অতি সত্বর গ্রহণ করা উচিত এবং যতদূর সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। অসহযোগ কর্ম্মপদ্ধতি একটি জীবন্ত গঠনোপায় (organic). যাহাতে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অসহযোগ কর্ম্মপদ্ধতি কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়, তার জন্য সকল দিক দিয়াই কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

"আমি কাউন্সিলের ভিতরেও অসহযোগ-নীতি অবলম্বন করিতে চাই। তাই আমি কাউন্সিল বয়কটের (বর্জ্জনের) পক্ষপাতী নই। ইহাতে আমাদের ক্ষতিই হইবে। কিন্তু কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব শিরোধার্য্য করিয়াই আমরা এবার নির্ব্বাচন-প্রার্থী হই নাই।"

কিন্তু সেই বৎসর (১৯২০) নির্ব্বাচনের বৎসর বলিয়া কলিকাতার কংগ্রেসে কাউন্সিল সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাবিত মন্তব্য ও উহার সর্ত্তগুলি খুব জোরের সহিত লিপিবদ্ধ হয়। যেমন ঃ

"The Congress earnestly advises—

Withdrawal by candidates of their candidature for election to the reformed councils and refusal on the part of the voters to vote for any candidate who may, despite the Congress advice, offer himself for election."

"নবপ্রবর্ত্তিত শাসনতন্ত্রানুসারে গঠিত ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন বর্জ্জন করিতে হইবে। কংগ্রেসের নিষেধ সত্ত্বেও যাঁহারা নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইবেন, ভোটারগণ তাঁহাদিগকে কিছুতেই ভোট দিবেন না।"

এ সম্বন্ধে কলিকাতা কংগ্রেসে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ করিয়া চিত্তরঞ্জন বলেন—

"আমি চাই সম্পুর্ণ দায়িত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্র। এ সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নাই। বোম্বাই-এ (১৯১৮-র সেপ্টেম্বর) আমিই ইহা চাহিয়াছিলাম, কিন্তু মডারেটরা যাহাতে আমাদিগকে ছাড়িয়া না যান সেই জন্য সেই অধিবেশনে দাবী একটু হ্রাস করিয়াছিলাম। পরে দিল্লীতে (১ ১৮-র ডিসেম্বর) সেই দাবী আরও বাড়াইতে চাহিলাম। তারপর ইতিমধ্যে পঞ্জাব ও খিলাফতের অনাচার সংঘটিত হইল। আজ আমি আমাদের দাবী (demand) কমাইব কেন? নন্-কো-অপারেশন শ্রেষ্ঠ পন্থা সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রত্যেকটি বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট ধারণা চাই।"

যাহা হউক, অসহযোগ পাশ হইয়া যায় এবং প্রকারান্তরে চিত্তরঞ্জন পরাস্তই হন। স্বর্গীয় অশ্বিনী দত্ত প্রভৃতি মনীষীগণও লেখককে ঐ সময়েই বলিয়াছিলেন—

"কাউন্সিলে বক্তৃতার সময়ে নির্ভয়ে কোন রাজদ্রোহমূলক অভিযোগের আশঙ্কা না করিয়া যে কাউন্সিলে দেশের সব কথা বলা যায়, এরূপ সুবিধা অপহৃত হওয়া ক্ষতিজনক।"

কলিকাতা অধিবেশনের পরে তিন মাস মহাত্মাজী মৌলানা সৌকত আলীকে লইয়া সমস্ত স্থান ঘুরিয়া ঘুরিয়া অসহযোগের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বুঝাইয়া দেন। মিঃ দাশও চুপ করিয়া থাকেন নাই। তিনিও এ বিষয়ে বিষম ভাবনায় পড়িয়াছিলেন। একদিকে পঞ্জাব অত্যাচারের পরে গভর্ণমেণ্টের উদাসীনতায় বুরোক্রেসীর সহিত সমস্ত সম্বন্ধ পরিত্যাগে দেশবাসীর প্রবল আগ্রহ, অপরদিকে কাউন্সিল বর্জ্জন সম্বন্ধে তাঁহার অনিচ্ছা। তিনি কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। তবে ইতিমধ্যে নির্ব্বাচনের কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইলেও ঐ বৎসর ১৯২০ খৃষ্টাব্দের কাউন্সিল নির্ব্বাচনের কোন জাতীয়তাবাদীই (ন্যাসনালিষ্ট) যোগদান করিবেন না, তাহা স্থির করেন। মেসার্স দাশ, চক্রবর্তী, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, জিতেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, কে, লাহিড়ী, নিশীথ সেন প্রভৃতির অনুপস্থিতিতে নব-গঠিত কাউন্সিল যে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অসহযোগের অন্যান্য বস্তু বিষয়ের সহিত প্রায় একমত হইলেও, কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করিতেন। তিনি মনে করিতেন কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়াও অসহযোগ-নীতি সাফল্যের সহিত পরিচালনা করা যায়। কিন্তু তখন দেশের জনসাধারণ মহাত্মার নির্দ্দেশে এতই আশ্বাস স্থাপন করেন যে, দেশবন্ধুর কথা কেহ কর্ণপাত করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। এদিকে চিত্তরঞ্জন মহাত্মার নীতি এবং চরিত্রবলের প্রতি এতই শ্রদ্ধাবান্ যে তাঁহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহার প্রবর্ত্তিত কাউন্সিল-নীতি

কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। এ অবস্থায় তিনি বিষম সমস্যায় পড়িলেন।

যাহা হউক, নাগপুর পর্য্যন্ত এই বিষয় লইয়া চিত্তরঞ্জন একেবারেই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি প্রথমেই নভেম্বর মাসে মালবীয়জী ও লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে আলোচনা করিতে কাশীধামে গমন করেন। মহাত্মাও পরে এই স্থানে আসিয়াছিলেন। তৎপরে সে স্থান হইতে তিনি নাগপুরে মিঃ অভয়ঙ্কর, ডাঃ মুঞ্জে প্রভৃতি তথাকার নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শ করিতে গিয়াছিলেন। ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে মহাত্মাজী কলিকাতায় আসেন ও ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বক্তৃতা দেন। দাশ মহাশয় ও বিপিন পাল মহাশয় তখন ঢাকায় গিয়াছিলেন। মহাত্মাজীও মৌলানা সৌকত আলিকে লইয়া সেখানে যান। দাশ মহাশয় ১৩ই ডিসেম্বর (১৯২০) তারিখে নিজে ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিতে স্বীকার করিয়া ঢাকায় একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ছাত্রগণকে গভর্ণমেণ্ট স্কুল পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন। ১৬ই ডিসেম্বর মহাত্মা ও তিনি ঢাকার পুরাতন পল্টনের মাঠে একটি সভায় উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। ঢাকার উকীল শ্রীপ্যারীমোহন ঘোষ মহাশয় বলেন, "এই সভায় আমরা উভয়েই গিয়াছিলাম। মহাত্মা মিঃ দাশকে প্র্যাকটিস্ ছাড়িতে অনুরোধ করেন। রাস্তায় আমার সঙ্গে কথা হয়। আমি বলি, পাঁচ বৎসর পরে প্র্যাক্‌টিস্ ছাড়িবেন। তিনি বলেন, পাঁচ বৎসরের বেশী আমি কিছুতেই এ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিব না। 'Five years will be the longest period I shall remain in the profession.' "

মৌলানা সৌকত আলি সেই সভায় রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "খাটিয়া খাটিয়া বড় ক্লান্ত হইয়াছি। সি, আর, দাশ কেন ব্যবসায় কার্য্য স্থগিত রাখিয়া এই কার্য্য পরিচালনা করুন না, আর আমরা তাঁর বাড়ীতে বসিয়া একটু বিশ্রাম করি।" অতঃপর দাশ মহাশয় বক্তৃতায় বলেন, "আমি নিজ ব্যয়ে একটি জাতীয় বিদ্যালয় চালাইব।" মহাত্মার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় চিত্তরঞ্জন বলেন, "পাঁচ বৎসর পরে সম্পূর্ণ

অসহযোগ করিবেন, এখন দেশকে সেইভাবে তৈয়ারী করুন। এর মধ্যে যদি ওৎা কিছু না করে, আমি সম্পূর্ণরূপে ঝাঁপাইয়া পড়িব।" মহাত্মা তাহাতে স্বীকৃত হ'ন নাই। তিনি অচিরেই দাশ মহাশয়কে ব্যবসায় ছাড়িয়া অসহযোগ ব্রত গ্রহণ করিতে বলেন। নেতৃবৃন্দ কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত না হইয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন এবং দাশ মহাশয় আরও ভাবিতে লাগিলেন। মহাত্মাও বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় এই পথ গৃহীত না হইলে অসহযোগ পন্থা ভারতে চলিবে না। আর যদি দাশ মহাশয় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হন, তবেও বাঙ্গালায় কোন ফলোদয় হইবে না। চিত্তরঞ্জনও জানিতেন মহাত্মার সুপর্ণ দৃষ্টি তাঁহার উপরেই নিবদ্ধ ছিল। অতঃপর নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ে অনেক কথাবার্ত্তা হয়। মহাত্মা তাহাকে খুব ধীরভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করেন, সেখানেও দেশবন্ধু পাঁচ বৎসর দেশকে তৈয়ার করিয়া পরে সম্পূর্ণ অসহযোগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। মহাত্মা বলেন, "এখনই ক্ষেত্র প্রস্তুত, এই পঞ্জাব, এই খিলাফত ও অকিঞ্চিৎকর ক্ষমতার ছায়াটুকুর মাত্র লাভ। এখন দেশ অপমানে তিক্ত হইয়াছে, ইংরাজের উপরে বিশ্বাস হারাইয়াছে। এই সুযোগ ছাড়িলে আর সুযোগ নাও আসিতে পারে।"

এদিকে চিত্তরঞ্জন রিফর্ম্মস্ সম্বন্ধে কলিকাতা (১৯১৭), বোম্বাই (১৯১৮), দিল্লী (১৯১৮), অমৃতসর (১৯১৯) প্রভৃতি কংগ্রেসের অধিবেশনে যেরূপ রাজনীতিজ্ঞতা এবং নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে পশ্চাৎপদ হইতে তাঁহার প্রাণ চাহিতেছে না। অন্যদিকে কাউন্সিল বর্জ্জন তিনি হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। অবশেষে এমন একটি আপোষ হইল যাহাতে মহাত্মার সহিত একত্র মিলিত হইয়া কাজ করিতে কোনরূপ বাধা রহিল না। নাগপুর মূল প্রস্তাবে বয়কট বিষয়ে বিদ্যালয় বর্জ্জন এবং আদালত বর্জ্জন রহিল, কিন্তু কাউন্সিল প্রস্তাব স্থান পাইল না। সে বৎসর কাউন্সিল নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং বয়কটের মধ্যে তাহার উল্লেখ উঠাইয়া দিতে মহাত্মা কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। তবে যাঁহারা

কাউন্সিলে গিয়াছেন সেই নরমপন্থিগণ জাতীয়তাবাদী নহেন। তাঁহারা দেশবাসিগণের প্রতিনিধি নহেন এবং দেশবাসিগণ ভোটের ক্ষমতা ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে সমর্থন করিতেন না; সুতরাং প্রস্তাবের শেষদিকে মন্তব্য ছিল যে, জনমত-বিরোধী বলিয়া জনমতের দিক (democracy) হইতে সেই সমস্ত কাউন্সিল সভ্যগণ যেন শীঘ্রই স্ব স্ব সভ্যপদ ত্যাগ করেন। এই মন্তব্য হয় জনমতের (democracy) খাতিরে, বয়কট প্রসঙ্গে নহে।

এই মাঝামাঝি আপোষমূলক ব্যবস্থায় চিত্তরঞ্জনেরও আপত্তি রহিল না। বিশেষতঃ অন্যান্য বিষয়গুলি কলিকাতার প্রস্তাব হইতে এত জোরালো হইল যে, সানন্দে তিনি তাহাতে মত দিয়া মহাত্মার সঙ্গে হাতে হাত রাখিয়া কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নাগপুর কংগ্রেসের ও কলিকাতা বিশেষ অধিবেশনের প্রস্তাবাবলী পাঠ করিলেই এই বিষয়ে পাঠকের সম্যক্ ধারণা হইবে। কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনের প্রস্তাব পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। এইখানে নাগপুরের প্রস্তাবও প্রদত্ত হইল।

নাগপুরের কংগ্রেস-অধিবেশনে জাতীয়তারই চূড়ান্ত জয় সূচিত হইল। মহাত্মা ও দেশবন্ধু একত্র কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

NAGPUR CONGRESS RESOLUTION NO. 2.

Non-co-operation.—Dec. 1920.

Whereas in the opinion of the Congress the existing Government of India has forfeited the confidence of the country, and—whereas the people of India are now determined to establish Swaraj; and—whereas all methods adopted by the people of India prior to the last special Session of the Indian National Congress have failed to secure due recognition of

their rights and liberties and the redress of their many and grievous wrongs, more specially in reference to the Khilafat and the Punjab,—now this Congress while reaffirming the resolution on non-violent non-co-operation passed at the Special Session of the Congress at Calcutta declares that the entire or any part or parts of the scheme of non-violent non-co-operation, with renunciation of voluntary association with the present Government at one end and the refusal to pay taxes at the other should be put in force at a time to be determined by either the Indian National Congress or the All-India Congress Committee and that in the meanwhile, to prepare the country for it, effective steps should continue to be taken in that behalf :

(a) By calling upon the parents and guardians of school children (and not the children themselves) under the age of 16 years to make greater efforts for the purpose of withdrawing them from such schools as are owned, aided or in any way controlled by Government and concurrently to provide for their training in national schools or by such other means as may be within their power in the absence of such schools ;

(b) By calling upon students of the age of 16 and over to withdraw without delay, irrespective of consequences, from institutions owned, aided or or in any way controlled by Government, if they feel that it is against their conscience to continue in institutions which are dominated by a system of Government which the nation has solemnly resolved to bring to an end, and advising such students either to devote themselves to some

special service in connection with the non-co-operation movement or to continue their education in national institutions ;'

(c) By calling upon trustees, managers and teachers of Government-affiliated or aided schools and Municipalities and Local Boards to help to nationalise them ;

(d) By calling upon lawyers to make greater efforts to suspend their practice and to devote their attention to national service including boycott of law courts by litigants and fellow-lawyers and the settlement of disputes by private arbitration ;

(e) In order to make India economically independent and self-contained by calling upon merchants and traders to carry out a gradual boycott of foreign trade relations, to encourage hand-spinning and hand-weaving and in that behalf by having a scheme of economic boycott planned and formulated by a committee of experts to be nominated by the All-India Congress Committee ;

(f) And generally, in as much as self-sacrifice is essential to the success of non-co-operation, by calling upon every section and every man and woman in the country to make the utmost possible contribution of self-sacrifice to the national movement ;

(g) By organising Committees in each village or group of villages with a provincial central organisation in the principal cities of each Province for the purpose of accelerating the progress of non-co-operation ;

(h) By organising a band of national workers

for a service to be called the Indian National Service ; and

(i) by taking effective steps to raise a national fund to be called the ALL-INDIA TILAK MEMORIAL SWARAJYA FUND for the purpose of financing the foregoing National Service and the Non-co-operation movement in general :—

This Congress congratulates the nation upon the progress made so far in working the programme of Non-co-operation, specially with regard to the boycott of councils by the voters, and claims, in the circumstances in which they have been brought into existence, that the new Councils do not represent the country and trusts that those, who have allowed themselves to be elected inspite of the deliberate abstention from the polls of an overwhelming majority of their constituents, will see their way to resign their seats in the council, and that if they retain their seats inspite of the declared wish of their respective constituencies in direct negation of the principle of democracy, the electors will studiously refrain from asking for any political service from such Councillors.

This Congress recognises the growing friendliness between the Police and the Soldiers and the people, and hopes that the former will refuse to subordinate their creed and country to the fulfilment of their officers, and, by courteous and considerate behaviour towards the people, will remove the reproach hitherto levelled against them that they are devoid of any regard for the feelings and sentiments for their own people.

And the Congress appeals to all people in Government employment, pending the call of the nation for resignation of their service, to help the national cause by importing greater kindness and stricter honesty in their dealings with their people and fearlessly and openly to attend all popular gatherings whilst refraining from taking any active part therein and, more specially, by openly rendering financial assistance to the national movement.

This Congress desires to lay special emphasis on Non-Violence being the integral part of the Non-co-operation resolution and invites the attention of the people to the fact that Non-Violence in word and deed is as essential between people themselves as in the respect of the Government, and this Congress is of opinion that the spirit of Violence is not only contrary to the growth of a true spirit of democracy, but actually retards the enforcement (if necessary) of the other stages of Non-co-operation."

অসহযোগ আন্দোলন—ডিসেম্বর ১৯২০

"কংগ্রেস মনে করে যে, বর্ত্তমান ভারত সরকার সমস্ত ভারতবাসীর আস্থা হারাইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ইহার (কংগ্রেসের) গত কলিকাতার এক অধিবেশনে যে যে দাবী (বিশেষতঃ খিলাফত ও পঞ্জাবের বিষয়) উত্থাপন করিয়াছিল তাহার প্রতি গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ উদাসীন থাকায় ভারতবাসী এক্ষণে পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর। এবং কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনে অহিংস উপায়ে যে যে ভাবে অসহযোগ আন্দোলনের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ঘোষণা করিতেছে যে বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের সহিত

ইচ্ছাকৃত সহযোগিতা, মায় ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে এবং কোনটি কোন সময়ে পরে কংগ্রেস অথবা এ, আই, সি, সির নির্দ্দেশ মানিতে হইবে এবং সম্প্রতি নিম্নলিখিত উপায়ে দেশকে তৈয়ারী হইতে হইবে :—

(ক) "১৬ বৎসরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের অভিভাবকদের জানাইয়া দিতে হইবে যে তাদেব ছেলেমেয়েদের গভর্ণমেণ্ট সাহায্য-প্রাপ্ত অথবা গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত স্কুল হইতে নাম কাটাইয়া জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হউক।

(খ) ১৬ বৎসর বয়স্ক ছাত্রদের অবিলম্বে গভর্ণমেণ্টের অধীনে অথবা গভর্ণমেণ্ট সাহায্য-প্রাপ্ত স্কুল ত্যাগ করিতে হইবে এবং তাহারা কোন জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়িবে অথবা তাহারা স্বেচ্ছায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিবে।

(গ) গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ বিশ্বস্ত অনুচর ও ম্যানেজারদিগকে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত অথবা নিজস্ব স্কুল, মিউনিসিপ্যাল এবং লোকাল বোর্ডগুলিকে জাতীয় সম্পত্তি করিয়া তুলিতে হইবে।

(ঘ) আইন ব্যবসায়ীদের তাহাদের ব্যবসা বন্ধ করিতে হইবে এবং তাহাদের সহায়তায় সালিশি আদালত স্থাপন করিয়া আপন আপন বিবাদ মিটাইতে হইবে।

(ঙ) অসহযোগ আন্দোলনকে অগ্রগামী করিবার জন্য প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে অথবা কোন প্রাদেশিক কমিটির অধীনে ছোট ছোট কমিটি গড়িয়া তুলিতে হইবে।

(চ) জাতীয় সেবাব্রতে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে।

(ছ) জাতীয় সেবা ও অসহযোগ আন্দোলনের জন্য একটি their ...য়ারী করিতে হইবে। এই fund-এর নাম হইবে 'নিখিল officer ...ক স্মৃতি-ভাণ্ডার'।

toward hither ...্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের জন্য যাহা যাহা করা হইয়াছে of an...জন্য কংগ্রেস সকলকে সাদর অভিনন্দন জানাইতেছে—

their

বিশেষতঃ যাঁহারা কাউন্সিল বয়কট করিয়াছেন অথবা কাউন্সিলের সভ্য হন নাই। ইহাও প্রস্তাব হয় যে যদি কেহ অধিকাংশ দেশবাসীর এবং কংগ্রেসের মত অবহেলা করিয়া সভ্যপ্রার্থী হয় তবে ভোটারগণ যেন তাঁহাদের ভোট না দেন।

পুলিশ ও সৈন্য বিভাগের ভিতর যে বন্ধুত্ব আছে কংগ্রেস তাহার প্রশংসা করিতেছে। কংগ্রেস ইহাও আশা করে যে যদি কোন ঊর্দ্ধতন পুলিশ অফিসার দেশবাসীর পক্ষে ক্ষতিকর কোন কাজের আদেশ অধীনস্থ পুলিশকে করে তবে তাহারা দেশবাসীর প্রতি প্রযুক্ত সে অন্যায় আদেশ পালন করিবেনা।

কংগ্রেস সমস্ত সরকারী চাকুরীয়াদিগকে অনুরোধ জানাইতেছে যেন তাঁহারা তাঁদের চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করে এবং দেশের সকলের সহিত একযোগে কাজ করেন এবং বড় বড় সভায় যোগদান করিয়া ও আর্থিক সাহায্য করিয়া জাতীয় আন্দোলনের সহায়তা করেন। এই অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তি হইবে অহিংস পন্থা। কোন হিংসার দ্বারা এই অসহযোগ আন্দোলন চলিতে পারে না।

নাগপুরে চিত্তরঞ্জন অনেক ডেলিগেট লইয়া যান। মান্দ্রাজের বিজয়রাঘবাচারীকেও এই উদ্দেশ্যে ৬০০৲ পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু নাগপুরে গিয়া মহাত্মাজীর সহিত কাজ করিলে দেশ ক্রমেই অগ্রসর হইবে, পরামর্শের পরে স্থির জানিয়া এইভাবে পরিবর্ত্তিত প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়া আসেন।

কলিকাতা ও নাগপুর কংগ্রেসের প্রস্তাব (resolution) পাঠ করিলে বাস্তবিকই মনে হয় দেশবন্ধু নন্-কো-অপারেশন্ (অসহযোগ) সম্বন্ধীয় অন্যান্য ব্যাপারে—মহাত্মার সম্পূর্ণ মতাবলম্বী হইলেও কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া বাধাদানমূলক নীতি অবলম্বন বিষয়ে তাঁহার স্বীয় মত তিলমাত্রও পরিহার করেন নাই। প্রথমতঃ কাউন্সিল বর্জ্জনের কথা নাগপুরের প্রস্তাবপত্রে নাই, দ্বিতীয়তঃ লিবারেল-(মন্থরগতি) পন্থী যাহাতে কাউন্সিলে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য

তিনি বরাবর চেষ্টা করিয়াছেন। এখন এমন হইল যে কি নাগপুর কংগ্রেসের প্রস্তাবের পর যদি কোন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী কাউন্সিলে প্রবেশ করিতে চাহিত তবে জাতীয়তাবাদীগণ তাহাকে সমর্থন করিলে কংগ্রেসের বিধিনিষেধ অমান্য করিয়াছে এরূপ বলা যাইতে পারিত না।

এই নাগপুরের প্রস্তাবে আরও অনেক বিশেষত্ব আছে—

(১) স্বরাজ লাভ সম্বন্ধে কলিকাতার প্রস্তাবে স্পষ্ট কোন উদ্দেশ্যের কথা ছিল না। পঞ্জাব ও খিলাফতের কথাই অধিকতর দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিত। প্রস্তাবনায় হেতু দর্শাইবার সময় (Preamble) পঞ্জাবের খিলাফতের কথাই শোভা পাইয়াছে। এই সমস্ত ঘটনার পুনরভিনয় বন্ধ করা স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে সম্ভব নয়, প্রস্তাবে এইরূপ কথা ছিল। আর নাগপুরে ছিল, খিলাফত,পাঞ্জাব এবং অন্যান্য নানাবিধ অনাচারের জন্য বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট আমাদের বিশ্বাস হারাইয়াছে, তাই স্বরাজ লাভে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছি এবং তজ্জন্য অর্থাৎ স্বরাজ লাভের জন্য আমরা নন্-কো-অপারেশন নীতি অবলম্বন করিতেছি। অর্থাৎ উপরোক্ত অনাচার দূর হইলেও আমরা স্বরাজলাভের সঙ্কল্প ছাড়িব না। কলিকাতায় বিষয় নির্ব্বাচনী সভায় (Subjects কমিটিতে) স্বরাজের কোন কথাই ছিল না, কিন্তু চিত্তরঞ্জনের সংশোধন-প্রস্তাবের পরে সংযুক্ত করা হইয়াছিল। কলিকাতা অধিবেশনের সময় মহাত্মা গান্ধী স্পষ্টই বলিয়াছেন, "Swaraj was not an independent demand. It was made because of the Punjab." আর নাগপুরে স্বরাজ সাধনই হইল মূল উদ্দেশ্য।

(২) কলিকাতার প্রস্তাবে অসহযোগের কোন বিশিষ্ট রূপ ছিল না, কোন বিশেষ ত্যাগের কথা ছিল না, যেন কংগ্রেস অনুরোধ করিতেছে (earnestly desires) যে ছেলেরা এবং উকীলেরা যেন ক্রমে ক্রমে (gradual withdrawal) স্কুল ও আদালত ছাড়িয়া দেয়। আর নাগপুরের প্রস্তাবে ছিল—"Effective steps should

be taken". এই বয়কটের সাফল্যের জন্য প্রবল উদ্যম প্রয়োগ করিতে হইবে—এইরূপ কথাই ছিল।

(৩) কলিকাতায় ক্রমে ক্রমে আরম্ভ করিয়া বয়কট্ করিতে হইবে এইরূপ কথা ছিল—কার্য্যে পরিণত হয় নাই। নাগপুরে, প্র্যাক্‌টিস্ সাস্‌পেণ্ড করিয়া (কিছুদিনের জন্য ব্যবসা স্থগিত রাখিয়া) উকীল ব্যারিষ্টার যাহাতে জাতীয় সেবায় আত্মনিয়োগ করে—এইরূপ প্রস্তাব হয় (By calling upon lawyers to make greater efforts to suspend their practice and to devote attention to national service)। প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। অতএব নাগপুর Resolution অধিকতর জোরালো ও কার্য্যকরী (practical and effective)।

(৪) কলিকাতার প্রস্তাবে Minimum risk and least sacrifice যৎসামান্য ক্ষতি বা ত্যাগের উল্লেখ ছিল, আর নাগপুরে সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্সের কথা ছিল—Renunciation of voluntary association with the present Government at one end and the refusal to pay taxes at the other—অসহযোগ হইতে আরম্ভ করিয়া রাজস্বপ্রদানে অসম্মতি পর্য্যন্ত সমস্ত পন্থাই দেশবাসীর পক্ষে অবলম্বনীয়, তবে কোনটা কখন গ্রহণ করিতে হইবে তাহা কংগ্রেস বা অল্-ইণ্ডিয়ার অনুমতি-সাপেক্ষ। ইহার বলেই সভাসমিতি ও সেচ্ছাসেবক সম্বন্ধীয় আইনের প্রতিবাদে বাঙ্গালায় সত্যাগ্রহ করিয়া ১৬০০০ লোক স্বেচ্ছায় ও সানন্দে কারাবরণ করিয়া জেলে গিয়াছিল।

(৫) কলিকাতার প্রস্তাবে ছাত্রদের ধীরে ধীরে বিদ্যালয় ত্যাগের কথা ছিল, নাগপুরে ছিল যে ১৬, বৎসর বা ততোধিক-বয়স্ক ছাত্রগণ Irrespective of consequences পরিণাম চিন্তা না করিয়া গবর্ণমেণ্ট সংশ্লিষ্ট স্কুল ছাড়িয়া আসিয়া হয় ন্যাসনাল সার্ভিসে (জাতীয় সেবাব্রত) জীবন যাপন করিবে অথবা জাতীয় বিদ্যালয়ে পাঠ করিবে—এইরূপ কথা ছিল। এই প্রস্তাবের ফলেই বাঙ্গালায় নূতন যুগের

সূত্রপাত হইয়াছিল। অসহযোগ গ্রহণের পরে ছাত্রগণের প্রতি আবেদন ও তাহাদের জন্য কর্ম্ম-নির্দ্দেশই চিত্তরঞ্জনের প্রথম কার্য্য।

অতএব দেখা যাইতেছে যে চিত্তরঞ্জন মহাত্মার সহিত যোগদান করিলেন বটে, কিন্তু নিজের সমস্ত ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া। নাগপুরের প্রস্তাবের পাণ্ডুলিপিও তিনিই প্রস্তুত করেন। যাঁহারা বলেন, দাশ মহাশয় পরাজয় স্বীকার করিলেন অথবা মহাত্মার নিকট প্রথমে অবনত হইয়া পরে মহাত্মাকেও স্ববশে আনয়ন করিবেন এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়েই ভ্রান্ত। চিত্তরঞ্জন সম্পূর্ণ শুদ্ধচিত্তে আসিয়াছিলেন, আসিয়াছিলেন কোন অভিসন্ধি না লইয়া মুক্তপ্রাণে, খাঁটি দেশসেবার জন্য, দেশের মুক্তিসাধনের জন্য। এইখানেই তাঁহার জীবনের গতিধারা ভোগের উপত্যকা হইতে একবারে নিরবচ্ছিন্ন ত্যাগের পথে প্রধাবিত হয়। একদিকে কোন বিষয়েই তিনি স্বীয় মত পরিবর্ত্তন করেন নাই, প্র্যাক্‌টিস পরিত্যাগ করিয়া জেলে যাইতে বেসান্তের অন্তরীণের পর সভা বন্ধ হইলে (১৯১৭) ইতিপূর্ব্বেই তিনি চাহিয়াছিলেন, ময়মনসিংহেও প্রাদেশিক সম্মেলনের বৈঠকে (১৯১৯) সত্যাগ্রহ করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। অন্যদিকে মহাত্মার দেবভাব, মহাত্মার আত্মোৎসর্গ, মহাত্মার ভারতীয় আদর্শে গভীর শ্রদ্ধা ও মহাত্মার চরিত্রবল বরাবর তাঁহার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়াই, মহাত্মার আন্দোলন প্রেম ও ধর্ম্মসম্ভূত (ইংরেজী কৃষ্টি ও রাজনীতির সংস্রববর্জ্জিত) মনে করিয়াই, ইতিপূর্ব্বে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পরবর্ত্তী মহাত্মার এই আত্মশুদ্ধি-প্রণোদিত সত্যোজ্জ্বল আন্দোলনে তিনি প্রাণ ঢালিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। আবার, এ কথাও সত্য যে, দাশ মহাশয় যদি তাঁহার সমস্ত সাধনা, তাঁহার বিরাট নেতৃত্ব লইয়া ঐ সঙ্কট সময়ে মহাত্মার সহিত যোগদান না করিতেন, তাহা হইলে মহাত্মার মূলনীতি বা Soul-force এবং অহিংসার অর্থ অধিকলোকের কর্ণে পৌঁছিত না। বাস্তবিক এই গান্ধী-দাশ সহচর্য্যে একজন আর একজনকে গ্রাস করেন নাই। উভয়েই পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ, উভয়েই শক্তিমান ও উভয়েই পুষ্ট। উভয়েই

স্বাধীন ও অ-পরতন্ত্র, কেহই গতানুগতিক নহেন, উভয়েই তাঁহাদের সমবেত শক্তিতে জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এ সম্মিলনে ভারত যে উন্নত আদর্শ জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছে, তাহা যুগে যুগে দেশে দেশে ধ্রুবতারার মতই পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

একই সময়ে এমন দুইজন শক্তিশালী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে বড় দেখা যায় না। কেবলমাত্র ইংলণ্ডের ইতিহাসে মহারাণী ভিক্টোরিয়াব সময়ে ডিজরেলী ও গ্ল্যাডষ্টোনকে দেখা যায়। দুই জনই খুব বড় ছিলেন, অথচ দু'জন বিভিন্ন প্রকৃতির। ডিজরেলী ও গ্ল্যাডষ্টোন কখনও সম্মিলিতভাবে কাজ করেন নাই, কিন্তু মহাত্মা ও দেশবন্ধু একত্র মিলিত হইয়াছিলেন ও একসঙ্গে দেশ ও জাতির প্রতিষ্ঠা বাড়াইয়াছিলেন। প্রেম ও শক্তির এই অপূর্ব্ব সম্মেলন জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়।

যে রাত্রে পরামর্শ-বৈঠকে সমস্ত স্থিব হইয়া যায়, তাহার পরে বিপিন পাল দাশ মহাশয়কে সকালে অত্যন্ত বিবক্তভাবে বলিয়াছিলেন, "আমাদের না জানিয়ে কে তোমায় এতে মত দিতে ব'ললে?" উত্তরে চিত্তরঞ্জন বলিলেন "কে আব ব'লবে, এ ছাড়া আর কোন পথ নাই ব'লে, আমি নিজেই কবেছি। দেশেব সেবা করতে কি অন্য লোকের মতের অপেক্ষার দরকার?"

১৯১৭ সালের অধিবেশনের পর হইতে কংগ্রেস সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার দলকে হারাইল। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর অধিবেশনের পর হইতে কংগ্রেস মিসেস্ বেসান্তকে পূর্ব্বের ন্যায় আর উৎসাহী ভাবে পাইল না, ১৯২০ বিশেষ অধিবেশনের পর হইতে মিঃ মহম্মদ আলি জিন্নাকেও একেবারে হারাইল।

অন্যতম প্রস্তাব হয় কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞাপত্র বা সর্ত্ত উপলক্ষ্যে (Creed)। পূর্ব্বে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল উপনিবেশনগুলির ন্যায় আইনসঙ্গত উপায়ে স্বায়ত্বশাসন লাভ (Self-Government similar to that enjoyed by the self-governing members of the

British Empire by strictly constitutional means.) স্বরাট কংগ্রেসের পরে ন্যাসনাল কনভেন্সনে এই সব নিয়মাবলী স্থিরীকৃত হয়।

এবার ক্রীড হইল Attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বৈধ এবং নিরুপদ্রব পন্থাবলম্বনে স্বরাজ-লাভই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য।

এই 'ক্রীড' লইয়া বিষয় নির্ব্বাচনী সভার মৌলনা মহম্মদ আলি এবং মিঃ মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে বিশেষ বাদানুবাদ হয় এবং কিছু উত্তেজনারও সৃষ্টি হইয়াছিল।

প্রকাশ্য অধিবেশনে মিঃ জিন্না একটি দীর্ঘ অভিভাষণে বলেন ঃ

"এই প্রস্তাবটিতে সম্পুর্ণ স্বাধীনতার কথা বুঝায়। যদি তাই হয় তবে অর্জ্জনের উপায়ও স্থির করিতে হইবে! কিন্তু স্বাধীনতা রক্তপাত ছাড়া হয় না। তাই প্রস্তাবে সেই কথাও বলা দরকার। শান্তিপুর্ণ ও বৈধ উপায়ে স্বাধীনতা আসে না। যদি ইহা কেবল বিজ্ঞপ্তি হয় (notice) তবে সেই ভাবে প্রস্তাব হওয়া উচিত। প্রস্তাবটিতে যদি বৃটিশ সম্পর্কচ্ছেদের কথাও থাকে, তবে দুইটি পন্থী লোক একসঙ্গে কি রকমে কাজ করিবে? চালাকির দরকার কি! আমি মহাত্মা গান্ধীকে এখনও রাশ টানিয়া লইতে অনুরোধ করি। তিনি নিরস্ত হউন।"

এখানে মিঃ জিন্নার বক্তৃতাটি সম্যক্‌ভাবে বুঝিবার জন্য ইংরাজীতে দেওয়া হইল—

"The first part of the Resolution is the attainment of Swaraj. In my opinion this means a declaration of Complete Independence. Does it mean it retains British Connection? I venture to say it does not. Mahatma Gandhi and Lala Lajpat Rai explained that it is with or without British connection. I agree with Lala Lajpat Rai in the most part of his

indictments that he levelled against the Government. I do not think there is any difference between him and me. Our wrongs are of an enormous character which have made our blood boil. Lala Lajpat Rai has told you that in 1907 those who adopted the existing creed of the Congress felt that there was neither the will nor means of making the proposed declaration. Today he said majority have the will. I entirely agree that the majority have the will. But the second point is, have we got the means ? The means placed today before you by Mr. Gandhi, (voices—say, 'Mahatma Gandhi'—yes Mahatma Gandhi (laughter) are legitimate and peaceful but I make bold to say you will never get independence without bloodshed. Thus you make a declaration which you have not the means to carry out. On the other hand you are exposing your hands to your enemies. What is the use of the camouflage ? Again, is it possible for us to stand on the same platform, one sayirg he wants to keep British connection and another that he does not want it ? Do not blind yourselves, do not in your temper, in your desperation take a step in haste for which you have to regret.

The moment you pass this resolution you are going to tell the people that the Congress has made a bid for Complete Independence or as Mahatma Gandhi has said you want to destroy the British Empire. But how are you going to destroy the British Empire in my opinion ? To-day it is a mere dream inspite of the fact that we are 30 Crores of Indians. The only reason I have been able to see for a change in the creed beyond mere sentimental

feelings was given to me in the Subjects Committee by Mr. Mohomed Ali (cries of 'Moulana')—no I will not be dictated by you. What Mr. Mohomed Ali gave me was, that some people find it impossible to sign the present (existing) creed. This is no sufficient reason. The creed must be changed at least with the object in view that you see about a quarter of a Century ahead of you. The creed is neither politically wise nor capable of execution. Knowing that Mahatma Gandhi has vast influence over the majority of the audience, I make a personal appeal to him to cry halt."

'প্রস্তাবের প্রথম অংশ হইল, স্বরাজ লাভ কি ভাবে হয়। আমার মনে হয় ইহার অর্থ হইল এই যে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ কি ভাবে করা যায়। পূর্ণ স্বাধীনতা বলিতে কি আমরা বুঝি বৃটিশদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ? আমার মনে হয় তা নয়। মহাত্মা গান্ধী ও লালা লাজপত রায়ের মত যে, পূর্ণ স্বাধীনতা বৃটীশ সংশ্রব-শূন্য হইতে পারে অথবা নাও হইতে পারে। এই সম্পর্কে আমি লালা লাজপত রায়ের ভাষণের বা মতের সঙ্গে প্রায় একমত। কিন্তু ক্রীড নিয়াই সমস্ত গণ্ডগোল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে লালা লাজপত রায় বলিয়াছেন যে ইহা হইতেও পারে বা না হইতেও পারে। কিন্তু এখন তিনি বলিতেছেন যে এই creedএর উপরই বেশীরভাগ লোকের মত। আমিও মানিয়া লইলাম। কিন্তু আমি বলিতেছি যে রক্তপাত ভিন্ন স্বাধীনতা আপনারা পাইবেন না। মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক প্রস্তাবিত "সর্ব্বপ্রকার বৈধ ও নিরূপদ্রব পন্থালম্বনই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য" উপায়ের দ্বারা কখনও স্বাধীনতা আসিতে পারে না। যদি তাই হয় তবে তাহা অর্জ্জনের উপায়ও স্থির করিতে হইবে। অন্যথায় নিজেদের শত্রুদের কাছেই নিজেদের আপনারা প্রকাশ করিয়া দিতেছেন। চালাকির দরকার কি? প্রস্তাবটিতে যদি বৃটিশ সম্পর্কের ইঙ্গিত থাকে অথবা বৃটীশ সম্পর্কচ্ছেদের কথাও

থাকে তবে দুইপন্থী সভ্য একসঙ্গে কি ভাবে কাজ করিবে? সুতরাং ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা হয় করুন, তাড়াতাড়ি অন্ধের মত কিছু করিবেন না।

যে মুহূর্ত্তে আপনারা এই প্রস্তাব পালন করিবেন সেই মুহূর্ত্তেই দেশবাসীকে বলিতে হইবে যে ইহা কংগ্রেসের দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা অথবা মহাত্মা গান্ধীর ভাষণ। মহাত্মা গান্ধী বলেন ব্রিটিশকে ধ্বংস করিবেন। যদিও আমরা ৩০ কোটি ভারতবাসী তথাপি ইহা আমাদের নিকট স্বপ্নবৎ। বিষয় নির্ব্বাচনী সভায় মিঃ মহম্মদ আলি আমাকে বলিয়াছিলেন যে মাত্র কিছু লোক এই creed বা charter সই করে নাই। এ সম্বন্ধে যাহাই হোক আমি জানি যে সবিশেষ এক সংখ্যাধিক্যর উপর মহাত্মাজীব প্রভাব আছে, তাই আমি তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ কবিতেছি যে এখনও তিনি নিরস্ত হউন।"

প্রস্তাব পাশ হইয়া যায়। এবং সাতাশ বৎসরের মধ্যে (Quarter of a Century) স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবিত সর্ত্ত এবং উপায় উভয়ই সাফল্য লাভ করিয়াছে। আর এখনও মিঃ জিন্না রক্তপাতের (Blood-shed) প্রসঙ্গ ভুলিতে পারেন নাই!

নাগপুর কংগ্রেসের মত এত উদ্দীপনাময়ী অধিবেশন ইহার আগে অথবা পরে আর হয় নাই। আর উদ্দীপনার মূলেই ছিল চিত্ত-রঞ্জনের ব্যবসা ত্যাগের ঘোষণা। '৯২০ সালের প্রথম দিক্ হইতেই মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের অবিসম্বাদী নেতা হইয়াছেন। কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন তাঁহাকে কোন কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করিলেও মহাত্মাজীর চরিত্রবল ও কর্ম্মনিষ্ঠার প্রতি তিনি একান্ত শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। আর মহাত্মাজীকেই তিনি তখনকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা মনে করিতেন। কিন্তু তখনি এই কয়মাসে দেশ খুব বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। পরে কি হইত তাহাও বলা সুকঠিন। কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে চিত্তরঞ্জন সম্পূর্ণরূপে দেশসেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করিবেন বলিয়া অসহযোগ প্রস্তাব নিজেই প্রকাশ্য অধিবেশনে

উপস্থাপিত করেন, সমগ্র কংগ্রেস নগরী উৎসাহ, আশা ও উদ্দীপনায় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। এরূপ উত্তেজনা-পূর্ণ দৃশ্য আর ইতিপূর্ব্বে কোন অধিবেশনে কেহ কখনও দেখে নাই। অতঃপরে চিত্তরঞ্জন একমুহূর্ত্তে সব যেন ছাড়িয়া দিলেন। বিলাস ব্যসন কিছুই রহিল না। তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল হইয়া গেল। ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনে পরিণত হইলেন। দেশসেবাই তপস্যার ন্যায় তাহার ধ্যান জ্ঞান হইল।

চিত্তরঞ্জনকে সহায় পাইয়াই অতঃপরে মহাত্মাজী সাহস করিয়া ঘোষণা করিলেন যে একবৎসবে স্বরাজলাভ হইবে।

এই একবৎসরে দেশ কিরূপ অগ্রসর হইল, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহা বর্ণনা করিব।

নাগপুরের কংগ্রেসে আর একটী নূতন ব্যবস্থা হয়। অতঃপরে বিরাট নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় কমিটিব একটী বৃহদায়তন সমিতি সব সময়ে আহ্বান করা সম্ভব নয় বলিয়া জরুরী কার্য্যগুলি সম্পাদন করিবার জন্য পনেব জন সদস্য লইয়া একটী কার্য্যকবী সভা (Working Committee) গঠিত হইল। এই ব্যবস্থায় ১৯২১ সালে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশন হয় পাঁচবার, আর ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন হয় বারো বার। ইহাতে কাজের যে অনেক সুবিধা হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই বৎসরের জন্য নিম্ন কয়জন সভ্য হন—মহাত্মা গান্ধী, এন, সি কেলকার, সি, আর দাশ, লাজপত রায়, হাকিম আজমল খাঁ, মৌলানা মহম্মদ আলি, কে ভেঙ্কাটাপ্পায়া, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বিঠলভাই প্যাটেল। ex-officio হন—সভাপতি, সম্পাদকদ্বয়, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, সি, রাজাগোপালাচারী ও ট্রেজারার।

প্রদেশগুলি বিভক্ত হয় ভাষার দিক হইতে। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় পরিষদে (A. I. C. C) তে ৩৫০ জন সভ্য স্থির হয়। তন্মধ্যে মাদ্রাজ হইতে ২৫, অন্ধ্র হইতে ২০, কর্ণাটক ১৬, কেরলা ৮, বোম্বাই নগরী ৭, মহারাষ্ট্র ১৬, গুজরাট ১২, সিন্ধু ৯, যুক্তপ্রদেশ ৫২,

পাঞ্জাব ৩৩, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ২, দিল্লী ৫, আজমার ৭, মধ্যপ্রদেশ (মহারাষ্ট্র) ১০, মধ্যপ্রদেশ (হিন্দুস্থানী) ১০, বেরার ৩৬, উৎকল ৭, বাঙ্গালা ও সুর্ম্মা ভেলি ৫২, আসাম ৫, বর্ম্মা ১২।

১৯২১ সালের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ড (All India Tilak Memorial Swarajya Fund) গঠিত হয়। প্রথমেই শ্রীযুক্ত এস, আর রোমানাজি দশহাজার টাকা চাঁদা দেন। এই তহবিলের কার্য্যকারিতা ও সাফল্য সম্বন্ধে পরে নিবেদন করিব। তহবিলরক্ষক হন যমুনালাল বাজাজ ও ছোটানি সাহেব। পরে ওমর শোভানি।

কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনে যে আইন পরিষদ (কাউন্সিল) বর্জ্জিত হয়, তাহার ফল ফলিয়াছিল। বাঙ্গলার কংগ্রেসের সভ্যগণ কাউন্সিল প্রবেশের পক্ষপাতী হইলেও স্বর্গীয় ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, চিত্তরঞ্জন দাশ, প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের নির্দ্দেশানুযায়ী কাউন্সিল প্রবেশের কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। তাই বাঙ্গালাদেশে প্রথম বৎসরের নির্ব্বাচনে অল্পসংখ্যক ভোটদাতা নির্ব্বাচনকেন্দ্রে উপস্থিত হইলেও, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রভৃতি কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া সহযোগিতায় বিরত হন নাই। মোটকথা কাউন্সিলকার্য্য অবাধে চলিতে থাকে। তবে শুনিয়াছি অন্ধ্র প্রভৃতি স্থানে খুব কমসংখ্যক লোকই ভোট দিতে সমাগত হইয়াছিলেন।

যাহাহউক ১৯১০ সালের সংস্কার আইন চালাইবার জন্য ১৯২১ সালের প্রথমেই রাজকুমারের (Prince of Wales, পরে অষ্টম এড্ওয়ার্ড্) আসিবার কথা হয় ; কিন্তু তিনি অসুস্থ থাকায় সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের খুল্লতাত ডিউক অব্ কণটকে পাঠাইবার কথা হয়। নাগপুর কংগ্রেসে স্থির হয় যে তাঁহার উপস্থিতি সর্ব্বত্র বর্জ্জন করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নাগপুর অধিবেশনের পরে সর্ব্বত্র সাড়া পড়িয়া গেল। আর সমস্ত প্রদেশ যেন বাঙ্গালার দিকে চাহিয়া রহিল। পঞ্চনদে লালা লাজপত রায়, পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরী ; দিল্লীতে হাকিম আজমল খাঁ, ডাক্তার আনসারী, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ; যুক্তপ্রদেশে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, আলিভ্রাতৃদ্বয় ; বেহারে রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও দীপনারায়ণ সিং ; উড়িষ্যায় গোপবন্ধু দাস ; আসামে তরুণরাম ফুকন ; বর্ম্মায় ইউ, উত্তমা ; বোম্বাই ও গুজরাটে বিঠলভাই প্যাটেল, সরোজিনী নাইডু, বল্লভভাই প্যাটেল ; মাদ্রাজ ও ব্রহ্মদেশে ভেঙ্কটাপ্পায়া, রাজাগোপালাচারী. হরোসত্তম রাও, রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার, সত্যমুর্ত্তি, টি-প্রকাশম্, প্রভৃতি তখন ভারতীয় নেতা। সকলেই অদ্ভুত কর্ম্মী ও নেতা। কিন্তু চিত্তরঞ্জন যেমন দেশের কার্য্যকে নিজের কার্য্য মনে করিয়া সর্ব্বস্বার্পণ করিয়াছিলেন, এমনটি বোধহয় আর কেহ পারেন নাই। ইহা অতিশয়োক্তি নয়, আমরা কার্য্যতঃ ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। আর এই জন্যই এই একবৎসরে মহাত্মাজীর দেশবন্ধুর সঙ্গেই সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্য হইয়াছিল।

দেশবন্ধুর ব্যবসা ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই নূতন বাঙ্গালা গঠিত হইল। চারিদিকে ছাড়িব ছাড়িব ভাব হইল, ত্যাগের হাওয়া বহিল। পঞ্চাশ হাজার টাকার মাসিক আয়ের ব্যবসা ছাড়িয়া, সমস্ত বিলাস ব্যসন ত্যাগ করিয়া, দান ধ্যান সব জলাঞ্জলি দিয়া ভবিষ্যতের আশা ছাড়িয়া দেশবন্ধু যখন দধীচির ত্যাগ, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও শ্রীবিবেকানন্দের দিগ্বিজয়ী শক্তি লইয়াই স্ত্রীপুত্র সহ স্বরাজের পতাকা ধারণ করিলেন, বাঙ্গলাদেশে এক অভূতপূর্ব্ব নবভাববন্যা প্রবাহিত হইল। আত্মত্যাগী মহাপুরুষের দর্শনে, স্পর্শনে ও স্মরণে বাঙ্গালী কেবল ধন্য হইয়াই তৃপ্তি অনুভব করিল না, জিলায় জিলায় সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে এমন

সাড়া পড়িয়া গেল যে ছাত্রগণ স্কুল কলেজ ছাড়িয়া আসিয়া, উকিল ব্যারিষ্টার নিজেদের লাভবান ব্যবসা ত্যাগ করিয়া, অধ্যাপক অধ্যাপনা ছাড়িয়া ও চাকুরীজীবী চাকুরী ছাড়িয়া তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইলেন। সমগ্র বাঙ্গালা দেশ যেন সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গদেবের দর্শনলাভ করিয়া মুগ্ধ ও পবিত্র হইল। সমগ্র জাতি দেশবন্ধুর কার্য্যে সহানুভূতি করিতে লাগিল।

যদিও সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, প্রস্তাব গৃহীত হইলেও কোনরূপ উদ্দীপনার সঞ্চার হয় নাই। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস হালদার প্রভৃতি ইহার পতাকাধারী হইলেও ইহার বিশেষ কোনরূপ প্রভাব অনুভূত হয় নাই। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের আগমনের পরেই পুরাতন, শুষ্ক, পতনোন্মুখ বটবৃক্ষ একেবারে শাখা-প্রশাখায়, সতেজ পত্র-গুল্মে বিশাল পল্লবিত মহীরুহে পরিণত হইল।

বিস্তৃত বিবরণ দেশবন্ধুর জীবন-চরিতেই শোভা পাইবার উপযোগী, এখানে কেবল কতকগুলি স্থূল স্থূল ঘটনার উল্লেখ করিব।

১০ই এবং ১১ই জানুয়ারীতে ছাত্রগণকে আহ্বান করিয়া যখন দেশবন্ধু বলেন, "বাঙ্গালার তরুণগণ, তোমরাই তো দেশের একমাত্র আশা! তবে তোমরা কেন নিশ্চেষ্ট? স্বরাজ সংগ্রামে কেন তোমরা পরাঙ্মুখ? কেন কাপুরুষোচিত ব্যবহার করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা তোমরা কলঙ্কিত করিবে?"

বলা বাহুল্য বাঙ্গালার ছাত্রগণ সে সময়ে তাঁহার আহ্বানে পূর্ণভাবে সাড়া দিয়া বাঙ্গলার মান রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। শ্রীযুক্তা কস্তুরবা গান্ধী, মহাত্মাজী ও মৌলানা মহম্মদ আলি কলিকাতায় আসিয়া দেশবন্ধুর বাড়ীতেই অবস্থান করিলেন; জাতীয় বিদ্যায় নারী-শিক্ষা-মন্দিরের মহাত্মাজীই পৌরহিত্য করিলেন। বাঙ্গালা আরও উৎসাহে সজীব হইল।

কলিকাতার ছাত্রগণের সহযোগিতা পাইয়া তিনি ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, চাঁদপুর এবং সেখান হইতে মৌলভীবাজার,

শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ হইয়া কুমিল্লা যান। অতঃপরে চট্টগ্রাম হইয়া কলিকাতায় আসেন। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, অখিলচন্দ্র দত্ত, অনঙ্গ ঘোষ, মনোমোহন নিয়োগী, সূর্য্যকুমার সোম, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অসংখ্য উকীল-ব্যারিষ্টার ব্যবসা ছাড়িয়া দেশের কার্য্যে লাগিয়া যান। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হয়, আর বরিশালে ২৬শে মার্চ্চ ১৯২১র প্রাদেশিক সম্মেলন যেন মহোৎসবে পরিণত হয়। এইখানেই বিপিনচন্দ্রের সহিত চিত্তরঞ্জনের সংস্রব বিচ্ছিন্ন হয়।

ইহার পরে তিনি বেজওয়াদায় অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের সভায় উপস্থিত হন। সেখানে স্থির হয় (৩১শে মার্চ্চ ১৯২১) যে তিনমাসের মধ্যে অর্থাৎ ৩০শে জুন মধ্যে সমগ্র ভারতে এককোটি কংগ্রেসের সভ্য করিতে হইবে, অল ইণ্ডিয়া তিলক মেমোরিয়াল স্বরাজ্য ফণ্ডের জন্য এককোটি টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ২০ লক্ষ চরকার প্রচলন করিতে হইবে।* উক্ত টাকা প্রত্যেক প্রদেশের গঠনমূলক কার্য্য ও জাতীয় সেবকমণ্ডলীর সহায়তাকল্পে ব্যয় করিতে হইবে। বাঙ্গলার অংশে পড়ে ১৫ লক্ষ টাকা। এই সময় Civil Disobedience করিতে এখনও কর্ম্মীদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করা হয়। প্রধান প্রস্তাবটির সমর্থন কল্পে অন্যান্য কথার সঙ্গে চিত্তরঞ্জন বলেন :

"Swaraj is not a particular system of Government.

---

* ৩১শে মার্চ্চ ও ১লা এপ্রিল তারিখে বেজওয়াদায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাশ হয়—

(১) ৩০ জুনের মধ্যে সভ্য ও অর্থসংগ্রহ ও চরকার প্রবর্ত্তন

(২) নানাস্থানে সালিসি পঞ্চায়েতে কাজ হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ

স্ত্রীপুত্র ৩) মাদকদ্রব্য বর্জনে যেন চেষ্টা হয়

অভূতপূর্ব) সরকারের কেন্দ্রনীতির প্রতিবাদ ও কর্ম্মীদিগকে নীরবে পীড়ন সহ্য

দর্শনে, র জন্য অনুরোধ এবং তাহাদের দুঃখভোগে সহানুভূতি

অনুভব (৫) নানকানায় শিখদের হত্যাকাণ্ডে আতঙ্ক প্রকাশ

(৬) বর্ম্মার উত্তমার কারাবরণে অভিনন্দন প্রকাশ

It means our right to determine our own affairs and that we must have our own form of governmet."

কলিকাতায় আসিয়াই ১৫ লক্ষ টাকা এবং পনের লক্ষ সভ্য করিতে এবং চরকার প্রচালনে তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। প্রথমেই আবেদন করিলেন—

"Time passes, India calls. Are we to remain idle or shall we respond to the Call of the Mother ?"

এপ্রিল মাসে নানাস্থানে কংগ্রেস-কমিটি গঠিত হইতে থাকে। তারপরে হুগলী, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, মালদহ, রাজসাহী, নওগাঁও, নাটোর, রংপুর, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, সৈদপুর, ঈশ্বরদী, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে চাঁদপুরের কুলীদের নিদারুণ কাহিনী শুনিয়া গোয়ালন্দ হইয়া নৌকাযোগে চাঁদপুরে গিয়া উপস্থিত হন। অতঃপর সেখানে হইতে মাদারীপুর, বরিশাল ও খুলনা হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

৩০শে জুনের তখন মোটে ৭।৮ দিন বাকী। দিন রাত্র খাটিয়া ঐ কয়দিনে অক্লান্ত পরিশ্রমে কর্ম্মি-গণের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার কবিয়া বাঙ্গালার মান রক্ষা কবেন। ৩০শে জুন কলেজ স্কোয়ারের সভায় যেন টাকার বৃষ্টি হইয়াছিল! অতঃপর জুলাই মাসে নবগঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটীর কাজকর্ম্ম সারিয়া এবং অন্তর্ব্বিপ্লব সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত করিয়া ২৮শে জুলাই (১৯২১) বোম্বাই অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস-কমিটিতে উপস্থিত হন।

সেখানে স্থির হয় যে যুবরাজ এডওয়ার্ড (প্রিন্স অব্ ওয়েলস্) যে ভারতে পদার্পণ করিবেন, ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার উপরে কোন বিরুদ্ধ ভাব না থাকিলেও নাগপুরের অসহযোগ-প্রস্তাবানুযায়ী তাঁহার অভ্যর্থনা বা অভিনন্দনে প্রত্যেকেই যেন কোনরূপ অংশগ্রহণ করিতে বিরত হন। জনমত সন্তুষ্ট করিতে

অশক্ত হওয়া সত্ত্বেও এবং দেশবাসীর পুঞ্জীভূত অসন্তোষ এবং অশান্তি থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার যে যুবরাজকে আসিতে জেদ করিতেছেন—এই জন্যই এই প্রস্তাব করা হইল বলিয়া অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি মন্তব্য করেন।

আগামী দুই মাস (আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর) যেন বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জিত হয় (Boycott of foreign cloth)—এইরূপ আর একটি প্রস্তাব হয়। দেশী খদ্দরের যাহাতে ব্যবস্থা করা হয় এবং বিলাতি বস্ত্র সংগৃহীত করিয়া নষ্ট করা হয়, এবং বিদেশী বস্ত্রের ব্যবসায়িগণকে আর বস্ত্র আমদানী না করিতে অনুরোধ কবা হয় (A. I. C. C. invites importers of foreign cloth and yarn to stop all foreign orders too.)

বিদেশী বস্ত্র (foreign cloth) বয়কট শেষ হওয়া মাত্র সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স করা হইবে বলিয়া আশা করা হয়। তবে যদি কোন প্রাদেশিক কমিটি এরূপ সত্যাগ্রহ করিতে চায়, তবে তাহা ওয়ার্কিং কমিটির অনুমতি-সাপেক্ষে হইতে পারিবে।

মহাত্মা গান্ধী এই সভাব কথায় বলিয়াছেন, "দেশবন্ধুর সৎপ-পরামর্শ ও ধীশক্তির সহায়তায় তিনি প্রত্যেক বিষয়েই উপযুক্ত ব্যবস্থায় উপনীত হইতে পারিয়াছেন।" উক্ত সভার পরেই বোম্বাই চৌপাট্টির তীরে বিদেশী বস্ত্রের এমন এক বিরাট যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় যে, বয়কটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলেই আশান্বিত হইয়া উঠে। দেশবন্ধুর চেষ্টায় কলিকাতায়ও বয়কট সাফল্যমণ্ডিত হয়। ২৪শে আগষ্ট কলিকাতায় ডালহৌসি ইনষ্টিটিউটে যুবরাজকে সম্বর্দ্ধনার আয়োজনের জন্য কলিকাতার সেরিফ একটী সভা করেন। সভায় দেশবাসীর জনতা এত অধিক হয় যে, সরকার পক্ষ সেখানে সভা না করিয়া টাউন হলে সভা করেন। কিন্তু দেশবন্ধু যুবরাজ-অভ্যর্থনা বর্জ্জনের প্রস্তাব পাশ করিয়া এখানে যে অভিভাষণ দেন, পাঠকের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা প্রদান করিলাম—

"ভারতবর্ষের একমাত্র লোক-প্রতিনিধিমূলক সভা অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস-কমিটি (নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি)। এই সমিতির আদেশানুসারে আমরা যুবরাজের অভ্যর্থনানুষ্ঠান পরিবর্জ্জন করিতে বাধ্য। ইংরাজের বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নাই, আমাদের অভিযোগ, যে শাসনতন্ত্র আমাদিগকে নিষ্পেষিত করে—সেই বুরোক্রেসী আমাদের জাতীয় জীবন নষ্ট করিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে। এই বুরোক্রেসী আমাদিগকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করিতে চায় না। ইহারই বিরুদ্ধে আমরা অহিংস যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি। আমাদের শত্রু এই বুরোক্রেসীর আহ্বানে তাহারই অতিথিরূপে তাহাকে পরিপুষ্ট করিবার জন্যই আজ যুবরাজ ভারতে পদার্পণ করিতেছেন। সম্রাট্ই হউন বা তাঁহার যোগ্য পুত্র যুবরাজই হউন, যিনি এই বুরোক্রেসীর শক্তিবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে এখানে আসিবেন, আমরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে পারি না। কংগ্রেসের আদেশ আমরা মানিব, তাহাতে আমাদের যতই ক্ষতি স্বীকার করিতে হউক না কেন। কেহ কেহ বলেন, যুবরাজ আমাদের অতিথি-স্বরূপে আসিতেছেন, অভ্যাগতের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করাই আমাদের ধর্ম্মানুমোদিত! বটেই তো! কে আহ্বান করিতেছে যুবরাজকে? আমরা? না, আমাদের বুরোক্রেসী?"

টাউন হলে সভাপতি হন বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড রোণাল্ড্সে। অভিনন্দন প্রস্তাব করেন চীফ্ জাষ্টিস্ স্যার ল্যানসেলট স্যাণ্ডারসন, স্যার সুরেন্দ্রনাথ সমর্থন করিতে উঠিলে, জনসঙ্ঘ "Shame Shame" বলিতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে বলেন "Shame on you, তোমরা প্রাচ্য দেশের উদারতার ভাব ও আতিথেয়তার কথা ভুলিয়া গিয়াছ, যুবরাজ পার্টির উপরে, পলিটিক্সের উপরে; তাঁহাকে আমরা অভ্যর্থনা করিবই।" সভায় সুরেন্দ্রনাথ কয়েকজন অসহযোগীর বাধায় উত্তেজিত হইয়া বলেন, "I can disperse the meeting with the help of the Police". তবে লর্ড রোণাল্ড্সের ধীরতায়

গোলযোগ বন্ধ হয়। "Wait Sir Surendranath" বলিয়া তিনি নিজেই আস্তে আস্তে সব কথা বলিতে আরম্ভ করেন।

অতঃপরে মহাত্মাজী ও মৌলানা মহম্মদ আলি আসাম ঘুরিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইতিপূর্ব্বে ১৭ই আগষ্ট কলিকাতায় একদিন থাকিয়া তিনি আসামের নেতা তরুণরাম ফুকনের অভ্যর্থনায় আসাম যান। সস্ত্রীক মহাত্মাজী, সস্ত্রীক মৌলানা মহম্মদ আলী দেশবন্ধুর বাড়ীতে ৮।১০ দিন ছিলেন। ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতায় ছয়টি স্থানে সভা হয়। প্রতি সভায়ই মহাত্মাজী ও মৌলানা মহম্মদ আলি বক্তৃতা করেন। প্রতি সভায়ই দেশবন্ধু এবং মহাত্মা উপস্থিত হন। দেশবন্ধু যখন বলিলেন—

"এই যে কটিবস্ত্র-পরিহিত সর্ব্বত্যাগী ঋষি-আর কর্ম্মবীর মৌলানা সাহেব আপনাদের সম্মুখে অতিথিরূপে উপস্থিত, তাঁহাদের উপযুক্ত সম্মানের জন্য আপনারা কি বিলাতী বস্ত্রগুলি বিসর্জ্জন দিতে পারেন না?"—

রাশি রাশি বস্ত্র চতুর্দ্দিক হইতে যেন অজস্র শিলাবর্ষণের মত মঞ্চের দিকে নিক্ষিপ্ত হইল, আর সেই স্তূপ মহাত্মাজী অগ্নিসংযোগে প্রজ্জ্বলিত করিলেন।

মহাত্মাজী এবারও বাঙ্গালায় প্রায় মাসখানেক ছিলেন। অতঃপরে মহাত্মাজী ও মৌলানা মহম্মদ আলি কলিকাতা হইতে ওয়ালটেয়ার উপস্থিত হইলে মৌলানা সাহেব ষ্টেশনেই ধৃত হন এবং তথা হইতে করাচীতে নীত হন। মহাত্মাজী সহরে আহূত সভায় উপস্থিত হইয়া জনগণকে অনুত্তেজিত থাকিতে অনুরোধ করেন। অন্যান্য স্থান হইতে মৌলানা সৌকত আলি, ডাক্তার কিচ্‌লু, শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতিকেও অভিযুক্ত অবস্থায় করাচীতে আনা হয়। ইঁহারা সকলেই ইতিপূর্ব্বে খিলাফত কমিটির এক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের প্রচেষ্টা (দণ্ডবিধি ধারার ১২০ বি ও ১৩১ ধারানুসারে)। দায়রার বিচারে

অপেক্ষাকৃত লঘু অপরাধে (বিদ্রোহ করিবার জন্য মিথ্যা জনশ্রুতি প্রচার) তাঁহাদের ১লা নভেম্বর দণ্ড হয়।

ধৃত হইবার পরেই বোম্বাই নগরীতে ওয়ার্কিং কমিটির সভা হয় এবং তাহাতে সকলেই স্বীকার করেন যে আলিভ্রাতৃদ্বয় করাচির সভায় যে সৈনিকগণকে গভর্ণমেণ্টের চাকুরী ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছেন তাহা ১৯২০ সালের কলিকাতা ও নাগপুর অধিবেশনের প্রস্তাবের বিরোধী হয় নাই। বস্তুতঃ উক্ত কমিটির মতে যে সমস্ত সৈন্য স্বাধীনতা-মূলক আন্দোলন নষ্ট করিতে নিযুক্ত, তাহারা যতশীঘ্র, সরকারের দাসত্ব করিতে বিরত হয়, ততই ভাল এবং যদি কোন গভর্ণমেণ্ট চাকুরে কংগ্রেসের সাহায্য ব্যতীত চাকুরী ছাড়িতে পারে তাহাতে কংগ্রেসের সমর্থন আছে।

অন্য প্রস্তাবে, যদি কোন ব্যক্তি সত্যাগ্রহ কবিতে চায়, তাহা হইলে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির যদি প্রতীতি হয় যে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই তবে উক্ত কমিটির মত লইয়া সত্যাগ্রহ অবলম্বিত হইতে পারে।

আর একটী প্রস্তাবে স্বীকৃত হয় যে যুবরাজ (Prince of Wales) যে দিন বোম্বাই নগরীতে পদার্পণ করিবেন, সেদিন ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার শুভাগমন বর্জ্জন করা হইবে এবং এবিষয়ে সমস্ত ভার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উপর দেওয়া হয়।

যাহা হউক অতঃপর ১লা নভেম্বর তারিখে আলিভ্রাতৃদ্বয় প্রমুখ অন্যান্য আসামীগণের অনেকের দুই বৎসর করিয়া জেলের আদেশ হয়। এই দণ্ডের কথা শুনিয়া দেশও বিশেষ আলোড়িত হইয়া উঠে। উক্ত দেশনায়কগণ যে প্রস্তাবটির জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই প্রস্তাব যেন ভারতবর্ষের সমস্ত সহর এবং বিশেষ বিশেষ স্থানে পুনরুত্থাপিত ও প্রতিধ্বনিত হয়, তজ্জন্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দ একখানি ইস্তাহার প্রকাশ করেন।

চিত্তরঞ্জন সেই সময়ে লৌহজঙ্গ, তামা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে তিলক স্বরাজ্য ফণ্ডের অর্থ সংগ্রহে নিরত ছিলেন। তিনি

সেখানে হইতে তারযোগে নিজের নাম পাঠাইয়া সম্প্রীতি প্রদান করেন।

ইতিমধ্যে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াও বাঙ্গালী-জীবনের এই ইন্দ্রপদ পরিত্যাগ করিয়া মাতৃভূমির সেবাকল্পে আত্মোৎসর্গ করেন। এই অকৃত্রিম, তেজস্বী, ধীমান্ কর্ম্মীটিকে পাইয়া দেশবন্ধুর আনন্দের অবধি রহিল না। প্রথমেই জাতীয় বিদ্যালয়ের ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হয়। কংগ্রেসের প্রচার-বিভাগের কার্য্যও তিনিই সম্পাদন করিতেন। স্বরাজ-সাধনায় সুভাষচন্দ্রের সহযোগিতা জাতীয় ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করিল।

সহকর্ম্মীদের মধ্যে বীরেন্দ্র শাসমল এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বীরেন্দ্রনাথ নিজের দায়িত্বে মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনে এমন সাফল্যযুক্ত ট্যাক্স-না-দেওয়া আন্দোলন (Not to campaign) করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অদ্ভুত তেজস্বিতা সূচিত হয়। আর যতীন্দ্রমোহন যেরূপ অপূর্ব্ব উৎসাহ ও অদ্ভুত তেজস্বিতার সহিত রেল ষ্টীমার ধর্ম্মঘট পরিচালনা করিয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন, তাহাও ছিল খুবই প্রশংসার কাজ। দেশবন্ধু বলিতেন, যতীনের Driving Capacity (আন্দোলন চালাইবার ক্ষমতা) সাধারণ নেতাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না।

অতঃপরে ৫ই নভেম্বর দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভা হয়। মৌলানা মহম্মদ আলির স্থলে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্য হন।

ইতিপূর্ব্বে কেরল প্রদেশে মোপ্লারা যেরূপ অ-মুসলমানের উপর আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মান্তরিত করে, ও নানারূপ অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হয় না, ইহাতে কংগ্রেসের বিশেষ ভাবনার কারণ হইয়া পড়ে। কিন্তু কমিটির এই অধিবেশনে আবশ্যকীয় প্রস্তাব হয় সত্যাগ্রহ (Civil Disobedience) সম্বন্ধে। আলি-ভাইদের কারাদণ্ডাদেশেও দেশ যেরূপ অহিংসার প্রতি আস্থা প্রদর্শন করিয়াছে

তাহাতে অবিলম্বে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির তত্ত্বাবধানে যে কোন বিষয় ভোগী সমগ্র খাজনা প্রদানে বিরতি পর্য্যন্ত ব্যাপারেও সত্যাগ্রহ চালাইবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়, এমন কি মহাত্মাজীও গুজরাটের বর্দ্দোলিতে খাজনা না দিবার জন্য আন্দোলন করিবেন সঙ্কল্প করেন। তবে যে সকল সর্ত্তে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সম্প্রতি সত্যাগ্রহ করিতে পারিবে তাহাও স্থিরীকৃত হয়। সর্ত্তগুলি এই—

"ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহীকে সূতা কাটা জানিতে হইবে, বিদেশী বস্ত্র পরিহার করিতে হইবে, খদ্দর পরিতে হইবে, অহিংসা ও হিন্দু-মুসলমান মিলনে বিশ্বাসী হইতে হইবে এবং হিন্দু হইলে, অস্পৃশ্যতা জাতীয়তা-বিরোধী বলিয়া উহা বর্জ্জন করিতে হইবে।"

ব্যাপক সত্যাগ্রহে সমস্ত জিলা অথবা তালুককে একীভূত মনে করিতে হইবে, অর্থাৎ সেখানকার প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপরোক্ত সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে।

দেখিতে দেখিতে যুবরাজের ভারতাগমনের দিন নিকটবর্ত্তী হইল এবং ১৭ই নভেম্বর ১৯২১ যুবরাজ আসিয়া বোম্বাই বন্দরে পৌঁছেন। অশুভক্ষণে সে দিন বোম্বাই নগরী বড়ই অশান্ত ভাব ধারণ করে। স্থানে স্থানে দাঙ্গা হয় এবং দেশীয় এবং শ্বেতাঙ্গ বহু ব্যক্তি নিহত এবং আহত হয়। চার পাঁচ দিন পর্য্যন্ত এই হাঙ্গামা চলে।

এই দুর্ঘটনা মহাত্মাজীকে বড়ই বিচলিত করে। ইতিপূর্ব্বে ৫ই নভেম্বর দিল্লীতে এ, আই, সি, সির (নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির) এক সভা করিয়া সুরাট এবং কয়রাতে শীঘ্রই একযোগে ব্যাপক সত্যাগ্রহ (সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স) আরম্ভ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন এবং সুরাটে এই বিষয়ে লোকজনকে তৈয়ার করিতেও আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু দুই দিন পূর্ব্বে তিনি বোম্বাইয়ের Elphinstone Jute Mill জুট মিলের শ্রমিকদের এক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই দাঙ্গা ছিল জাতিগত, সাদা কালোর মধ্যে; হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের গোলমাল হয়। অতঃপরে

পার্শীমহলে হিন্দু-মুসলমান আক্রমণ করে। এই দাঙ্গায় উভয় পক্ষে ১৮ জন নিহত হয় ও আর দেড়শত আহত হয়। নিহতদের মধ্যে ২।৩ জন ইউরোপীয়ানও ছিলেন; ৩জন পার্শি, ১৪ জন মুসলমান, ১৭জন হিন্দু। পার্শীদের একটা জায়গায় ৪০,০০০ পার্শী থাকিত—উত্তরে জেকব সার্কুল, পূর্ব্বে প্যারেল রোড্, দক্ষিণে কার্ণাক রোড্, পশ্চিমে আমিঙ্গটন রোড্। এখানে খুব আক্রমণ হয়। এই ঘটনায় মহাত্মাজী এতই ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হন যে তুই একদিন অনশন ও মৌন ব্রত অবলম্বন করিয়া রহিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে উক্ত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে দেশবন্ধুর বাঙ্গালায় এমন সুনিয়ন্ত্রিত হরতাল কেহ কখনও কল্পনাও করিতে পারে নাই। এই বিরাট জনাকীর্ণ কলিকাতা সহরে কোনরূপ গোল, জনতা, দাঙ্গা এমন কি বচসাও হয় নাই। সমস্ত সহর ছিল যেন নীরব নিথর। দোকান-পাট, বেচাকেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই বন্ধ ছিল, কোন যান চলে নাই। বাইসিক্ল চলাও বন্ধ ছিল, গাড়োয়ান গাড়ী চালায় নাই, ড্রাইভার মোটর, ট্যাক্সি চালায় নাই। বাঙ্গালার মফঃস্বল সহরে এবং পল্লীতেও সর্ব্বত্র শান্তভাবেই অনুষ্ঠিত হয়—বাঙ্গালায় অহিংসার আশাতীত সাফল্যে দেশবন্ধুর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

হরতালের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই সরকারের রুদ্রনীতি প্রকট হইল। ১৮ই নভেম্বর তারিখে বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্ট-হাউসে এই বিষয়ে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা চলিতে থাকে। ইতিপূর্ব্বে ইংরাজ বণিক-সম্প্রদায় (Bengal Chamber of Commerce) একখানি দরখাস্ত করে যে, হরতালের দিন নাকি বলপ্রয়োগ ও হাঙ্গামা হইয়াছে। যাহা হউক, ১৯শে তারিখে ভোর হইতে না হইতেই সমগ্র সহরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অফিস এবং সমস্ত কংগ্রেস ও খিলাফত অফিসেই রাত্রি তিনটার মধ্যে খানাতল্লাস হয়, আর সকালে ইংলিসম্যান ও ষ্টেটস্‌ম্যান প্রভৃতি দৈনিক কাগজে বড় বড় অক্ষরে

বাহির হয় "All Volunteer Associations illegal" "স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী বে-আইনী জনতা মাত্র।"*

সেই রাত্রেই দেশবন্ধু ইহার ব্যবস্থা করিবার জন্য সুরাট যাত্রা করিলেন। কারণ, সেখানে ২২শে নভেম্বর ওয়ার্কিং কমিটীর সভা হইবে স্থির হইয়াছিল। মহাত্মাজী তখন সুরাটে থাকিয়াই কাজের জন্য তৈয়ার হইতেছিলেন কিন্তু হঠাৎ বোম্বাই আসায় সভার কার্য্যও বোম্বাইতে স্থানান্তরিত হয়।

যখন দেশবন্ধু বোম্বাই সভায় উপস্থিত হন, মনে হইল যেন সকলেই বিমর্ষ ভাবে দেশবন্ধুর প্রতীক্ষায়ই বসিয়া রহিয়াছেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, ডাক্তার আনসারী, রাজাগোপালা-চারী, শেঠ যমুনালাল বাজাজ, উমর সোভানী, মহাত্মা গান্ধী, লালা লাজপত রায়, এন, সি কেলকার, আজমল খাঁ, ভেঙ্কটাপ্পায়া, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বিঠলভাই প্যাটেল ও মৌলানা আজাদ প্রভৃতি সকলেই ছিলেন। [বিজয়রাঘবাচারিয়া মতভেদহেতু ছাড়িয়া দেন]

ওয়ার্কিং কমিটির প্রথম প্রস্তাবেই বোম্বাইএর গোলযোগের নিন্দা করা হয় এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া দাঙ্গা

* গভর্ণর নিম্ন ইস্তাহার জারী করেন—

"Whereas the Governor-General in Council is of opinion that the Associations at present known by the name of Bengal Non-co-operation Volunteer Corps, the Central Mohammedan Volunteer Corps, the Congress Committee Corps, and other Associations existing in the Presidency of Bengal and having similar objects interfere with administration of Law and Order,it is hereby declared by the Governor General in Council under Section 16 of Indian Criminal Amendment Act, 1908 as advised by the Devolution Act, 1920 that all the said Associations are unlawful Associations within the meaning of Part II of the said Criminal Law Amendment Act."

থামাইবার চেষ্টা করেন ও শান্তির অবস্থা আনয়ন করিতে সমর্থন হইয়াছেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে প্রশংসাবাদ করা হয়।*

অন্যান্য আবশ্যকীয় প্রস্তাবের সঙ্গে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটিও পাশ হয়—

"This Committee is further of opinion that all Volunteer Associations should be formed so as to become responsible for the retention of peaceful atmosphere within their respective jurisdictions and that only such volunteers should be enlisted and retained as are known to be pledged to the strictest observance of non-violence."

অর্থাৎ স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠিত হইবে এবং যাঁহারা সম্পূর্ণ অহিংস ও শান্তিপূর্ণভাবে কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, তাঁহারাই স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর সভ্য হইতে পারিবেন। আর স্থির হইল যে যদি তেমন অবস্থা ঘটে তবে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করা যাইতে পারিবে কিন্তু ব্যাপক সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া হইল, কোন প্রদেশ আর কোন কংগ্রেস কমিটি যেন শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত না হইয়া ব্যাপক সত্যাগ্রহে হস্তক্ষেপ না করে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ ৫ই নভেম্বর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নির্দ্দেশানুযায়ী কাজ করিতে বাধা না হইলেও ব্যাপক সত্যাগ্রহ সম্বন্ধেই এই সতর্কতামূলক একরকম ব্যবস্থা হইল। তাই মহাত্মাজীর ব্যাপক সত্যাগ্রহ পিছাইয়া পড়িল, আর বাঙ্গালার স্বেচ্ছাসেবক মণ্ডলী বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সম্মতি দিলে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ হইতে পারিবে।

দেশবন্ধু আর কালবিলম্ব না করিয়া সকলের নিকট বিদায়

* নেতাদের মধ্যে বোম্বাই দাঙ্গা থামাইবার বিশেষ চেষ্টা করেন মৌলানা আজাদ, সোভানি, মিঃ জয়াকর, মিঃ যমুনাদাস মেহ্তা প্রভৃতি।

লইয়া বাঙ্গালায় চলিয়া আসিলেন। ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা পঁহুছিয়াই পরদিন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এক সভা করিয়া স্বেচ্ছাসেবক-নিষেধ আইন অগ্রাহ্য করিবার প্রস্তাব করেন। বাঙ্গালার কংগ্রেস এবং খিলাফত কমিটী দেশবন্ধুর উপরই সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়া তাঁহাকে ডিক্টেটার (নিয়ামক) মনোনীত করেন। অতঃপরে 'সাজ' 'সাজ' রব উঠিল, সকলে স্বেচ্ছাসেবক হইবার আগ্রহে ছুটিয়া আসিল। অসম্ভব সহযোগিতা পাওয়া গেল, দেশবন্ধুও সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া আন্দোলন পরিচালনা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন—একমাত্র পুত্রকে সমরে প্রেরণ করিলেন, পুত্র ধৃত হইল। সহধর্ম্মিণী, সহোদরা প্রভৃতিদেরও জেলে পাঠাইতে সঙ্কুচিত হইলেন না, পরে সশিষ্য নিজেও ধৃত হইলেন। বাঙ্গালা সত্যাগ্রহ, শান্তিপ্রিয়তা, সঙ্ঘবদ্ধতা ও উৎসাহে ভারতে শীর্ষস্থান অধিকার করিল। বাঙ্গালা ব্যতীত সমগ্র ভারতে দুইহাজার লোক কারাবরণ করিয়াছিল কি না সন্দেহ, আর বাঙ্গালা হইতে ১৬০০০ লোক স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিয়া জেল-গুলিকে "স্বরাজ-আশ্রমে" পরিণত করে। তাঁহার প্রধান প্রধান সহকর্ম্মী, বন্ধু ও শিষ্যগণ সকলেই জেলে তাঁহার সঙ্গী হয়—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, সুভাষচন্দ্র বসু, মৌঃ আক্রাম খাঁ, হেমন্তকুমার সরকার, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মজিবুর রহমান, ওয়াজেদ আলি, শাখা পণি বা চাঁদ মিঞা, সামসুদ্দিন আহমেদ, মৌলানা আহমেদ আলি, সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, প্রতাপ গুহরায়, বসন্ত মজুমদার, সর্দ্দার লছমন সিং, বলবন্ত সিং, পদমরাজ জৈন, অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী, লছমীনারায়ণ গর্দ্দে, কিশোরীপতি রায়, কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঢাকা), মনোমোহন নিয়োগী (ময়মনসিংহ), সাতকড়িপতি রায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত,* পীর বাদশা মিঞা, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যো-

* দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্ত সেনগুপ্ত মহাশয় আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্ম্মঘটে নেতৃত্ব করিয়া পূর্ব্বেই কারাবরণ করিয়াছিলেন।

পাধ্যায়, নৃপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র রায়, প্রভৃতি। ১৯২১এর স্বরাজ-সংগ্রামে বাঙ্গালা দেশ সম্পূর্ণ ভাবে জয়ী হইল—অগ্নিপরীক্ষায় বাঙ্গালা উত্তীর্ণ হইল। ইতিমধ্যে লাজপত রায়, মতিলাল নেহরু প্রভৃতি দেশনায়কগণও কারাবরণ করিয়াছিলেন। দেশবন্ধু জেলে নীত হইবার সময়ে বলিয়া গেলেন—

"কোন ভয় নাই, ভগবানই আমাদের পরিচালক। যদি দুঃখ-ক্লেশ-নির্য্যাতন ভোগ করিতে কাতর না হই, জয় আমাদের সুনিশ্চিত।"

দেশবন্ধু বাঙ্গালার নাড়ী বুঝিতেন বলিয়াই সময় উপযোগী আন্দোলন চালাইয়া সাফল্য লাভ করেন। এই ব্যাপাবেও বাঙ্গালার সর্ব্বত্র অহিংসনীতি রক্ষিত হয়।

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণেব সহিত খিলাফত স্বেচ্ছাসেবকগণও একযোগে কাজ করিয়াছিল। প্রাদেশিক খিলাফত কমিটিও দেশবন্ধুকেই Dictator স্বরূপ মনোনীত করিয়াছিলেন। দুইটি কমিটির স্বেচ্ছাসেবকগণেবই সর্ব্বাধিনায়ক ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। সেই সময়ে হিন্দু-মুসলমানের একতা ও একাগ্রতা বিশেষ আনন্দ ও আশার বিষয় হইয়াছিল।

এই অহিংস আন্দোলনের ফলে স্কুল, কলেজেব অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। বিলাতী বস্ত্রব্যবসায়ীগণের সমূহ ক্ষতি হইতে লাগিল। অনেক ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিবার ধুম পড়িয়া গিয়াছিল, শেয়ার বাজারে কোম্পানীর কাগজের মূল্য সম্বন্ধে আশঙ্কা উপস্থিত হইল এবং কোন কোন দেশীয় পুলিশদের মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইতে লাগিল।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকেই বড়লাট বাহাদুর লর্ড রিডিং কাউন্সিলের মেম্বারগণ সহ কলিকাতায় পৌছেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়কে লইয়া একটি রফায় (আপোষে) পৌছিবার জন্য কলিকাতা আসেন। ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেসের ইস্তাহার অনুযায়ী ২৪শে ডিসেম্বর যুবরাজের কলিকাতায় আসিবার তারিখে হরতাল

হইবে স্থির হয়। লর্ড রিডিং উক্ত তারিখের দুই তিন সপ্তাহ পূর্ব্বেই অন্যান্য কার্য্যে প্রধানতঃ কংগ্রেসের সহিত আপোষের জন্য কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রেসিডেন্সী জেলে আসিয়া দেশবন্ধুর সহিত অনেক বার দেখা করেন। পণ্ডিতজী মধ্যবর্ত্তিতার কাজ করিয়াছিলেন, মৌলনা আজাদ, মৌলানা আক্রাম খাঁ প্রভৃতি সেখানকার সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদিগকে লইয়া উক্ত জেলে একটি বৈঠক হইয়াছিল। এই বৈঠকে (১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২১) নিম্নলিখিত সর্ত্তে মিটমাটের কথা হয়ঃ—

"বাঙ্গালার পক্ষ হইতে বাঙ্গলাদেশে কলিকাতায় যে ২৪ ডিসেম্বর যুবরাজের আগমন উপলক্ষে হরতাল ঘোষিত হইয়াছিল, তাহা বন্ধ করিবে। প্রতিবাদ-স্বরূপ বাজারে যে ভলান্টিয়ার পাঠানো হইত (aggressive part) তাহা হইবে না। গভর্ণমেণ্ট ভলান্টিয়ার-আইন, সভা ও শোভাযাত্রার নিষেধের আদেশ তুলিয়া দিবেন, এই আইনে ভারতবর্ষের যে কোন প্রদেশেই যাঁহারা জেলে গিয়াছেন তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন এবং অচিরেই একটি Round Table Conference (গোল টেবিল বৈঠক) আহ্বান করিবেন এবং তাহাতে স্বরাজ, পঞ্জাবের অনাচার এবং খিলাফত সম্বন্ধে আলোচনা হইবে।"

স্বরাজ সম্বন্ধে আলোচনা হইবে এবং গোলটেবিল বৈঠকে কত সংখ্যক সভ্য অসহযোগী থাকিবেন জেল হইতেই এ বিষয়ে মহাত্মার সঙ্গে তারযোগে মতবিনিময় হয় এবং পরস্পরের সুবিধার জন্য জেলেই একটি বিশেষ জরুরী তার-আফিসের সাময়িক ভাবে বন্দোবস্ত হইয়াছিল। মহাত্মাজীই তখন সমগ্র জাতীয় কংগ্রেসের কর্ণধার (Dictator)। তিনি ফতোয়া বন্দীগণের—আলিভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতির, মুক্তির আবশ্যকতা সম্বন্ধে জেদ করিয়াছিলেন এবং কবে বৈঠক হইবে, কোন্ কোন্ ব্যক্তি সভ্য হইবেন (date and composition of the R. T. Conference) তাহা পূর্ব্বেই নির্ণয় করিতে চাহিয়াছিলেন। দেশবন্ধু, মহাত্মাজী, মৌলানা আলি ভ্রাতৃদ্বয় প্রমুখ যাঁহারা Round Table

Conferenceএর সভ্য হইবেন, সেই ২১ জনের নাম এবং জানুয়ারী মাস মধ্যে যেন বৈঠক হয়, সেই মর্ম্মে বৈঠকের পরে সম্পাদক উত্তর পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মার নিকট হইতে উত্তর আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল। বিলম্ব দেখিয়া বড়লাট তাঁহাব কাউন্সিলে যুবরাজের অভিনন্দন প্রভৃতি সম্বন্ধে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া ফেলেন। যখন মহাত্মাজীর উত্তর আসিল—কাউন্সিলারগণ সকলে উপস্থিত ছিলেন না বিশেষতঃ প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ আবশ্যক হইতে পারে মনে করিয়া, গান্ধীজীর পাল্টা প্রস্তাবে নীরব থাকিয়া বড়লাট বাহাদুব দিল্লী চলিয়া যান। অতঃপর মিটমাটের বিষয় এইখানেই যবনিকা-পাত হয়।

মিটমাট সম্বন্ধে সরকাব বাহাদুবের উৎসুক্য দেখিয়া দেশবন্ধু আশান্বিত হইয়াছিলেন বেহার গভর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে এই মিটমাটের সর্ত্ত অনুসারেই কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে দেশবন্ধু বলিতেন, "মহাত্মা যদি নূতন দুইটি সর্ত্ত না দিয়া মিটমাটে রাজী হইতেন, তবে আমাদের বিজয়লাভ অনেকটা সুনিশ্চিত ছিল এবং সন্ধি অনুযায়ী গোলটেবিল বৈঠকে কিছু না হইলে পরে আবার অসহযোগ আশ্রয় করিতাম—ইতিমধ্যে একবৎসরের স্বরাজ সম্বন্ধে দেশকে বুঝাইবার যথেষ্ট যুক্তি থাকিত। এখন এক বৎসরের স্বরাজ লাভ সম্বন্ধে লোককে কি কৈফিয়ত দিব?"

কিন্তু তখন কংগ্রেসের অধিবেশন আসন্ন হইয়াছিল। মহাত্মাজী সেই সময় বিজয়ী অধিনায়কের ন্যায় রাশ টানিয়া ধরিয়া ছিলেন বটে কিন্তু দেশবন্ধু বলিতেন—যদি মহাত্মাজী রাশ একটু ঢিলা করিতেন তবে চলিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হইত। শ্রীসূর্য্যকুমার সোম এ সময়ে ডিক্টেটার ছিলেন এবং বার বার জেলে আসিয়াছিলেন। শ্রীসাতকড়িপতি রায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক হিসাবেও আসিতেন। দেশবন্ধুর শৃঙ্খলাপ্রিয়তা সম্বন্ধে সামান্য একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। মিটমাটের সর্ত্তগুলির উপর মালবীয়জী দেশবন্ধুকে সহি করিতে বলিলে তিনি রাজী না হইয়া বলিলেন, "আমি এখন

কারাগারে, আমি দস্তখত করিতে পারিব না। আন্দোলনের সর্ব্বপ্রধান অধিনায়ক মহাত্মা, তাঁহার সহি ভিন্ন কিছুতেই হইবে না।" মালবীয়জী দস্তখতের জন্য খুব পীড়াপীড়ি করায় দেশবন্ধু সহি করিলেন বটে, কিন্তু বলিয়াছিলেন, "মহাত্মাজীর অনুমোদন না হইলে এভাবে কিছুতেই মিটমাট হইতে পাবে না।"

উপরে যে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলাম এবং উক্ত ঘটনার পটভূমিকায় যাহা বিবৃত করিব, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে মহাত্মাজী বর্ষ শেষ হইবার পূর্ব্বে আপোষে না আসিয়া যে ভুল করেন তাহা অপরিশোধনীয় এবং তাহাতে দেশ প্রায় পঁচিশ বৎসর পিছাইয়া গিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলন যে দেশের সঙ্ঘশক্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি করিয়াছে এবং উহার জনপ্রিয়তা ও নায়কই যে মহাত্মাজী স্বয়ং, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু ঠিক সময় বুঝিয়া কার্য্যের ফল নিতে না পারায়ই যে মহাত্মাজীর পর্ব্বত প্রমাণ ভুল হইয়াছিল, ধীর চিত্তে বিবেচনা করিলে তাহাই মনে হয়। অথচ সেইপ্রকার সুযোগ একেবারে মুঠার মধ্যে চলিয়া আসিয়াছিল। এই জন্যই দেশবন্ধু বরাবর বলিতেন, 'মহাত্মাজী প্রকৃতই মহাত্মা কিন্তু কার্য্যসিদ্ধান্তে তাঁহা অপেক্ষা আমার ভুল কম হয়।" সর্ব্বাধিনায়ক মহাত্মাকে দেশবন্ধু বরাবর শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। কিন্তু কি কারণে মহাত্মাজীর ভুল হইল এখানে বিশদ ভাবে পাঠকের নিকটে বিবৃত করা একান্ত কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেশবন্ধু কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ায় অসহযোগে সাফল্য নিঃসন্দেহ বলিয়া প্রমাণিত হইল। তখন প্রথম শ্রেণীর নায়ক ছিলেন মহাত্মাজী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপত রায়, আলি ভ্রাতৃদ্বয় এবং দেশবন্ধু। দ্বিতীয় শ্রেণীর নায়কদের মধ্যে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডাক্তার আনসারী, মিঃ রাজাগোপালাচারী, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রভৃতি তখনও তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। পণ্ডিত জওহরলাল তখনও যুবক। ইঁহারা কেহই দেশবন্ধুর তিনজন প্রধান সেনাপতি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত,

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও সুভাষচন্দ্র বসু অপেক্ষা অধিকতর যোগ্যতা দেখাইতে পারেন নাই। এদিকে মৌলানা আজাদ নিজেই তখন আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন।

যাহা হউক ভারতীয় অন্যান্য সকল নেতার অপেক্ষা দেশবন্ধুর কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ছিল—প্রথম,

(১) দেশবন্ধু কোন কাজেই সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ না করিয়া তাহা করিতেন না। ব্যারিষ্টারী জীবনের ন্যায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তিনি ষোল আনা মনপ্রাণ নিয়াই আসিয়াছিলেন ও ষোল আনা প্রাণ দিয়া কাজ করিতেন।

(২) উপরোক্ত তিনজন কৃতী ব্যতীতও তাঁহার অসংখ্য সুশৃঙ্খলিত কর্ম্মীসঙ্ঘ ছিল। এই কর্ম্মীসঙ্ঘ দেশবন্ধুর জন্য সর্ব্বস্বার্পণ এমন কি প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও দ্বিধা করিতেন না।

(৩) দেশবন্ধু যখন কর্ম্মক্ষেত্রে আসেন তাঁহার সহধর্ম্মিণী বাসন্তী দেবী সর্ব্ববিষয়ে স্বামীর কার্য্যে সহযোগিতা করেন। এই মহীয়সী নারী যদি ৮ই ডিসেম্বর তারিখে খদ্দর বিক্রী করিয়া ও ২৪ ডিসেম্বরের হরতাল ঘোষণা করিয়া জেলে না যাইতেন, তবে বোধ হয় বাঙ্গালা দেশ এমন ভাবে সাড়া দিতে পারিত না। সেদিন বড়বাজারে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল! বালক, যুবক বৃদ্ধ সকলেরই ঔৎসুক্যসূচক এক কথা—"আমি স্বেচ্ছাসেবক, আমাকেও জেলে নিন্।"

দ্বিতীয়তঃ দেশবন্ধু "নারী কর্ম্মমন্দির" প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে বহু মহিলা কর্ম্মী তৈয়ার করেন আর উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভার দেন নিজ সহোদরা উর্ম্মিলা দেবীর উপরে। ৮ই ডিসেম্বর এই উর্ম্মিলা দেবী এবং সেখানকার অন্যতমা কর্ম্মী সুনীতি দেবীও বাসন্তী দেবীর সঙ্গে ধৃতা হইয়া জেলে যান।

বস্তুতঃ স্বামীর সঙ্গে দেশের কাজ কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি বাসন্তী দেবী হইতেই প্রথম আরম্ভ হয়। অতঃপরে ভারতের সর্ব্বত্রই মহিলারা ক্রমে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে আরম্ভ করেন। এই বিষয়ে

সর্ব্বপ্রথম পথ দেখান বাসন্তী দেবী। উর্ম্মিলা দেবী প্রমুখ মহিলাবৃন্দ পূর্ব্বোক্ত সুবিধাগুলি থাকার জন্যই বাঙ্গালায় বেজওয়াদা নির্দ্ধারিত কর্ম্মপন্থা সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হয়, বিদেশী বর্জ্জন পুরাপুরি ভাবে হয় এবং ১৭ই নভেম্বরের হরতাল এত শান্তিপূর্ণ ও কার্য্যকরী ভাবে সম্পন্ন হয়।

ইহার পরে যদিও বাঙ্গালার গভর্ণর বাহাদুর লর্ড রোণাল্ডসে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী, সভা ও শোভাযাত্রা বন্ধ করেন, কিন্তু দেশবন্ধুর সঙ্গে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য তাঁহার বরাবর আগ্রহ ছিল। ৩০ নভেম্বর সেণ্ট এনড্রু ভোজের সভায় যে বক্তৃতা দেন তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় আপোষ রফা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি নিজেও একজন পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার "Heart of Aryabarta" পুস্তকে বাঙ্গালার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। দেশবন্ধুর ব্যক্তিত্বের প্রতি যে তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল, তাহাও তাঁহার উক্তিতে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়—

"A gentleman of Bengal of great ability and blessed by providence with intellectual powers of high order will shortly preside over the deliberations of a body which still, I believe, claims the name of the Indian National Congress. How splendid a *niche* he might carve for himself in the temple of fame, what a name he might make for himself in the pages of history, were he to come forward as a champion apostle of the religion of good-will! Will he do so? His responsibility is great, for if on the other hand he urges his followers to proceed on their course down the slippery slopes of revolution, it must be obvious to the meanest intelligence that Government will have no option but to take up the challenge which is thrown down."

Statesman, Dec. 1, 1921.

ইহার দুই চারিদিন পরেই ভাইসরয় লর্ড রিডিং কলিকাতায়

আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি একদিকে যেমন লর্ড রোণাল্ডসের কর্ম্মধারা অনুমোদন করেন, অন্যদিকে আবার পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়কে দিয়া আপোষের চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি যে বাঙ্গালার হরতালে জোর করিয়া দোকানপাট বন্ধ করা হইয়াছে ও স্থানে স্থানে বল প্রয়োগ হইয়াছে, সভায় ইহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত অধান্তর কথা এবং ইহার জবাব মহাত্মাজী স্বয়ংই দেন। কিন্তু লর্ড রিডিং যে আপোষের জন্য পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়কে দিয়া এত চেষ্টা করেন, মহাত্মাজী সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। মহাত্মাজী বোম্বাইয়ের ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হইলেও ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় অহিংসামূলক কার্য্যের সাফল্যে ও লালা লাজপত রায় ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর কারাবরণে তখন উৎসাহে তাহার বক্ষ স্ফীত। তিনি স্বয়ং গুজরাটের বার্দ্দোলি বা আনন্দ বা নদীযাদ্ তালুকে' খাজনা দিবেন না ও আন্দোলন করিবেন এবং সেই বিষয়েও কর্ম্মীগণের অহিংসায় নিষ্ঠা দেখিয়া খুব আশান্বিত। বিশেষতঃ তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে ৩১ ডিসেম্বরের পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে ও স্বরাজলাভ অবশ্যম্ভাবী হইবে। এমন কি কারারুদ্ধ গঙ্গাধর দেশপাণ্ডে প্রভৃতি কর্ম্মীকে তিনি লিখিয়াছিলেন "এখন বিশ্রাম কর, জানুয়ারী মাস হইতে কর্ম্মসাগরে আসিয়া পড়িতে হইবে। তাই লর্ড রিডিংএর আপোষ-চেষ্টাকে তিনি সাফল্যপূর্ণ মনে করেন নাই। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—

"I deny there was any intimidation at Calcutta. It is the Government which is to prove its genuine desire for a Conference. It is the Government that is to prove to Non-co-operators its bonafides before it can expect them to take part in any Conference. While they do that, they will find that there was an absolutely peaceful atmosphere. If there is a genuine desire for a Conference I should be the last person which certainly it is my intention to do immediately

Let the Government unconditionally retrace its steps, cancel the Notifications about the disbandment of volunteer organisations and the protection of public meetings and release all those men in the different provinces who have been arrested and sentenced for so-called civil disobedience or for any other purpose given under the definition of Non-co-operation but excluding acts of violence actual or intended.

It is the Government who have really to undo the grave wrong they have perpetrated and they can have the Conference they wish under favourable atmosphere."

Ahmedabad, 20 Dec. Statesman & Young India.

অন্যত্র তিনি বিবৃতিতে বলেন—

"I doubt the success of any Conference that might be called by the Government unless the Government changes its attitude about the fundamental grievances which have brought about the crisis and unless Govt. is prepared to yield to the express wish of the people.

In my opinion repression is doing a world of good. It is opening the eyes of everybody and enabling everybody to see the Govt. in its true light. No Conference convened by the Govt. can be successful unless it has satisfied itself that large number of earnest men and women are ready to suffer every form of hardship without retaliation for the purpose giving a just end.

Asked about the statement in the press concerning a Conference in Bombay on or about Dec. 23,

ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজের ২১ ডিসেম্বর তারিখে আরও বাহির হইল—

"Mr. Gandhi emphatically declared that he knew nothing of it and added that he had already advised

Pandit Malaviya that he (Gandhi) could not attend any Conference outside Ahmedabad during Congress week.

"Lord Reading is welcome to treat all the sufferers as lunatics who do not know their own interest. He is entitled to put them out of harm's way. He will have cause to complain if having courted imprisonment Non-co-operators fret and fume or 'whine for favours' as Lalaji puts it. The strength of a Non-co-operator is in his going to jail uncomplainingly.

"The threats used by His excellency are unbecoming. This is a fight to the finish. It is a conflict between the reign of violence and of public opinion. Those who are fighting for the latter are determined to submit to any opinion gained.

"Pandit Motilal said he was being taken to the house of freedom. We must regret to purchase freedom at the cost of self-respect for our cherished convictions. We want to throw the Government. We want to compel it to submit to the people's will. We desire to show that the Govt. exists to serve the people, not people the Government.

"Lord Reading must clearly see that Non-co-operators are at war with the Govt. on Khilafat and Punjab issue.

"His Excellency will learn by the time the conflict is over that there is a higher Court than courts of justice and that is the Court of Conscience. It supersedes all other courts."

মহাত্মাজী একেবারে রাশ টানিয়া ধরিলেন এবং প্রকাশ করিলেন যে অপরাধী ভারত সরকার (Government) নিজকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত না করিলে কিছুতেই আপোষ হইতে পারে না।

এই মনোভাবে আপোষ সম্ভব নয় বলিয়াই লর্ড রিডিং শীঘ্রই কলিকাতা হইতে দিল্লী চলিয়া যান। কিন্তু দেশবন্ধুর ছিল ভিন্ন মত। কেবল যোদ্ধা হিসাবেই নহেন, বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় তিনি বুঝিয়াছিলেন—

"সব বিশিষ্ট নেতারা এখন কাবারুদ্ধ। দলে দলে লোক কারাবরণ করিতে আসিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু ক্রমে যখন মিলের শ্রমিক দলও আসিতেছে, তখন অনভ্যস্ত স্বেচ্ছাসেবক শ্রমিক দলের মধ্যে সাফল্যের মূল অহিংসা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা বিষয়টি বেশীদিন রাখা যাইবে না। ফলে আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতেও পারে। তাই সময় থাকিতে গভর্ণমেন্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যখন আপোষে অগ্রসর, তখন এই সুযোগ ছাড়া কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়। আপোষ হইয়া গেলে, ৩১ ডিসেম্বরের পূর্ব্বে যখন দলে দলে কর্ম্মীরা বিজয় গৌরবে বাড়ী ফিরিয়া আসিবে ও স্বরাজের প্রশ্ন লইয়াই গোলটেবিল বৈঠক বসিবে তখন সমস্ত দেশকে একবৎসরের সাফল্যের কথা অন্ততঃ বুঝান যাইবে এবং অচিরেই নবোৎসাহে আবার নূতন কর্ম্মপন্থায় কাজ করিতে তাহারা ছুটিয়া আসিবে। কিন্তু ৩১ ডিসেম্বর এইভাবে চলিয়া গেলে দেশে যে অবসাদ আসিবে তাহা হইতে দেশকে আবার উদ্দীপিত করিতে অনেক সময় ও শক্তির প্রয়োজন হইবে। গভর্ণমেন্ট প্রার্থিত এই আপোষেই অবসাদ ও ব্যর্থতার হাত হইতে দেশকে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। কিন্তু মহাত্মাজী ভিন্নরূপ বুঝিলেন।"

পরের ঘটনায় দেশবন্ধুর সিদ্ধান্তই যে পাকা ও খাঁটি সিদ্ধান্ত তাহাই প্রমাণিত হইবে। সে কাহিনী একটু পরে বলিতেছি।

গভর্ণমেন্টের সঙ্গে মিট্‌মাট হইল না। এদিকে গভর্ণমেন্ট ও উহার শাসন ও বিচার বিভাগেব কর্ম্মচারীগণ কিরূপ বিচার-শূন্যতা ও পক্ষপাতিত্বের পবিচয় দিল, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালা, যুক্ত প্রদেশ এবং পঞ্চনদেই ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকট হয়। অন্যান্য স্থানেও কিছু কিছু হইয়াছিল।

যাহাহউক আরেকটু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি—আলি ভাইদের উপরে যে দণ্ড প্রয়োগ করা হয়, দেশবাসী তাহাতে খুবই সংক্ষুব্ধ হন। এবার লালা লাজপত রায়ের প্রতি বিচারের একটু আভাস দিতেছি।

১৭ই নভেম্বর কংগ্রেস সেচ্ছাসেবকগণ কলিকাতায় যেরূপ প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছিল তাহাতেই একটি সুশৃঙ্খলিত বাহিনী গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে সেরূপ না থাকিলেও বাঙ্গালার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বে-আইনী ও সভা শোভাযাত্রা রাজদ্রোহসূচক (Seditious) ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানেও সেই আইন জারী হয়। আইন দুইটির নাম, Criminal Law Amendment Act (of 1908) ও Seditious Meetings Act.

পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি লাল লাজপত রায় ২৩ নভেম্বরের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংএর পরে লাহোরে পৌছিয়া স্বেচ্ছাসেবক গঠনের আয়োজন করিতেছিলেন! ইত্যবসরে উক্ত প্রদেশে উপরোক্ত দুইটি (ভলান্টিয়ার ও সভা ও শোভাযাত্রা সম্বন্ধে) চণ্ডনীতিমূলক আইন জারী হয়। সুতরাং ৩রা ডিসেম্বর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভা করিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন যে এই আইন মানিয়া চলিলে কংগ্রেসের কাজই বন্ধ করিতে হয়। সুতরাং আইন দুইটি অমান্য করাই শ্রেয়ঃ। লাহোরের ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে পূর্ব্ব হইতেই চিঠিপত্র চলিতেছিল এবং তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও কংগ্রেস অফিসে সভা হয়।

বেলা দুইটার সময় লালাজীকে, জেনারেল সেক্রেটারী পণ্ডিত সান্থনম্‌কে, সিটি কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী ডাক্তার গোপীচাঁদ ভার্গবকে ও খিলাফত কমিটীর সেক্রেটারী মাণিকলাল খানকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহার পরেও সভা চলিতে থাকে এবং কংগ্রেস সভ্যগণকে প্রহার করা হয়! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় "রাজদ্রোহ সভা আইনানুসারে" গ্রেপ্তার হইলেও গভর্ণমেণ্ট যখন দেখিলেন ঐ আইন কংগ্রেস আফিসের ভিতরের সভা সম্বন্ধে খাটেনা,

এই নেতৃবৃন্দকে বহুদিন হাজতে কষ্ট দিয়া তারপরে আবার অন্য আইনে দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার করিয়া দুইবৎসর করিয়া সাজা দেওয়া হয়। পাঞ্জাবেও অতঃপর প্রকাশ্য সভা হইতে থাকে, স্বেচ্ছাসেবকগণও অবাধে কাজ করিতে থাকে। পাঞ্জাবের সব ব্যাপারই বেআইনী বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং লালাজীর প্রশ্নই সকলের মনে উদিত হয় যে "গভর্ণমেণ্ট কি জানিয়া শুনিয়াই লালাজীকে নিগৃহীত করিবার জন্য এই সমস্ত বেআইনী কার্য্যের প্রশ্রয় দিয়াছে?" আদালতে লালাজীর লিখিত জবাবটি বড়ই নির্ভীকতা পূর্ণ।

"To every truly patriotic Indian, India has already become a vast prison-house. I feel I can serve my country better inside the jail than outside it."

দেশবন্ধুকে ধরিয়া যে জেল দেওয়া হয়, তাহাও সম্পূর্ণ বেআইনী ভাবে, কারণ কয়েকটি অপর লোকের সহির উপরে তাঁহার জেল হয়। সে সহি তিনি একটিও করেন নাই। বিস্তারিত আলোচনা তাঁহার জীবন চরিতে বক্তব্য। মোকর্দ্দমায়ও তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন। কোনরূপ জের করেন নাই। আদালতের বিচার তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। তাহাকে ধৃতকরণের (arrest) ও বিচার ফলের অন্যায্যতা সম্বন্ধে অতঃপরে একটী মন্তব্য বাহির করিয়া দেশবন্ধু সাধারণে বিদিত করেন।

তৃতীয়তঃ যুক্তপ্রদেশের নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরু গ্রেপ্তার হন ৬ই ডিসেম্বর। তিনি বলেন "আমি বৃটিশ আদালতে অভিযোগ সম্বন্ধে কিছু বলিব না, আমি স্বরাজ আশ্রমে যাইতেছি" পণ্ডিতজীর সভাপতিত্বে যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস কমিটির আফিসে আলোচনা করিবার সময় একসঙ্গে এলাহাবাদ হইতে ৫০ জন সভ্যকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং প্রত্যেককে ১৮ মাস করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। যদিও গভর্ণমেণ্ট-নিয়োজিত একজন বিশেষ বিচারক (Special Judge) এই দণ্ডাদেশ বেআইনী বলিয়া সাব্যস্ত করেন, তথাপি প্রায় নয় মাস বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাদিগকে দণ্ডভোগ

করিতে হয়। আর সেই সময় মধ্যে জেলে অবস্থানকালে একজন সুস্থদেহ ও কর্ম্মঠ কর্ম্মীর জ্বরে ভুগিয়া মৃত্যু হয়। মাননীয় পুরুষোত্তম-দাস টণ্ডনেরও ১৮ মাস জেল হয়।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি এক সভায় বক্তৃতা দেন যে, বিলাতী কাপড় যাহাতে না চলে তজ্জন্য পিকেটিং করিবেন, বস্ত্রব্যবসায়ী সমিতি কয়েকটি বিলাতী বস্ত্র-ব্যবসায়ীকে যেন জরিমানা করে, তাহা ওজস্বিনী ভাষায় বলায় তাঁহার আঠারো মাসের জেল হয়।

এইরূপে ভারতের সর্ব্বত্রই চণ্ডনীতি প্রচণ্ডভাবে চলিতে থাকে, তবে বাঙ্গলা দেশেই উহা প্রচণ্ডতম আকার ধারণ করে। এই সমস্ত প্রহার, পীড়ন, দণ্ডাদেশ, ২৪ ডিসেম্বর কলিকাতায় হরতাল, জেলে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মধ্যস্থতা, দেশবন্ধু প্রভৃতির সহিত আলোচনা, মহাত্মাজী কর্ত্তৃক প্রস্তাব প্রত্যাখান—ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যেই আমেদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। উহার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত করিতেছি।

তৃতীয় অধ্যায়

স্বরাজ বৎসরের কংগ্রেস অধিবেশন

কংগ্রেসের ষড়্‌তিংশৎ অধিবেশন হয় আমেদাবাদে*। এবার স্বরাজ বৎসব, চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য লোক একটা কিছু আশাতিরিক্ত পাইবার আকাঙ্খায় ছুটিয়া আসিয়াছিল। যদিও সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায়, আলিভ্রাতৃদ্বয়, কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, সি, রাজাগোপালাচারী প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তখন কারাপ্রাচীরেব অন্তরালে আবদ্ধ ছিলেন, তথাপি সমস্ত আন্দোলনের প্রধান অধিনায়ক মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং সেখানে উপস্থিত। যেমন স্বরাজের আশায় তেমনি মহাত্মাজীর দর্শন প্রার্থনায়ও দলে দলে লোক ভারতেব সমগ্র প্রান্ত হইতে আমেদাবাদে সমাগত হইয়াছিল। সকলের প্রাণেই আশা যে স্বরাজ হইয়া গিয়াছে, তাই উদ্দীপনার সঞ্চারও তদনুরূপই হইয়াছিল।

বিরাট কংগ্রেস প্যাণ্ডেল নির্ম্মিত হয় সবরমতী নদীর তীরে। মণ্ডপের সমস্ত স্থানই খদ্দরে সুশোভিত ছিল। কংগ্রেস মণ্ডপের পিছনেই আরেকটি বিশেষ মণ্ডপে নেতৃবৃন্দ আসিয়া কংগ্রেসের বার্ত্তা শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণের কাছে বক্তৃতা দিয়া যাইতেন। কংগ্রেস প্যাণ্ডেলে ডেলিগেট বাদে একলক্ষ দর্শকের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, কিন্তু ৩।৪ লক্ষ লোক পিছনের মণ্ডপে সমবেত হন। বসিবার ব্যবস্থা সবই দেশীয়

* ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশন এইখানে হয়। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০২খৃঃ)

প্রথায় জমির উপরে হয়। কোন প্রকার চেয়ার টেবিলই ব্যবহৃত হয় নাই। নদীতীরে আলোক-মালায় সুশোভিত স্থানগুলি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনীও হইয়াছিল অদ্ভুত।

খিলাফত কনফারেন্স, মুসলীম লীগ সম্মেলন, নিখিল ভারতীয় সঙ্গীত সম্মিলনও এখানেই হইয়াছিল।

আমেদাবাদে স্বাস্থ্যের বন্দোবস্ত ভাল হইয়াছিল। এমন ভাবে খাত খনন করিয়া দরমার বেড়ায় ঘেরিয়া অসংখ্য পায়খানা করা হইয়াছিল যে, লোক মলত্যাগের পরেই একমুঠা মাটি ফেলিয়া দিয়া আসিত আর তখনই উহা পরিষ্কৃত ভাব দেখাইত। ইহাতে দুর্গন্ধও হইত না, পরিষ্কারও সঙ্গে সঙ্গেই হইত। অধিবেশনে অনেক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। মহিলা সেবিকাগণও সেবাকার্য্য করিয়াছিলেন।

সভাপতি হন দিল্লীর প্রসিদ্ধ হাকিম আজমল খাঁ। তিনি হিন্দু মুসলমানের প্রীতিস্থাপনে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। দেশবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মহাত্মা বাদে যোগ্যতর সভাপতি তখন কেহ ছিলেন না। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন শ্রীযুক্ত সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল। সর্দ্দারজী অভ্যর্থনার কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই।

দেশবন্ধুর অনুপস্থিতিতে বাঙ্গালাদেশে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী পরিচালনা করিতে যথাসম্ভব সহযোগিতা দেওয়ার প্রয়োজন হওয়ায় দেশবন্ধুর যোগ্যা সহধর্ম্মিণী বাসন্তীদেবী স্বয়ং বাঙ্গালা ছাড়িয়া আসিতে পারেন নাই। তিনি মহাত্মাজীর কাছে যে চিঠিখানি লেখেন তাহাতে বাঙ্গালীর অবস্থা এবং ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড রিডিং এর সঙ্গে যে আপোষের কথা হইয়াছিল তাহার একটি সাময়িক প্রাঞ্জল ও পরিষ্কার ইতিহাস আছে বলিয়া এখানে উহা প্রদান করিলাম—

Russa Road, Kalighat,
23rd December, 1921.

Dear Mahatmaji—

I regret very much that I cannot come and attend the Congress. My presence in Bengal is absolutely necessary. We are fighting whole-heartedly in Bengal and we are determined to see the struggle through. I find it difficult to leave Bengal at this critical stage of the fight. The fighting is going on not only in Calcutta, but all over Bengal in all districts and I hope you will understand my difficulty and excuse me. I hope you won't be inconvenienced because of my absence.

You must have known, there has been some negotiation here in Calcutta between ourselves and the Government through Pandit Malaviya. Lord Reading summoned his Executive Council for this matter. You must have seen that an influential deputation waited on Lord Reading and asked for a Round Table Conference, and you also must have seen Lord Reading's reply to the deputation. There has been some correspondence with you also with reference to this matter. The Bengal Non-co-operators acting *on your telegram* suggested certain terms to Lord Reading through press. The terms subsequently were that the date and the composition should be previously settled. It was suggested that the Conference should be within the

month of January and should discuss three questions namely Swaraj, Khilafat and the Punjab, and other necessary questions. Names of 21 Congress leaders including Maulana Mohamed Ali, and Shaukat Ali, Dr. Kichlew were suggested provisionally to represent the Congress at the Conference. The other terms mentioned in the telegram about release and withdrawal of orders were also insisted upon and it was suggested that if all this was done we should observe a truce and waive 'hartal'. I understand that Lord Reading did not accept these terms on the ground that Provincial Governments have got to be consulted on some matters referred to in the terms. In this connection you will also find that the Government of Behar have already issued a Communique practically on the basis of some of these terms. Lord Reading has left for Delhi, but he has not made any provision for further negotiations on the basis of the terms offered. All this I write to you only to give intimation as to what leappened here.

From Bengal you will find very few leaders have been able to attend the Congress. We want all of them here for the fight that is going on here. That is why we could spare only a few. As regards the arrest of volunteers and the work done here you will get full information from my sister-in-law Srimati Urmila Devi who has left to-night.

The Government have again remanded my

husband's case to 5th January. The charge against him, I understand, is that he managed and assisted the Congress Committee and other like associations. The object of the remand, as I understand it, is in any case to prevent him from presiding over this session of the Congress.

As regards the Non-co-operation solution if I may suggest the clause referring to volunteers' pledge and their qualifications should be a little more broad-based. In Bengal the Co-operators and Non-co-operators have joined hands and fight for a common cause. We had here a meeting of our leaders on this point and they are of the same opinion.

I see that the fight is going on all over India but I expect the fight will be a stern, long and arduous one and I am sure under your leadership we will march on to victory. Though myself and my husband will not be able to attend the Congress we shall be there with you in spirit. I wish you all success.

I am, yours,
Basanti Devi.

বাঙ্গলা দেশে যে কিরূপ প্রশংসনীয় কাজ হইতেছিল এবং এই ধর্ম্মযুদ্ধে সহযোগী উকীল, ছাত্র এবং ব্যবসায়ীবৃন্দও যোগদান করিয়াছিলেন এবং দেশবন্ধু যে বিজয়ের অবস্থায় সন্ধি চাহিয়াছিলেন, এই চিঠিখানিতে তাহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

আমেদাবাদ অধিবেশন ১৯২১

দেশবন্ধুর অভিভাষণটি দেশবন্ধুর সহোদরা ভগ্নী উর্ম্মিলা দেবীর সহিত প্রেরিত হইয়াছিল। বাসন্তী দেবী মহাত্মাজীর কাছে চিঠিতে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—"যদিও আমরা (Myself & my husband) সশরীরে উপস্থিত থাকিতে পারিলাম না, কিন্তু আমাদের মন সেইখানেই থাকিবে।"

দেশবন্ধুর অনুপস্থিতিতে দিল্লীর প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হাকিম আজমল খাঁ ১৯২১ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইহার পবে 'গন্ধর্ব্ব মহাবিদ্যালয়' ভলান্টিয়ার দ্বারা নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি গীত হয়:—

"বন্দেমাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলযজ শীতলাম্
শস্য শ্যামলাং মাতরম্
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম্
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্
বন্দেমাতরম্
আও আও সকল ভারত কুমার
তজ মান মোহ মদ অহঙ্কার
হুঁয়া দরশন সে আনন্দ অপার
য়হ্ ধন্য দেশ আওর ধন্য কাল
জহাঁ মিলে বন্ধু সব ওর বিশাল
স্থির রথে দেশ য়হ্ সদ্বিচার॥
নির্ব্বল নির্ধন সব নিঃসহায়
বিন ঐক্য নেহি অব কুছ্ উপায়
আবতো মমতা কীজে প্রচার
দুখসে বচনেকা মার্গ এক

আপনেপনকী সব গ্রহো বৈক
নিশ্চয হোগা ফির জয – জয়কার।

দেশবন্ধু জেলে কর্ম্ম-বাহুল্য হেতু সংক্ষেপে যে অভিভাষণ তৈয়ার করিয়াছিলেন, ও দেশবন্ধুর বাণীটিও মহাত্মাজীর নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু দেশবন্ধুর বাণীটি সম্মিলনীর বৈঠকে পাঠ করেন—

"The only method of warfare which is open to us is Non-co-operation and that is the programme which we adopted at the two successive Congresses. We are devoted to the doctrine and you do not require me to discuss with you its ethics. What is Non-co-operation? I can not do better than quote the eloquent words of Mr. Stokes: 'It is the refusal to be party to preventible evil It is refusal to accept or have injustice. It is the refusal to acquiesce in wrongs that can be righted or to submit to a state of affairs which is mainfestly inconsistent with the dictates of righteousness and as a consequence it is the refusal to work with those on grounds of interest or expendiency who insist on committing or perpetuating a wrong.'

But it is argued that the whole doctrine of Non-co-operation is a doctrine of negation. I agree that the doctrine is a doctrine of negation but I maintain that in substance it is one of affirmation. We reject in order to accept. This is the whole history of of human endeavours. If subjection is an evil, then we are bound to non-co-operate with every agency

that seeks to perpetuate our subjection. That is a negation ; but it affirms our determination to be free, to win our liberty at any cost.

Nor do I agree that the doctrine is one of despair. It is the doctrine of hope and confidence and unbounded faith in its own efficacy. One has only to look at the faces of the sufferers as they are led to prison to realise that victory is already ours. It is not for nothing that Moulanas Mahomad Ali and Shaukat Ali, courageous and resourceful, have lived and suffered. It is not for nothing that Lala Lajpat Rai the bravest of hearts that even faced the gun, flung the order of the bureaucracy in its face and marched boldly to the prison that awaited him. It is not for nothing that Pandit Motilal Nehru prince among men spurned the wealth that was his and defied the order that would enslave him refusing no pain that the malice of power could invent.

But I must not forget to mention the students who are at once the hope and glory of the Motherland. I who have been privileged to watch the current of political life in its very centre, can testify to the wonderful courage and unflinching devotion displayed by the students. Theirs is the sacrifice, theirs is the victory. They are the torch-bearers on the road to freedom. They are the pilgrims on the road to liberty." (Applause)

অসহযোগ অন্যায়ের প্রতিবাদ ছাড়া আরে কিছু নয়। অধীনতা

অন্যায়, তাই আমরা ইহা চাহি না, ইহার প্রতিবাদ করিতেছি। কিন্তু ইহাতে কেবল 'এ চাহি না ও চাহি না' নাই। ইহাতে আশা আকাঙ্খাও যথেষ্ট আছে। স্বাধীনতার প্রবল আগ্রহে সকলেরই মুখ উৎফুল্ল, স্বাধীনতা অর্জ্জনের সঙ্কল্পে সকলেই দৃঢ় মনোরথ আর তাহাতেই সকলেব প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে। সেই আশাই সকলের প্রাণে উদ্দীপ্ত। অসহযোগে কি নৈরাশ্য আছে? না, ইহাতে কেবলই আশা ও সঙ্কল্প। নৈরাশ্যের জন্য কি ভ্রাতৃদ্বয় মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি কারাবরণ করিয়াছেন? বীরকেশরী লাজপত রায় কি নৈরাশ্যে কারাপ্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন? নৈরাশ্যে কি ঐশ্বর্য্য-লালিত মতিলাল সমস্ত ঐশ্বর্য্য বর্জ্জন করিয়া কাবাক্লেশ সানন্দে ভোগ করিতেছেন? আর আশা আকাঙ্খা না থাকিলে কি আমাদের বীর ছাত্রগণ স্বরাজ সংগ্রামে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন? অসহযোগেই আমাদের আশা, আর অসহযোগেই আমার নিশ্চিত বিজয়।

শ্রীযুক্তা নাইডু দেশবন্ধুর বাণীটি পাঠ কবিবার পরে বলেন, "This is the message that comes to us like trumpet-call from that great hero of Bengal, who instead of adorning the *Masnad* of the Presidential seat today bartered his individual liberty for national freedom. (Loud applause).

"বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ দেশবীরের বাণী যেন রণভেরীর ন্যায় বাজিয়া উঠিয়াছে। আমাদের একনিষ্ঠ ত্যাগীবীর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রামে তিনি বীরগণেরই নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। জাতির স্বাধীনতার জন্য নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়াছেন।"

অতঃপরে তিনি বাসন্তীদেবীর বাণীটিও পাঠ করেন—

"Let every man and woman of India ask himself or herself today this one supreme question only. Do I stand for India in her present struggle? Let us search our hearts and directly answer it now or

never. We must decide and the responsibility for the decision is ours. The country demands stern and resolute action. If we feel in our heart of hearts that we stand for India in her struggle then we must act, act, act. We ask for no more; we expect no less. Let therefore every delegate to the Congress be sworn in as a Congress Volunteer. Let every man and woman in India to-day offer himself or herself as Congress Volunteer. Let the whole country be mobilised for the Congress work. Let all our national activities be suspended until the struggle in the present form is finished. Men and women of India, act, act, and act, directly act while the time is yes.

এই জাতীয় সংগ্রামে সকলেই আসিয়া যুক্ত হউন। মনে রাখিবেন এখন কেবল কাজ, কাজ আর কাজ! ইহাই ভারতীয় নরনারীব একমাত্র কর্ত্তব্য!

উপরোক্ত বাণী দুইটি পাঠ করিয়া শ্রীযুক্তা নাইডু বলেন—

"This also comes as a clarion-call because in the service of the nation the voice of the man and the voice of the woman may not be divided, neither may their action, neither may their aspiration, neither may their sacrifice, neither may their life, their destiny nor their liberty."

স্বাধীনতার সংগ্রামে নর ও নারী সমানই দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন, আমাদের পুরুষেরা ও নারীরা ভালভাবেই নিজেদের অবিভক্ত মনে করিয়া ত্যাগ, জীবন, ভবিষ্যতের জন্য দান সমভাবেই করিতে পারেন। অতঃপরে মিসেস্ নাইডু হিন্দিতেও উভয়ের বাণী ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

দেশবন্ধু যে সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, মহাত্মাজী তাহা নিম্নলিখিত মন্তব্য সহ বাহির করেন।

মহাত্মাজী বলেন যে দেশবন্ধুর ইচ্ছা ছিল এই সমগ্র স্বরাজ-বৎসরের একটী বিবরণী তাঁহার অভিভাষণে থাকে। কিন্তু জেলে যাওয়ার পরেও তিনি চিন্তাভাবনায় ছিলেন এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ভাইস্‌রয়ের সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া যে আপোষ মীমাংসার একটা চেষ্টা করেন তাহাতে তিনি মোটে সময় পান নাই। তথাপি এই অভিভাষণ যে কত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন ও সূক্ষ্মরাজনীতি-প্রসূত, ইহাতে তাহা পাওয়া যাইবে বলিয়া অভিভাষণটির কিছু কিছু অংশ এখানে প্রদান করিলাম।

দেশবন্ধুর অভিভাষণ

"আজ আমরা এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি, সকলেরই অন্তরকে জিজ্ঞাসা করিবার সময় আসিয়াছে, ভারতের বর্ত্তমান স্বরাজ সংগ্রামে আমার করণীয় কি? হ্যাঁ, এই সংগ্রামের আমিও একজন সৈনিক বলিয়াই আপনাদের সমবেত আহ্বানে আমি সাড়া দিতে বাধ্য হইয়াছি। সরকারের (গভর্ণমেণ্টের) চরম রুদ্রতা যে-সহরের বক্ষের উপর ভীষণভাবে বর্ষিত হইয়াছে, আমি সেই সহরের একজন বাসিন্দা। অনিচ্ছায়ও ব্রিটেনের রাজকুমারকে সাদরে অভিনন্দন করিতে হইবে—এই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষেই আজ উহার রাজনৈতিক জীবন নিষ্পেষিত। কিন্তু কে এই ২৪শে তারিখ রাজ-অতিথির অভ্যর্থনা করিবে—শৃঙ্খলিত কলিকাতা নগরীর অন্তরাত্মা? ইহার দুঃখ, অপমান ও পীড়নের বিঘোষিত কাহিনী?

যাক্ এখন আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে অবহিত হইতে হইবে যে, আমরা কি চাই, আর কোন্ দিকে আমরা যাইতেছি, আমাদের লক্ষ্য কি? আপনারা নিশ্চয়ই বিদেশীর কবলমুক্ত

স্বাধীনতাই চান। কিন্তু স্বাধীনতা (Freedom) এর অর্থ কি? অবাধ স্বাধীনতাই স্বাধীনতা নয়। যদি আমাদের জাতীয় স্ফুরণ ও পুষ্টি অবাধে চলিতে পারে এবং তা' যদি জনগণ স্বেচ্ছায় মানিয়া লন, তবে অবাধ স্বাধীনতা না হইলেও, তাহাতে দোষ নাই।

Dependence consistent with freedom can only be such dependence as is willingly suffered by the people for its own protection.

সকলেই জানেন তখন আমাদের কংগ্রেসের ক্রীড্ (সর্ত্ত) ছিল—স্বরাজ গভর্ণমেন্টের আয়ত্তের মধ্যে কি বাহিরে, তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই। তাই দেশবন্ধু, যাঁহারা সেই সময়ে কংগ্রেসের এই ক্রীডে দোষ ধরতেন, তাহাদের জবাবে এই কথা বলেন।

যাহাহউক দেশবন্ধু তাঁহার অভিভাষণে এই স্বাধীনতার (freedom) অর্থ আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন, ফিন্ল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড, মিশর ও ভারতবর্ষের অবস্থা এক—তাহারা সকলেই বিদেশগত সংস্কৃতির আক্রমণ ও বিজয় হইতে নিজেদের বাঁচাইতে চায়, জাতির শিক্ষার জন্য তাহাদের সমান আগ্রহ; আর তৃতীয়তঃ সকলেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে নিজেদের জাতীয় পরিণতি করিতে চায় এবং সেইজন্য সাধনা করিতেও তাহারা তৎপর, আর সাধনা বা আত্মনিয়ন্ত্রণে কোন বৈদেশিক রাষ্ট্র বা ক্ষমতা হইতেও বাধা না পাইয়া যাহাতে সাধনা করিতে পারে তজ্জন্য তাহারা একান্ত উন্মুখ।

আমরা স্বাধীনতা চাই আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য, পাশ্চাত্য যেন এ বিষয়ে আমাদিগকে কোনরূপ বাধা না দেয়। কিন্তু এখানে আমি কবিকণ্ঠের বাধা পাইতেছি। ভারত-কবি রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, 'পাশ্চাত্য আদর্শ আমাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত, আমরা এই অতিথির আগমন কেন প্রত্যাখ্যান করিব? আমরা কি জানিনা যে প্রাচ্য ও প্রতীচি উভয় স্থানের সংস্কৃতি-সংযোগে জগতের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী?' রবীন্দ্রনাথের এই বাণীর উপরে আমি বলিতেছি, হ্যাঁ

আমি স্বীকার করি ভাবতের জাতীয়তাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে অন্য সমস্ত জাতির সান্নিধ্য হইতে নিজেকে বিমুখ রাখা উচিত নয়। কিন্তু দুইটি কথা ভাবিতে হইবে—

(১) আমাদেব আগে অতিথিকে অভ্যর্থনা কবিবার মত নিজেদেব বাড়ী হউক। We must have a house of our own before we can receive a guest.

(২) পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গ্রহণ কবিবাব পূর্ব্বে ভারতীয় সংস্কৃতিব নিজের সত্বা খুঁজিয়া পাওয়া দবকার।

আমবা বাস্তবিক পাশ্চাত্ত্যেব কোন সাব জিনিষ গ্রহণ করিতে পাবি নাই, কেবল দাস-সুলভ অনুকরণপ্রিয়তাই অর্জ্জন কবিয়াছি। বিদেশী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্ত্য কৃষ্টি ভাবতকে একেবারে গ্রাস কবিয়া ফেলিয়াছে। রাষ্ট্রীয় প্রাধান্যেই ইহাব এবম্বিধ পবিণতি অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। কিন্তু ভাবতকে উহাব প্রতিবোধ করিতেই হইবে। ভাবতেব জাতায় জীবন পুষ্ট কবিতেই হইবে। যে পর্য্যন্ত তাহা না হয়, তাহাব পূর্ব্বে উভয় সংস্কৃতিব মিলনেব প্রসঙ্গই অবাস্তব মাত্র।

অতঃপবে মডাবেট বন্ধুরা বলেন, সাম্রাজ্যেব ভিতরে থাকিয়াই কেন আমাদের অদৃষ্ট গড়িনা? আমাব উত্তব, সাম্রাজ্যের মধ্যেই থাকি আর বাহিরেই থাকি, ব্রিটিশ জাতির বাধা বা সাহায্য না লইয়া ভারতকে নিজের অদৃষ্ট নিজেকেই গড়িতে হইবে। গ্রামে যান, কত সুস্থ, সবল, সাহসী লোক দেখিতে পাইবেন। কিন্তু দেখিবেন, পরাধীনতার শৃঙ্খলে নানারূপ বিবাদ বিসম্বাদে, উচ্চনীচ বিচারে, মাম্‌লা-মোকর্দ্দমায় তারা একেবারে নিষ্পেষিত। প্রতি বৎসর কত টাকা উড়িয়া যাইতেছে; আমরা নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছি এবং কৃতদাসের মনোভাব-সম্পন্ন ব্যাভিচার অনাচার সবই আমাদের দোষ হইয়া পড়িয়াছে। এই সবই বিদূরিত হইতে পারে শুধু নিজেদের আশু নিয়ন্ত্রণে।

কিন্তু কিরূপে আমরা তাহা পারিব? যুদ্ধ বিগ্রহে? অসম্ভব, (beyond the range of practical politics)। যদিইবা সম্ভব

হইত, আমি নীতির দিক হইতেই ইহার বিরোধী। I am opposed to violence on principle. সুতরাং সহযোগিতা অথবা অসহযোগ দুইটির একটি বাছিয়া লইতেই হইবে।

এই যে নূতন সংস্কাব-আইন (Government of India Act) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে বলিতে আসিয়াই দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে জাতীয়তাব উদ্ভবের সময় যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ সাহায্য করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাবাই আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণে বিরোধী হইয়াছেন। উক্ত আইনে আত্মনিয়ন্ত্রণের কোন আভাষ নাই, কোনরূপ দায়িত্বমূলক শাসনের নামগন্ধও নাই, আর আইন পরিষদের অর্থের উপরে কোন কর্তৃত্ব বা হাতই নাই। প্রস্তাবনায় সবই অস্পষ্ট (vague) whereas it is the declared policy of Parliament, তাহা দেখিয়া ভবিষ্যৎ-কার্য্য নির্দ্ধারণ কবিতে হইবে। আমরা কতটা যোগ্য, আমরা কত ভাল, তাহার উপরে সব নির্ভব করিবে, অর্থাৎ আমরা বরাবব তাদের হাতের পুতুলই থাকিয়া যাইব। আমরা প্রকাশ কবিতে চাই যে আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আমাদের আছে, তবে ইহাতে যদি কোন বাধা পাই তাহা অতিক্রম করিতেই হইবে। ইংলণ্ডের সঙ্গে আমি সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত যদি আমাব জন্মগত অধিকার সে স্বীকার করে—আমি সামান্য সামান্য বিষয়ে (Detail) আপোষ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু আমার নিজস্ব অধিকার সম্বন্ধে আমি কোনরূপ আপোষ করিতে পারি না।

পরবর্ত্তী যুগে ১৯১৯ সালের গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট কাউন্সিলের মধ্য দিয়া অচল করিবার জন্যই যে তিনি বিরাট অভিযান করিয়াছিলেন, তাহার মুলতত্ত্ব এইখানেই পাওয়া যায়। দেশবন্ধু মনে করিতেন, এই সংস্কারে কিছুই পাওয়া যায় নাই, এবং ইহা গ্রহণ করা মনে করিতেন আত্মসম্মান-বিরোধী। কেন তিনি তাহা মনে করিতেন তাহা খুব সুস্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

প্রস্তাবনায় (Preamble) আছে—

Whereas it is the declared policy of Parliament to provide for the increasing association of Indians in every branch of Indian administration and for the gradual development of self-governing institutions and with a view to the progressive realization of responsible government in British India as an integral part of the Empire,

............and that the time and manner of each advance can be determined only by Parliament upon whom responsibility lies for the welfare and advancement of the *Indian peoples*."

ইংরাজ যে আমাদিগকে প্রথম হইতেই পৃথক করিতে দৃঢ়-মনোরথ, এই অংশ হইতেই বুঝা যায়। চিত্তরঞ্জন বলেন, 'লক্ষ্য করুন, people নয়, ভারতীয় জাতিগুলি (peoples), অর্থাৎ ভারত এক ও অখণ্ড নয়, বহু জাতির সমষ্টিতে গঠিত। এইরূপ উক্তি আত্মসম্মান-বিরোধী এবং আমি ইহার তীব্র প্রতিবাদ করি। (I, for one, am not prepared to submit to the insult offered to Indians and am bound to offer a valiant opposition to it).

দ্বিতীয়তঃ প্রস্তাবনায় যে বলা হইয়াছে Declared policy—স্বীকৃত নীতি—কি স্বীকৃত নীতি? দায়িত্ব-পূর্ণ শাসনে যে আমাদের পূর্ণ অধিকার আছে তাহা স্বীকার করা? তা' কিছুই নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জাতিসঙ্ঘে স্বাধীন এবং সমভাবাপন্ন অংশীদারের স্বীকার? তাও নয়। সব কথাই যেন গোলমেলে। স্বাধীন এবং সমভাবাপন্ন অংশীদার হইবার জন্য আমরা কোনরূপ বাধ্য করিতে পারিব, এরূপ কিছু আছে? আমার বক্তব্য এই যে ভারতবাসীর (একটি গণসঙ্ঘ—একাধিক বা বহু নয়) মঙ্গল এবং অগ্রগতির জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন সে দায়িত্ব সম্পাদন করিতে আমরা নিজেরাই পারিব। আমি স্বীকার করিনা যে কোন বিদেশী শাসনযন্ত্র-অধীনস্থ কোন জাতি গণসঙ্ঘের দায়িত্ব সম্পন্ন করিতে পারে। আর

পার্লামেন্ট আমাদের সময় নির্দ্ধারণ এবং ব্যবস্থা করিবে এরূপ কথা মানিতে আমি একেবারেই প্রস্তুত নই। ইহার অর্থই যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট চিরস্থায়ী হইবে। এরূপ ব্যবস্থা আমি মোটেই গ্রহণীয় মনে করিনা। অতঃপরে Preambleএ আরও উল্লিখিত আছে—

"And whereas the action of Parliament in such matters must be guided by the Co-operation received from those on whom new opportunities of service will be conferred and by the extent to which it is found that confidence can be reposed in the sense of responsibility."

অর্থাৎ তাঁহারা বলিতে চান যে মন্ত্রীরা কে কত বেশী সহযোগিতা দিতে পারিবেন, এবং কার উপরে কতটা বিশ্বাস স্থাপন করা চলিতে পারে in wrongs that can be righted or to submit to a state of affairs which is manifestly inconsistent with the dictates of righteousness. তার উপরই ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিবে। অর্থাৎ আমরা কতটা আজ্ঞাবহ হইব, তার উপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হইবে।

তাই অসহযোগই একমাত্র পন্থা। এই জন্যই আলি ভাইরা দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়াছেন। ঐশ্বর্য্যের বুকে শায়িত হইয়াও মতিলালজী যে অন্যায় সহিবেন না বলিয়া কণ্টকশয্যা গ্রহণ করিয়া কারাবরণ করিয়াছেন, তার কি কোন অর্থই নাই? বস্তুতঃ এই অসহযোগ পন্থার গভীর অর্থ উপলব্ধি হইলে দেশের জন্য কোন ত্যাগই ত্যাগ বলিয়া মনে হইবেনা। তাই কোনরূপ আপোষ বা সহযোগিতা করিতে আমরা প্রস্তুত নই। ইহাই কংগ্রেসের সঙ্গে ও বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে পার্থক্য, আর তাই আমরা সহযোগিতা করিতে বা তালে তাল দিয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত নই।

সত্যই কি এই সংস্কার আইন আমাদিগকে কোনরূপ দায়িত্বমূলক ক্ষমতা দিয়াছে? তবে অর্থ (purse) সম্বন্ধে কোন ক্ষমতা নাই

কেন? মডারেটরা বলেন যে বাঙ্গালা সরকারের সাতজন সভ্যই ভারতবাসী। ইহার কোন অর্থ নাই। তাঁহারা ভারতবাসী হইতে পারেন, কিন্তু রিজার্ভড্ বিষয়গুলি সাধারণতঃ গভর্ণর লইয়া থাকেন। আর হস্তান্তরিত বিষয়েও গণসঙ্ঘের ক্ষমতা কোথায়? কোন চণ্ডনীতিমূলক আইনই কি জনমত লইয়া করা হইবে? অতএব ক্ষমতাবিহীন বিভাগ লইয়া সহযোগিতা কিরূপে সম্ভব? মান খোয়াইয়া এরূপ শান্তি বা সহযোগিতার কোন অর্থই হয়না। তাই আমরা অসহযোগী। ইংরাজ বলিয়াই ইংরাজের সহিত সহযোগী হইবনা, এরূপ মত আমরা পোষণ করিনা। আমাদের উন্নতিতে যাহারা বাধা সৃষ্টি করিবে তাহাদের সঙ্গেই আমরা অসহযোগ করিব।"

অতঃপর দেশবন্ধু অসহযোগের অর্থ বলেন, "Refusal to acquiesce. মন্ত্রীগণসহ গভর্ণর কাজ করিয়া থাকেন। উক্ত সাতজন সভ্যের কেবল ট্যাক্স ধার্য্য করা ও ঋণ গ্রহণ করা অথবা খরচের বরাদ্দ করা ছাড়া একত্র পরামর্শ করার কোন অবকাশ নাই। আর Reserved বিষয়ে তো মন্ত্রীদের বাক্যস্ফুট করাব ক্ষমতা নাই। গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আমাদের যে সংগ্রাম তাহাতে তাঁহারা বাক্‌শক্তিহীন দর্শক মাত্র। অসহযোগীদের বিরুদ্ধে কোন চণ্ডনীতি প্রয়োগ হইবে কি না, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতিকে ধরা হইবে কিনা এসব বিষয়ে তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করাও হয়না। সুতরাং সাত জনই ভারতবাসী হওয়ায় কোন ফলই হয় নাই, কারণ প্রয়োজনীয় কোন বিষয়েই তাঁহাদের সঙ্গে কোন পরামর্শেরই প্রয়োজনীয়তা কেহ বোধ করে না।

মন্ত্রীদের ক্ষমতাই বা কি? প্রথমতঃ তাঁহারা দুই একটী বিষয় পাইয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহা নির্ব্বাহ করিবার প্রয়োজনীয় অর্থ তাঁহারা পাইতেছেন না। ধরুন চিকিৎসা বিভাগ—ইহার উন্নতি করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই, তিনি যদি কোন পরিকল্পনা বা স্কীম দেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার অর্থ নাই। বিভাগের পদস্থ কর্ম্মচারীর মত ছাড়াও কিছু হইবে না। কোন্ বিভাগে কত খরচ হইবে

সে বিষয়েও মন্ত্রীদের কোন মতগ্রহণ করাই প্রয়োজনীয় বোধ হয় না। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখুন, সহযোগিতায় কোন ফল পাইবার কি আশা করা যায়?"

এই অভিভাষণ সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলেন—

"The reader will not fail to note the marked restraint with which the address is prepared and also the fact that Deshbandhu believes in Non-violence as his final creed. The only use the Government has made for such a man is to put him in prison, which is about the greatest condemnation it can pronounce upon itself."

(অপূর্ব্ব সংযমের সঙ্গে এই অভিভাষণ লেখা হইয়াছে। দেশবন্ধু যে অহিংসা ও প্রেমের কত বড় উপাসক তা বুঝা যায়, কিন্তু লজ্জা ও ঘৃণার কথা যে, এমন লোককেও গভর্ণমেণ্ট কারাদণ্ড দিয়াছে!)

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেল প্রতিনিধিবর্গকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করিয়া একটী আশার কথা বলেন যে শীঘ্রই বর্দ্দোলি ও আনন্দ তালুকে ব্যাপক সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবে—The Tahsils of Bardoli and Anand are making elaborate preparations for Mass Civil Disobedience. I be speak the prayers of this Great Assembly that God may give us the strength to go through the ordeal of suffering and enable us to stand shoulder to shoulder with other sister provinces. শ্রীযুক্ত হাকিম আজমল খাঁর অভিভাষণ ছিল খুব সংযত ও সংক্ষিপ্ত। তিনি অসহযোগের সাফল্য এবং হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলেন এবং মোপলাদের নৃশংস ও পাশবিক কার্য্যের বিশেষ নিন্দা করেন।

আমেদাবাদ-কংগ্রেসে মহাত্মাজীই সর্ব্ব-নিয়ামক (ডিক্টেটার) মনোনীত হন। অর্থাৎ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (A.I.C.C.) সমস্ত ক্ষমতার ব্যবহারে তাঁহার অধিকার থাকিবে। কংগ্রেসের বিশেষ

অধিবেশনও ইচ্ছামত তিনি ডাকিতে পারিবেন। আবশ্যক হইলে তাঁহার পরে কে ডিক্টেটার হইবে, তিনি এবং পরবর্ত্তী ডিক্টেটারগণ তাঁহাদের-পরবর্ত্তীগণকে মনোনীত করিতে পারিবেন। আমেদাবাদ কংগ্রেসে মহাত্মাজী সমস্ত বিষয় ছাড়িয়া কেবল স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠনের দিকেই সমগ্র মনোযোগ সমর্পণ করেন। কিন্তু বাঙ্গালা এবং অন্যান্য প্রদেশে যেরূপ রুদ্রনীতি প্রচণ্ডভাবে চলিয়াছে, এবং গভর্ণর জেনারেল সম্প্রতি যেরূপ দৃঢ়ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, কংগ্রেস মনে করেন যে তাহাতে কংগ্রেস এবং খিলাফতের কার্য্য পণ্ড করাই সরকারের উদ্দেশ্য। তাই এই প্রস্তাব পাশ হয়—

"Whereas by reason of the threat uttered by His Excellency the Viceroy in his recent speeches and the consequent repression started by the Government of India in the various provinces by way of disbandment of volunteer corps and the forcible prohibition of public, even committee meetings in an illegal and high-handed manner, and by the arrest of many Congress workers in several provinces and whereas the repression is manifestly intended to stifle all Congress and Khilafat activities and deprive its public of their assistance, this Congress resolves that all activities of the Congress be suspended as far as necessary and appeal to all, quietly and without any demonstration to offer themselves for arrest by belonging to the volunteer organisations to be formed throughout the country in terms of the resolution arrived at in Bombay on the 23rd day of November last, provided he signs the following pledge."

স্বেচ্ছাসেবকের এই প্রতিজ্ঞা বা স্বীকৃতিতে থাকিত "আমি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে একতার পক্ষপাতী এবং শান্তিপ্রিয় ও অহিংস থাকিব, শৃঙ্খলা মানিব, স্বদেশী করিব, হিন্দু হইলে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিব, জেল হইলে পরিবারের সাহায্য দাবী করিব না, আর

যে-কোন দুঃখভোগ—কারা, প্রহার, এমনকি মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিতে দ্বিধা বোধ করিব না।"*

জানুয়ারী মাসেও বাঙ্গালার যুবকগণ দলে দলে জেলে আসিতে লাগিল, কল হইতে শ্রমিকরাও সাড়া দিতে দ্বিধা করে নাই। এবং মহিলারাও দোকানে দোকানে গমন করিয়া বিদেশী কাপড় কিনিতে নিষেধ করেন। বাঙ্গালার স্বেচ্ছাসেবকরা শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদারের নিকট বিশেষ উৎসাহ পান। পুলিশ এবার সভা হইলেই অর্ডিনান্সের বলে লাঠির সহায়তায় ভাঙ্গিয়া দেয়। ১৯শে জানুয়ারী তারিখে হেমনলিনী ঘোষ সভায় আহত হন, আর হেমপ্রভা মজুমদারের হাতেও বিষম চোট লাগে। জেলে এই কথা কর্ণগোচর হইলে দেশবন্ধু তাঁহার সম্বন্ধে বলিলেন, "She is the only man outside."

বাঙ্গালার মহিলারা দলে দলে জেলে যাইতে লাগিলেন; বাঙ্গালা দেশে হিংসার বিন্দুমাত্র চিহ্ন লক্ষিত হইল না।

২২শে জানুয়ারী ১৯২২ পুলিশ এক সভা ভাঙ্গিয়া প্রায় ৩০০ লোক গ্রেপ্তার করে। ২৭ তারিখে পাবনা জিলার সালঙ্গীর হাটে বিদেশী-লবণ-বর্জ্জন-প্রচারক কয়েকজনের উপর গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। দিল্লীতেও ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ১১০ জন গ্রেপ্তার হন।

আমেদাবাদ কংগ্রেসে মৌলানা হজরত্ মোহানী একটী প্রস্তাব উপস্থিত করেন, ইতিহাসের পক্ষ হইতে ইহার মূল্য খুব বেশী। প্রস্তাবটি তিনি বিষয়-নির্ব্বাচনী সভায় উপস্থিত করিয়া হারিয়া যান,

* 1. I like to be a member of the National Volunteer Corps.

2. I shall be non-violent in word and deed and also [illegible]tent and shall bring unity of all races.

I believe in Swadeshi.

I believe in removal of untouchability (for Hindus).

I shall carry out all regulations of the Corps and [illegible]tions of superiors.

I am prepared to suffer imprisonment, assault or

এবং পরে মূল অধিবেশনে উপস্থিত করেন। এবং তখন বন্দেমাতরম্ ও আল্লাহো আকবর ধ্বনিত হয়। প্রস্তাবটি এই—

"The object of the Indian National Congress is the attainment of Swaraj or complete Independence free from all foreign control, by people of India, by all legitimate and peaceful means."

তিনি বলেন আপনাদের এই প্রস্তাবে আপত্তির কারণ কি? গভর্ণমেণ্টকে বাস্তবিক কি দেশের লোক গ্রাহ্য করে? যখন দেশবন্ধু কারাবরণ করেন তিনি স্পষ্টস্বরে বলিয়াছিলেন তিনি এই গভর্ণমেণ্টকে মানেন না। পণ্ডিত নেহরুকে যখন আদালতে উপস্থিত করা হয়, তিনিও বলিয়াছিলেন তিনি গভর্ণমেণ্ট মানেন না। আলি ভাইদের যখন করাচিতে বিচার হয় তাঁহারাও বলিয়াছিলেন তাঁহারা গভর্ণমেণ্ট মানেন না। পক্ষান্তরে মৌলানা সৌকত আলি প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের পরে, 'স্বাধীন ভারত' ঘোষণা করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য হইবে। এখানে উপস্থিত থাকিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই এ বিষয়ে আসিয়া মত দিতেন। লোকমান্য তিলকও বলিয়াছিলেন "স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার, আর তাহা অর্জ্জন করিতেই হইবে।" Liberty is our birth-right and it is our duty to attain it.

কর্ণাটকের শ্রীভেঙ্কটরাম ও আজমীর মেরওয়ারার স্বামী কুমারানন্দ এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

মহাত্মাজী প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলেন—

"All I want to say is that the levity with which that proposition has been taken by some of you has grieved me. It has grieved me because it shows a lack of responsibility. As responsible men and women, we should remember what we did only an hour ago. An hour ago, we passed a resolution which actually contemplates the final settlement of the Khilafat and the Punjab wrongs and the transference

of power from the hands of the bureaucracy into the hands of the people by certain definite means. Are we going to rub the whole of that position from your mind by raising a false issue and by throwing a bomb-shell in the midst of the Indian atmosphere?

...............The creed is extensive, there was no limitation of one year. If takes in all, the weakest and the strongest and you will deny yourselves the privilege of clothing the weakest amongst yourselves with protection if you accept this limited creed of Moulana Hasrat Mohani which does not admit the weakest of your brethern. I therefore ask you in all confidence to reject this proposition."

এই ক্রীডে সকলেই কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারেন, কিন্তু মৌলানার প্রস্তাবে তাহা হয় না, ইহাই ছিল মহাত্মাজীর বক্তব্য।

মহাত্মাজীর প্রস্তাবই বিপুল আনন্দধ্বনির সহিত গৃহীত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

আমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনের পরে সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্যে মহাত্মাজী আরও উৎফুল্ল হইলেন। দ্বিগুণ উৎসাহে বর্দ্দোলী তালুকে সর্ব্বব্যাপক (mass) সত্যাগ্রহ চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৭ই জানুয়ারী বোম্বাই ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে একটি প্রস্তাব হয় যে যাঁহারা বর্দ্দোলী তালুকে উক্তরূপ সত্যাগ্রহের আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহাদের দেশহিতার্থ অহিংসামূলক প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করা হয়, আর এইরূপ সর্ব্বব্যাপী সত্যাগ্রহ উক্ত তালুকে চলিলেও, অন্যান্য প্রদেশে যে Criminal Law Amendment Act ও Seditious Meetings Act এর প্রতিবাদমূলক ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ চলিতেছে তাহাও পূর্ব্বের ন্যায় চলিবে। ইতিমধ্যে পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয় ১৫ জানুয়ারী বোম্বাই নগরীতে একটি সর্ব্বদল-সম্মিলন আহ্বান করিয়া,—একদিকে, মহাত্মাজী যেন সত্যাগ্রহ হইতে বিরত হন, এবং অন্যদিকে, গভর্ণমেণ্ট যেন চণ্ডনীতিমূলক আইনের প্রত্যাহার করেন এজন্য চেষ্টা করেন। উক্ত সম্মেলনের সভায় সভাপতি হন স্যার সঙ্করণ নায়ার, এবং মালবীয়, জা সি, জয়াকর, মিঃ জিন্না, স্যার হাসান ইমাম, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত হৃদয় নাথ কুঞ্জরু, যমুনা দাস দ্বারকা দাস প্রভৃতি আহূত হন। এই সভায় মহাত্মাজীও আহূত হন। তিনি আসিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন কিন্তু কোনরূপ প্রস্তাবাদিতে সংশ্লিষ্ট থাকেন না। তিনি বলেন "গভর্ণমেণ্ট শান্তিপূর্ণ অবস্থা আনিবার জন্য সমস্ত চণ্ডনীতিমূলক আইন ও আদেশ প্রত্যাহার করুন, সমস্ত বন্দীদিগকে মুক্তিদান করুন, স্বরাজ সম্বন্ধে পরিস্কার ভাবে বলুন আর পাঞ্জাব অনাচারের ও খিলাফতের প্রতি অবিচারের প্রতিবিধান করুন, দেশে শান্তি আসিবে"।

মহাত্মাজীর বক্তৃতায় স্যার শঙ্করণ বিরক্ত হইয়া চলিয়া যান।

তিনি বলেন গান্ধীজী গভর্ণমেণ্টকে অসম্ভব সর্ত্ত পালন করিতে বলিয়া উহার অমর্য্যাদা করিতেছেন। "Mr. Gandhi wanted to humiliate the Government by insisting on impossible conditions"

মহাত্মাজী সত্য বলিতে কোথাও কুণ্ঠিত নহেন, আর তিনি এই সমস্ত কথা পূর্ব্বে হইতেই বলিতেছেন। সুতরাং উক্ত ধীরপন্থী নেতাগণের সত্যোপাসক মহাত্মাজীকে উক্ত সম্মেলনে না আনিয়া তাঁহার সঙ্গে আমেদাবাদে অথবা অন্যত্র সাক্ষাৎ করিলেই উচিত কার্য্য হইত। যাহাহউক মহাত্মাজী বলেন, গভর্ণমেণ্টকে আমি সময় দিলাম,* ইহাব মধ্যে গভর্ণমেণ্ট তাহার কর্ত্তব্য করিলে আমার আর সত্যাগ্রহ করিবার প্রয়োজন হইবেনা। কিন্তু দুই সপ্তাহ মধ্যে গভর্ণমেণ্ট কোনরূপ সাড়া দেওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না। কোন কোন ব্যক্তি ও সংবাদপত্র রসালভাবে লিখিলেন "Lord Reading has chivalrously taken up the gauntlet thrown by Mr. M. K. Gandhi."

অতঃপরে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মহাত্মাজী লর্ড রিডিংকে একখানি চিঠিতে জানাইলেন তিনি বর্দ্দোলীতে ব্যাপক সত্যাগ্রহ করিবেন। কারণ চারিদিকে এমন বেপরোয়া ভাবে রুদ্রনীতি প্রকট হইয়াছে যে উহার প্রতিষেধক স্বরূপ সত্যাগ্রহ না করিয়া আর গত্যন্তর নাই। বর্দ্দোলীতে এবং দক্ষিণ ভারতের গুণ্টুরের শতাধিক গ্রামে সত্যাগ্রহের নির্দ্দেশ হইয়াছে। তবে গভর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে যদি চণ্ডনীতি পরিত্যাগ করেন, কেবল মারপিট প্রভৃতি অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত সকল বন্দীগণকে এবং ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের (১০৭—১১০) পর্য্যন্ত ধারায় দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে এখনই মুক্তি-প্রদান করা হয়, এবং জরিমানা সব প্রত্যর্পণ করা হয় তবে তিনি

---

*If you make necessary declaration within seven days I shall postpone Civil Disobedience. Otherwise aggressive Civil Disobedience will be taken up.

সত্যাগ্রহের পথ অনুসরণ করিবেন না। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট স্থানুর ন্যায় অচল অটল হইয়া রহিয়াছে। তাই সত্যাগ্রহ করিবার জন্য মহাত্মাজীর আয়োজন কোন ভাবে হ্রাস পাইল না। কিন্তু অচিরেই ভারত-গগন একেবারে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। এমন একটি অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হইল যে মহাত্মার ব্যাপক সত্যাগ্রহের সমস্ত সঙ্কল্প একেবারে অন্তর্হিত হইল।

গোরক্ষপুর জিলার চৌড়ীচৌড়া গ্রামে (সহর হইতে প্রায় ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী) ৪।৫ হাজার লোক কংগ্রেস কর্ম্মী ও সেবকগণ দ্বারা চালিত হইয়া পুলিসের কার্য্যে উত্তেজিত হইয়া থানার দিকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হয়। থানা হইতে আত্মরক্ষার জন্য কয়েকটি বন্দুক ছুঁড়া হয়, কিন্তু বারুদ ফুরাইয়া গেলে সমস্ত উন্মত্ত জনতা থানাটি আক্রমণ করে ও উহা পোড়াইয়া ফেলে এবং সেই গোলমালে থানার দারোগা, জমাদার ও কনষ্টেবলে ২১জন লোক নিহত হয়। এই নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হয় ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯২২) এবং মহাত্মাজী অবিলম্বে তাহার পুত্র দেবীদাস গান্ধীকে সমস্ত অবস্থা জানিতে পাঠাইয়া দেন। নান্‌কানা নৃশংসতার দ্বিতীয় সংস্করণ এই হত্যাকাণ্ডে মহাত্মাজীর সমস্ত আশা ভরসা চুরমার হইয়া গেল। একবৎসরের স্বরাজের আশা ফুৎকারে উড়িয়া গেল।

যাঁহারা সত্যাগ্রহের বিরোধী, তাঁহারা গান্ধীবাদ ব্যর্থ মনে করিলেন, কেহ কেহ মহাত্মাজীর উপরে অকারণে ক্রোধোন্মত্ত-ভাবস্ফুরিত বিষ উদ্গারণ করিতে লাগিলেন। "লীডার" মনে করিল যে মহাত্মাজী ভাইসরয়ের চিঠিতে একটু উষ্মা প্রকাশ করিয়া ভুল করিয়াছেন :—

"The endeavours of the Malaviya Conference to bring about an atmosphere of conciliation can not be greatly hampered by the letter which falls short of the lucidity and temperateness of Mahatma Gandhi. We understand that the Committee has communica-

ted to Mahatma Gandhi its strong disapproval of the step he has taken. So Mr. Gandhi has been taken to task by the Committee which is to bring about a Round Table Conference. The Mahatma may issue another manifesto to justify his action in the eyes of the committee and the public and make confusion worse confounded."

এদিকে পার্লামেণ্টের সভায় মণ্টেগু সাহেবও প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। Sir G. Hicks ক্রোধে বিবর্ণ হইয়া বলিতে দ্বিধা করিলেন না যে ভারতবর্ষে স্বেচ্ছাচার-মূলক শাসন ছাড়া আর কিছুই চলিতে পারেনা। 'India in fit only for autocracy'.

অবিলম্বে মহাত্মাজী বর্দ্দোলিতে ওয়ার্কিং কমিটি আহ্বান করিয়া (১১,১২ ফেব্রুয়ারী) চৌড়ীচৌড়ার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র ভর্ৎসনা করেন।

"The working committee deplores the inhuman conduct of the mob at Chourichura in having brutally murdered constables and wantonly burned the Police Thana and tenders its sympathy to the families of the bereaved."

মহাত্মাজী এই দুর্ঘটনার পরে পাঁচ দিন উপবাসী রহিয়াছিলেন এবং এই ব্যাপারে তাহার মনোকষ্টের পরিসীমা ছিল না। আরও হইল—ইতিপূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট রেভিনিউ ও অন্যান্য খাজনা বন্ধ করিবার জন্য বর্দ্দোলীতে চেষ্টা হইতেছিল, এবং গুন্টুর জিলারও প্রায় এক-শতটি গ্রামও প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে তাহা বন্ধ হইল। মহাত্মাজী বলিলেন "প্রথমে বাধা পাই বোম্বাইয়ের ঘটনায় ১৭ই নভেম্বর, দ্বিতীয় বারে মাদ্রাজে গুণ্ডামিতেও (১৩ জানুয়ারী) খুবই ব্যথা পাই। কিন্তু এবার চরম হইয়াছে। তিনি আইন-অমান্য আন্দোলন, কি ব্যক্তিগত কি ব্যাপক, একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শোভাযাত্রাও বন্ধ হইল।

সুতরাং ফলতঃ বড়লাট লর্ড রিডিংই জয়ী হইলেন। হিংসাত্মক কার্য্যে মহাত্মার নৈতিক পরাজয় হইল, ভীষ্মের ন্যায় তিনি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। একবৎসরের সংগ্রামে বারবার সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াও শেষকালে সেনাপতি পরাজয় স্বীকার করিলেন। গভর্ণমেণ্টের চণ্ডনীতির জয় হইল, উহার প্রতিষেধের আর কোন উপায় রহিলনা, মহাত্মার সব আশা ব্যর্থ হইল।

এবার গভর্ণমেণ্ট ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিবার অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। এবং শীঘ্রই লুকান কোন অস্ত্র শাণিত হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে ২৪ ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভা আহূত হইল। বাঙ্গালা হইতেও অনেক সভ্য উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা নিয়মের কঠোরতা একটু লঘু করিয়া বাঙ্গালায় সত্যাগ্রহ কবিতে নির্দ্দেশ চাহিলেন। কিন্তু মহাত্মা মঞ্জুর কবিলেন না। তাঁহার সত্যাগ্রহ বন্ধ করিবাব ও গঠনমূলক কার্য্যে মনোনিবেশ কবিবাব প্রস্তাবই মঞ্জুব হইল; সর্ব্বত্র অস্ত্র সংবরণের আদেশ হইল। সভায় খুবই প্রতিবাদ হয়, কিন্তু মহাত্মাজী অবিচলিত রহিলেন। সর্দ্দার বল্লভভাই মহাত্মাজীকে সমর্থন করেন। তখন বাঙ্গালাদেশ হইতে স্বেচ্ছাসেবকগণ দলে দলে জেল ভর্ত্তি করিতেছিল এবং মহিলারাও যে যোগদান করিলেন তাহাও পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রায় ২০০।২৫০ মহিলা গ্রেপ্তারের জন্য রওনা হইতে প্রায় জন পঞ্চাশকে ধরিয়া কিছুক্ষণ পরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আইনকে আর কেহ ভয় করেনা। দেশবন্ধুর বাড়ীর সন্মুখে একটি মাঠে একটি মহিলা সভায় হেমললিনী ঘোষ প্রস্তুত হইলেন। হেমপ্রভা মজুমদারও এক সভা পরিচালনা করিয়া আহত হন। কিন্তু কোথাও অহিংসার মাত্রা একটুও ক্ষুন্ন হয় নাই। কিন্তু তথাপি অধিনায়কের আদেশে বাঙ্গালার আন্দোলনও ভাঙ্গিয়া দিতে হইল। বিশেষতঃ স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর মধ্যেও যাহারা খদ্দর পরিধান এবং অন্যান্য সর্ত্ত পালন করিবেনা, বর্দ্দোলীর নির্দ্দেশে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিবার নির্দ্দেশ হয়।

"Committee provided that such civil disobedience shall not be permitted unless all the conditions laid down by the Congress or A. I. C. C against it are fulfilled."

ইহাতে বক্তিগত সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে নিষেধ না থাকিলেও একরকম নিষেধেরই সামিল হইল।

"The A. I. C. C having carefully considered the resolutions passed by Working Committee at Bardoli confirms the said resolutions with the modification mentioned herein and further resolves that individual civil disobedience, whether of a defensive or aggressive character, may be commenced in respect of particular places or particular laws at the instance of and upon permission being granted therefore by the respective Provincial authority."

বর্দ্দোলীর নির্দ্দেশে গঠনমূলক কয়েকটি কার্য্য বাখা হইল, সদস্য সংগ্রহ, চরকা ও খদ্দর প্রচলন, পিকেটিং না করিয়া জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন, অনুন্নত জাতিসমুহের সামাজিক, নৈতিক ও মানসিক উন্নতি সাধন, মিতাচার, সেবকসম্প্রদায় গঠন, পঞ্চায়েত ও সালিসী আদালত প্রতিষ্ঠা, সেবাদল গঠন, তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডের টাকা সংগ্রহ প্রভৃতিও গঠনমূলক কার্য্যে নিবদ্ধ রহিল।

চৌড়ী-চৌড়ার ব্যাপাব খুবই জঘন্য, নৃশংস ও পাশবিক এবং কংগ্রেস সংক্রান্ত আবালবৃদ্ধ বনিতা ইহাতে মর্ম্মাহত হয় ও উহার নিন্দা করে কিন্তু বর্দ্দোলী প্রস্তাবের দরুণ ভারতের সর্ব্বত্র সমস্ত কার্য্যাবলী বন্ধ হওয়ায় দেশব্যাপী যে পরিস্থিতি হইল তাহা বিশেষ ভাবিবার ও আলোচনার বিষয়।

বর্ত্তমান লেখক তখন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে, আর মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও তখন সেখানে ছিলেন। দেশবন্ধু তখনও প্রেসিডেন্সি জেলে; বিচার তখনও শেষ

* যুবরাজ মাদ্রাজ থাকাকালে সেখানেও দাঙ্গা হয়

হয় নাই। দুই একদিন পরেই তাঁহারাও সেন্ট্রাল জেলে আসিলেন। ইতিপূর্ব্বে সুভাষবাবুও এইখানে আসিয়াছিলেন। দেশবন্ধু বর্দ্দোলীর নির্দ্দেশে এত ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন যে, কয়েকদিন তাঁহার নিদ্রাই হয় নাই। তিনি তখনই বলিয়া ফেলিলেন,

"নিজেত ব্যাপক সত্যাগ্রহ করিবেন করিবেন বলিয়া করিলেন না, অথচ আমাদের এখানে যে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ খুবই সুষ্ঠু ও শান্তভাবে পরিচালিত লইতেছিল, তাহাও এক কলমে সব ঘুবাইয়া দিলেন। এরূপ শুভ অবস্থা শীঘ্র আর পাওয়া যাইবে না, সব নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মাজী কার্য্যক্ষেত্রে আগে বেশ চালান, শেষে গিয়া bungle করিয়া ফেলেন। তিনি যেমন প্রকৃতই মহাত্মা, আরও ভুলও করেন অপ্রমেয়। He is a true Mahatma but a great real bungler."

প্রথম দিনেই 'bungle' কথাটির ব্যবহাব লেখকের শ্রুতিগোচর হয়।

মৌলানা আজাদও বলিলেন, "চৌড়ীচৌড়া কোথায় আর বর্দ্দোলী কোথায়! এক-জায়গায় নৃশংস ব্যবহার ঘটিয়াছে বলিয়া অন্যত্র ঘটিবে কেন? আর ভারতবর্ষের ন্যায় বিবাট দেশে এরূপ ঘটনা হওয়াও তো বিচিত্র নয়! এবারকার প্রস্তাবটি মোটেই সুসঙ্গত হয় নাই।" পণ্ডিত মতিলাল এবং লালা লাজপত রায়ও লিখিলেন, 'চৌড়ীচৌড়া, গোরক্ষপুর অন্যায় করেছে বলে সমস্ত দেশকে সাজা দেওয়া হয়েছে। কুমারিকা অন্তরীপের লোকের দুর্ব্ব্যবহারের জন্য হিমাচল প্রদেশের লোকদের শাস্তি দেওয়া কি উচিত?"

অতঃপরে দিন ঘনাইয়া আসিল। ১০ই মার্চ্চ (১৯২২) আমেদাবাদে মহাত্মাজীকে ইয়ং ইণ্ডিয়ায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিবার জন্য রাজদ্রোহ অপরাধে ধরা হইল। হুকুম হইল বোম্বে গভর্ণমেণ্টের, কিন্তু তাহা ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের সম্মতি লইয়াই করা হয় (Consent of Govt. of India)। ১৮ মার্চ্চ বিচার শেষ হয়। বিচারক ছিলেন জিলার জজ মিঃ Broonfield. তিনি মহাত্মাজীকে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়াছিলেন।

মহাত্মার বিচারের কথায় যীশুখ্রীষ্টের বিচারের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। সেইরূপই নির্ব্বিকার ভাব, অপূর্ব্ব তেজস্বিতা, অসাধারণ নৈতিক বল। যীশুখৃষ্ট যেমন বিচারকের অভিযোগের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন 'Thou Sayest,' এখানেও হইল—

"I am charged with disaffection and I consider it a privilege to be charged under it.

I hold it to be a virtue to be disaffected towards a Government which in its totality has done more harm to India than any previous system. And it has been a special privilege for me to be able to write what I have in the various articles tendered in evidence against me. ...I am here to inyite and submit cheerfully to the highest penalty that can be inflicted upon me for what in law is a deliberate crime and what appears to me to be the highest duty of a citizen."

জজ সাহেব ছয় বৎসরের বিনাশ্রমে কারাভোগের আদেশ দিয়া (প্রত্যেক প্রবন্ধের জন্য দুইবৎসর) চলিয়া গেলে সকলে মহাত্মাজীর নিকটে আসিয়া তাঁহার পাদস্পর্শ করিতে আরম্ভ করেন। সকলের চোখেই জল, সকলেরই দীর্ঘ নিশ্বাস, কিন্তু হাসিমুখে, নির্ব্বিকার ভাবে, বীতরাগ-ভয়ক্রোধ মহাত্মাজী সকলের বিমর্ষতা ভেদ করিয়া সবরমতীর জেলে নীত হইলেন। ১৯২১ এর স্বরাজ বৎসরের যবনিকা পাত হইল। দেশ একেবারে বিষাদ, অবসাদ ও নিষ্ক্রিয়তায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। বাহিরে আর পরিচালকদের মধ্যে কেহই রহিলেন না।

১৯২২, ১৮ মার্চ্চ তারিখের বিচারে গান্ধীজীর যে ছয় বৎসরের জেল হয়, ইতিহাসের দিক দিয়া কিন্তু এই বিচারের মূল্য খুবই

---

* Young Indiaতে লিখিত প্রবন্ধ তিনটি এই—

1. Tampering with loyalty.
2. The puzzle and its solution.
3. Shaking the manes.

বেশী। গান্ধীজীর সত্যপ্রিয়তা, তিতিক্ষা, সাহস ও জ্বলন্ত দেশ-ভক্তি, বিচারের মধ্যেও যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বরাবর চিত্তরঞ্জনকে অভিভূত করে; চিন্তা করিলেও তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেন না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজীর জন্মদিনে কলিকাতায় একটী সভা হইয়াছিল; দেশবন্ধু মহাত্মা গান্ধীর এই বিচারের সঙ্গে যীশু খৃষ্টের বিচার তুলনা করিয়া উভয়ের চরিত্রের মাহাত্ম্য জাজ্বল্যভাবে দেখাইয়া-ছিলেন।

ব্যক্তিগতভাবে মহাত্মাজী সর্ব্বত্র পূজা পাইলেন বটে, কিন্তু দেশ ভয়ানক অবসাদে আচ্ছন্ন হইল। গঠনমূলক কার্য্যে কাহারও মনো-নিবেশ হইল না। একবৎসরে স্বরাজের সব আশা বিলুপ্ত হওয়ায় কর্ম্মীরা বিষাদে নিমগ্ন হইল, এদিকে স্কুল কলেজ, আদালত আইন পরিষদ সবই অপ্রতিহত ভাবে চলিতে লাগিল। ১৯২১ সালের মহাকার্য্য স্মরণমাত্রে পর্য্যবসিত হইল।

যাহা হউক, এই যে অবসাদ দূর করিয়া আবার দেশবাসীকে কর্ম্মে উদ্দীপিত করা—এই মহাকার্য্য কে সাধন করিবেন? কে আবার সমুদ্রমন্থনের বিষ পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইবেন? কে আবার ভারতের আদর্শ রাজনৈতিক ঋষিরূপে নিন্দাবাদ, সঙ্কোচ, লোকভয় পরিত্যাগ করিয়া সমরে অভিযান করিবেন? কংগ্রেসের রাজনৈতিক ইতিহাস যে কর্ম্মপ্রবাহে এই জড়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া আবার সোজা-পথে চলিতে আরম্ভ করে, বর্দ্দোলী ও দিল্লীর প্রস্তাবের পরে কংগ্রেসের পরবর্ত্তী ইতিহাস সেই কর্ম্মপদ্ধতিরই ইতিহাস।

অতঃপর দেশবন্ধু যে ৫।৬ মাস জেলে অবস্থান করেন, কি উপায়ে অসহযোগ-নীতি পরিত্যাগ না করিয়াও কাউন্সিল প্রোগ্রাম কার্য্যকরী করা যায়—এই ভাবনা এবং আলোচনায় অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইত। আর এই কার্য্য কংগ্রেসের মধ্য দিয়া যে করিতে হইবে, এ কথা তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই। মনে করিতেন না, যে কংগ্রেস শেষাশেষি তাঁহার মতে অনুবর্ত্তী হইবে না। এপ্রিল মাসে যে চট্টগ্রাম প্রাদেশিক সম্মেলন হয় তাহাতে কংগ্রেস-নীতি আবশ্যক

হইলে পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত, এ কথাও সভানেত্রী তাঁহার সহধর্ম্মিণী বাসন্তী দেবীর মুখ দিয়া দেশবাসীকে শুনাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পরেই তাঁহাকে যে জটিল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা ভীষণ, অতীব বিপদ-সঙ্কুল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতঃপর কাউন্সিল হাতে করিয়াই মধ্য দিয়া (কখনও ছাড়িয়া কখনও রাখিয়া) ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে কাজ করিতে হইতেছে। কিন্তু তখন যে কিরূপ বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মধ্য দিয়া তাঁহাকে যাইতে হইয়াছিল সে কাহিনী বড়ই বিস্ময়কর।

দেশবন্ধুর জীবনই ঘোর সংঘর্ষময়; কত ঝঞ্ঝা, বিবাদ, তিরস্কার তাঁহার উপর কত সময় বর্ষিত হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বদাই তিনি অটল রহিয়াছেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ন্যায় তিনিও কখনও নিরুৎসাহ হইতেন না, কোন জিনিষ অসাধ্য বা অসম্ভব, তাহাও মনে করিতেন না। নেপোলিয়ন যেমন বিঘ্নরূপী আল্পস্ পর্ব্বত সম্মুখে দেখিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন—"There shall be no Alps," দেশবন্ধুও অদম্য শক্তিবলে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সর্ব্বকার্য্যে জয়পতাকা উড্ডায়মান করেন। এই কাউন্সিল ব্যাপারেই কতলোকে বলিয়াছেন—"এ অসম্ভব ব্যাপার, ইহাতে আপনার পণ্ডশ্রম হবে, আপনি পারবেন না।" দেশবন্ধু উত্তর দিতেন "অসম্ভব? তা হতেই পারে না। দেখ, আমার স্বভাবই এই যে, অসম্ভবের দিকেই তা' ছুটে যেতে চায়। আমি বরাবর Impossibility চেষ্টা ক'রে আসছি, যতদিন বাঁচব, করব। পরাজয়ও যদি হয় তবু প্রাণে আনন্দ আসবে।"

এই সময়ে সবই যেন অন্ধকার। কর্ম্মীর অভাব অর্থের অভাব দুইই প্রবল হইয়াছিল। তাঁহার নিজের টাকা তো সবই ফুরাইয়া গিয়াছিল, আবার জেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্তা অর্পণা দেবী, মিঃ নিশীথ সেনের সাহায্যে যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাও শেষ হইয়া আসিয়াছিল। এদিকে কংগ্রেসের বাড়ীভাড়া প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা বাকী। গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যায়তনের ব্যয়ভার,

কর্ম্মীদের খরচ, লাঞ্ছিত নায়কগণের সংসার-খরচ, সমস্তই তাঁহার স্কন্ধে—কেবল স্কন্ধে নয়, তাঁহাকেই সব দিতে হইয়াছিল। একে শরীর অসুস্থ, তাহার উপর চতুর্দ্দিক হইতেই নিন্দা, তিরস্কার আর নির্য্যাতন। সংবাদ পত্র সমস্তই তাঁহার বিরুদ্ধে। কোন কোন কাগজ ব্যক্তিগত আক্রমণ করিতেও ক্রুটি করে নাই। কোথাও বা মিথ্যা কথা প্রচারই প্রধান উদ্দেশ্য হইল। সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে। সভা-সমিতিতে অবিরত প্রতিবাদ চলিতে লাগিল,—পাষণ্ড প্যামব, বিদ্রোহী আখ্যা বর্ষিত হইতে লাগিল, স্বার্থের আশায় যাহারা তাঁহার বাড়ী ছাড়িত না তাহারাই শত্রু হইয়া দাঁড়াইল, নানারূপ ধিক্কার মিথ্যা প্রচার করিতে লাগিল। যে বাড়ীতে লোক-সমাগমের জন্য কাজ করা প্রায় অসম্ভব ছিল, তাহা প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িল। কেহ বলিল "দেশশত্রু", কেহ ভয় দেখাইল গুলি কবিয়া মাবিবে, কেহ মন্ত্রিপদপ্রার্থী বলিয়া অপবাদ রটাইল। এমনি একদিন গিয়াছে। দেশবন্ধু কিন্তু তখন সহস্র ঝঞ্ঝা, শত বজ্রাঘাতেও মেরুর ন্যায় অটল অচল। সকলকে বলিতেন, "কোন চিন্তা করো না, আমাদেবই জয় হবে"।

বস্তুতই দেশবন্ধুর পরাজয় হয় নাই। আর জীবনে যত কিছু অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে, তার মধ্যে এই স্বরাজ্য দল সংগঠন ও উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও জটিল ব্যাপার। এই ব্যাপারে ভীষণ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কেবল তিনি জয়ীই হন নাই, তাঁহার বিজয়াভিযান আজও ভাবতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। নবভারতও তাঁহার নীতি অপেক্ষা একটু দূরে অগ্রসর হইতে পারে নাই। অসম্ভবকে সম্ভব করিতে তাঁহাব বিরাট সাধনার পরিচয় পাঠকের আনুপূর্ব্বিক গোচরীভূত হওয়া কর্ত্তব্য।

এই সময়কার অবস্থাই ছিল এরূপ যে, সমগ্র দেশ তখন মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে ভরপূর। যেহেতু মহাত্মাজী কাউন্সিল বর্জ্জনের ঘোরতর পক্ষপাতী, তাই তাঁহার নাম করা মাত্রেই সমগ্র দেশে ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইত। কোন সভায় মহাত্মাজীর জয়ধ্বনি মাত্রেই, সকলেই কলরব করিয়া উঠিত। ভাবপ্রাবল্যে সমস্ত বিরুদ্ধ

মত বা যুক্তিই ধূলিসাৎ হইয়া যাইত। বিশেষতঃ বাহিরের মহাত্মাজী অপেক্ষা জেলের ভিতরের মহাত্মাজী আরও দুর্দ্ধর্ষ, অপরাজেয়। বাহিরে তিনি কথা শুনিতেন, যুক্তিতর্ক করিতেন; আবশ্যক হইলে মত পরিবর্ত্তনও করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি জেলের ভিতরে থাকায়, কাউন্সিল-প্রবেশ মহাত্মাজীর মতবিরুদ্ধ বলিয়া ব্রহ্মার ভাই বিষ্ণুও তাঁহার শিষ্যদের মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিত না। তাঁহারা মনে করিতেন, গান্ধীজী রাজনীতিকে ধর্ম্মের পর্য্যায়ে উত্থিত করিয়াছেন, তিনি যখন ইহার বিরোধী, তখন তাঁহার মতবিরোধীয় অপর কর্ম্মপন্থা অধর্ম্মমূলক। অথচ দেশের লোকের মধ্যে এমন জড়তা আসিয়াছিল, আর নড়িবার চড়িবারও সম্ভাবনা রহিল না। সত্যাগ্রহের কথা তো দূরের কথা, স্বরাজ্যের কথাও যেন আকাশ-কুসুম হইয়া উঠিল। পক্ষান্তরে নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটির মনোনীত সত্যাগ্রহ-কমিটী সমস্ত স্থান ঘুরিয়া দেশের অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিয়াছে সেই রিপোর্টেও বুঝা যায়—

"দেশব্যাপক সত্যাগ্রহের জন্য দেশ মোটেই তৈরী নয়। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ স্থানে স্থানে হইতে পারে—যদি পূর্ব্ব সর্ত্ত রক্ষা করা যায়।"

কার্য্যকরী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের অবস্থাও দেশে মোটেই পরিলক্ষিত হইল না। ইতিমধ্যে দেশবন্ধু ৭ই নভেম্বর ১৯১২ মহারাষ্ট্র নায়কদিগের নিকটে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করেন—

"লড়াইএর নিয়মই এই যে, অবস্থানুসারে কর্ম্মপন্থা পরিবর্ত্তিত করা আবশ্যকীয় হয়। নির্ব্বাচনের জন্য ভোট না দেওয়ায় যে কাজ হয় তাহা খুবই সামান্য, কারণ, কাউন্সিলের কাজ অব্যাহত ভাবেই চলিতেছে, তাতে আর বর্জ্জনের কি হইল? প্রকৃত বর্জ্জন করা হইবে—যদি উহার ভিতরে গিয়া উহা ধ্বংস করা যায়। এ কথা সকলে বোঝে না যে, আমরা ওখানে বুরোক্রেসীর সহায়তা করিতে

যাই না, আমরা দেখাইতে চাই সমগ্র দেশবাসী তোমার নীতির প্রতিবাদ করিতেছে। সরকার উপর্য্যুপরি না শুনিলে তখন যে অবস্থার উদ্ভব হয় তাহাতে সত্যাগ্রহ সম্ভব, কিন্তু বর্ত্তমানের জড়তার অবস্থায় নয়। আর বরাবর দেখিয়াছি, কোন অনাচার হইলেই সরকার বলেন, 'তোমাদের দেশের প্রতিনিধিদের মতানুসারেই হইয়াছে।' এই অসার মেম্বাররা জনসাধারণের প্রতিনিধি নয়, অথচ ইহাদের দোহাই দিয়া সরকার বাহাদুর সবই করেন; তাই এই মুখোস খুলিয়া ফেলা প্রয়োজন—

"Reformed Councils are really a mask which the Bureaucracy has put on. I conceive it to be our clear duty to tear these masks off its face. To end these Councils will be the effective boycott. It is possible to achieve this, if we get majority. If we stand for elections in the beginning of 19 3, the results will show that we have proceeded upon facts and not assumptions. I am sure of majority for men of our views."

অতঃপর দেশবন্ধুর বাড়ীতেই ওয়ার্কিং কমিটি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটীর অধিবেশন হয়। ইতিমধ্যে উপরোক্ত সিভিল-ডিসওবিডিয়েন্স-কমিটীর তিনজন সভ্য, হাকিম আজমল খাঁ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও ভি, জে, প্যাটেল, কাউন্সিল-প্রবেশের স্বপক্ষে মত দেন। তাঁহাদের নীতি হয় এই যে—

"Non-co-operators, if returned in majority, should oppose every measure of the Government including the budget and only move resolutions for the redress of the aforesaid wrong and immediate attainment of Swaraj,"

কিন্তু ডাক্তার এম, এ, আনসারী, শ্রী রাজাগোপালাচারী ও মিঃ কস্তুরীরঙ্গ্ আয়েঙ্গার এই তিনজন সভ্য বিপক্ষে মত দেন।

১৮ই নভেম্বর তারিখে ওয়ার্কিং কমিটীতে প্রস্তাব হয়, খিলাফৎ ও

পঞ্চনদের অনাচারের প্রতিবিধানকল্পে এবং শীঘ্রই যাহাতে স্বরাজলাভ হয় এই প্রশ্নের (issue) উপরে নির্ব্বাচনক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে।

অতঃপর ২০শে নভেম্বর হইতে দেশবন্ধুর বাড়ীতেই (প্রথম দিন ভারতসভাগৃহে) কমিটির অধিবেশন হয়। দুই পক্ষেই খুব বাদানুবাদ চলে। একদিকে রাজাগোপালাচারী, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, গঙ্গাধর দেশপাণ্ডে, আব্বাস্ তায়েবজী, রাজেন্দ্র-প্রসাদ, শ্রীশঙ্করাচার্য্য, পট্টভি সীতারামীয়া, লালা দুনীচাঁদ (লাহোর); অপর দিকে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, হাকিম সাহেব, বিঠলভাই প্যাটেল, মিঃ সেরওয়ানী, জয়াকর, কেলকার, অভয়ঙ্কর, ডাক্তার আলম, ডাঃ মুঞ্জে, শ্রীঅনুগ্রহনারায়ণ, লালা দুনীচাঁদ (আম্বালা), শ্রীমতী লজ্জাবতী, মিঃ ষ্টোক্স প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। বাদানুবাদের পরে স্থির হয় (২৪ নভেম্বর) যাহা কিছু হইবার গয়াতেই হইবে।

'Resolved that further considerations of the question whether Congressmen should contest next elections be adjourned and the same be taken up at the Gaya Congress.'

যতদূর মনে হয়, পরিবর্ত্তনকামী দলের লোক যখন বলেন, "সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিব"—ডাঃ পট্টভি সীতারামীয়া বলেন, "Unity is good, but honesty is better." ডাক্তারজী বার বার উঠিয়া বলিতে চাহিলে দেশবন্ধু একটু বিরক্তই হন, পরে "will you sit down ?" বলিয়া বসাইয়া দিতে বাধ্য হন। রাজাগোপালাচারীজী অন্য দলের নেতা, তিনি কিছুতেই কাউন্সিল-প্রবেশনীতি গ্রহণ করিতে রাজী হন না।

এই অধিবেশনের সময়েই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীতে দেশবন্ধুর প্রধান সহকারী বি,এন, শাসমল সম্পাদকের পদে পরিবর্ত্তন-বিরোধী ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের নিকট হারিয়া যান। এমন কি, যাঁহার প্রভাবে এক বৎসর পূর্ব্বে অহিংস সংগ্রামে সমগ্র বাঙ্গালায় অসম্ভব উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়, সেই বাসন্তী দেবীও ডেলীগেট নির্ব্বাচিত

হইতে পাবিলেন না। দেশবন্ধু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেও পদত্যাগ কবেন।

তখনকাব অবস্থা বলিতেছি—সব্বত্র দেশবন্ধুব নিন্দা,—তিনি সহযোগিতা কবিযা সুবেন্দ্রনাথেব মন্ত্রিত্ব .ইবেন। তদুপবি অর্থ নাই, বন্ধু নাই, চাবিদিকে শত্রু। তিলক স্ববাজ্য ফণ্ডেব অর্থ নিঃশেষিত। এদিকে কংগ্রেসেব বাডীভাড়া প্রায ৩০ হাজাব টাকা বাকী, গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যাযতনেব ব্যয়ভাব, কর্ম্মীদেব খবচ, লাঞ্ছিত নায়কগণের সংসাবখবচ—সবই তাঁহাব স্কন্ধে।

এই অবস্থায়ই তিনি গযায বওনা হন।

গয়াব অধিবেশন (১৯২২) হয সহব হইতে প্রায় তিনমাইল দক্ষিণ দিকে বুদ্ধগযাব বাস্তায একটি প্রকাণ্ড ময়দানে। বৃহদাকাব প্যাণ্ডেল বাঁধা হয ও ডেলিগেটদেব থাকিবাব অসংখ্য চালা করা হয়। দেশবন্ধুই সভাপতিব আসন গ্রহণ কবেন। অভ্যর্থনা-সমিতিব সভাপতি হন বাবু ব্রিজ কিশোব প্রসাদ।

কাউন্সিল সম্বন্ধে, ডেলিগেটদেব আবাসে আবাসে, বাস্তাঘাটে, এখানেও খুব জোব আলোচনা হয। অতঃপবে মতিলালজী উত্থাপিত ওয়ার্কিং কমিটিব এবং বিষয়-নিব্বাচনী সভাব প্রস্তাবে কাউন্সিলে প্রতিনিধি প্রবেশ সম্বন্ধে ৩১ ডিসেম্বব (১৯২২) প্রকাশ্য অধিবেশনে ৮৯০জন প্রতিনিধি ভোট দেন প্রস্তাবেব স্বপক্ষে আর বিপক্ষে নো-চেঞ্জাববা দেন ১৭৪৮ জন। যখন আলোচনা শেষ হয় দেশবন্ধু সভাপতিব আসন হইতে প্রতিনিধি ও দর্শকগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"যদিও অধিকাংশ সভ্যেব সহিত আজ আমার মতানৈক্য ঘটিয়াছে কিন্তু আমি আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে অধিকাংশকেই আমার মতাবলম্বী দেখিতে পাইব।" বাহিরেও সকলকে বলেন, এক বৎসরেব মধ্যেই আমি কংগ্রেসকে আমার মতানুবর্ত্তী করিব। আর আমার ধ্রুব বিশ্বাস, এক বৎসরের মধ্যেই আমি সমগ্র দেশকেই আমার মতানুবর্ত্তী করিতে পারিব। অতঃপরে

টিকারীর মহারাজার বাড়ীতে ১৯২৩-এর প্রথম তারিখে স্বরাজ্যদল গঠিত হয়, সভাপতি হন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

জেনারেল সেক্রেটারী হন মতিলাল নেহেরু। একবৎসর কেন, কিরূপে ৮।৯ মাস মধ্যেই কর্ম্মতৎপরতা ও নৈতিক বলে সমস্ত কংগ্রেসকেই স্বরাজ্যদলে ঘুরাইয়া নিজের মতাবলম্বী করিতে বাধ্য করেন সে কাহিনী বড়ই বিস্ময়কর। এইখানে তৎকালীন ওয়ার্কিং কমিটির ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবগুলি অনুধাবন করিলেই স্বরাজ্যদলের সঙ্ঘশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

গয়া কংগ্রেসে ত্রিবিধ বয়কট (কাউন্সিল, স্কুল, আইনব্যবসা) পূর্ব্ববৎ বলবৎ রাখা হয় আর এদিকে যেমন কাউন্সিলে প্রবেশ অথবা কাহারও ভোটপ্রদান সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়, আবার সত্যাগ্রহ যাহাতে শীঘ্রই অবলম্বন করা হয়, তজ্জন্য প্রস্তুত হইতেও দেশকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। দেশবন্ধু পদত্যাগের পরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এই বিষয়ে বিবেচনা করিবেন বলিয়া স্থির করেন।

গয়া কংগ্রেসের পরে স্বরাজ্যদলের প্রচার কার্য্য আরম্ভ হইল, এবং উহা কতকদূর অগ্রসরও হইল। ইতিমধ্যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াই উভয় দলের মিলনের জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠেন। মৌলানা আজাদ, দেশবন্ধু দাশ, শ্রীসত্যমূর্ত্তি, শ্রীরঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার প্রভৃতির সহিত আলাপ করিয়া স্বরাজ্যদলকে ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করেন। এবং ইহাও ঠিক হয় যে, যদি পরিবর্ত্তন-বিরোধী দল ঐ তারিখ মধ্যে আইন-অমান্য ব্যাপারে তৈয়ারী না হয়, তবে Special Session ডাকিয়া সেই বিশেষ অধিবেশনের সিদ্ধান্তানুযায়ী কাজ হইবে। আর ইহাতে স্থির হয় যে ইতিমধ্যে কাউন্সিল প্রবেশের স্বপক্ষে বা বিরুদ্ধে কেহ কিছু প্রচার করিতে পারিবে না। ২৯শে জানুয়ারী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বোম্বাইতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাশ করেন—

"মৌলানা আজাদ যে সর্ত্তে সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা তিনি দেশবন্ধুর কাছে উপস্থিত করিতে পারেন। সেই অনুসারে তিনি দেশবন্ধুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালান এবং ইহাও ঠিক হয় যে, দুইমাস মধ্যে যদি সত্যাগ্রহ করা স্থির হয়, দুইদলই করিবে, আর যদি উহা সম্ভব না হয়, কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকিতে হইবে। উহার একমাস পূর্ব্বে দুইদলই স্ব স্ব মত প্রচার করিতে পারিবে আর কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত উভয় দলকে মানিয়া লইতে হইবে।" চিত্তরঞ্জনও একখানি পত্রে মৌলানা সাহেবকে তাঁহার সম্মতি জানাইয়া দেন। এতদনুসারে ২৭শে ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদে যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা হয়, তাহাতে সকলেব মতানুসাবে দেশবন্ধুই সভাপতির আসন গ্রহণ কবেন। এবং স্থির হয়—

Resolved that the following terms of compromise be confirmed and given effect to—

1. Suspension of Council Propaganda on both sides till 30 April next.

2. Remaining items of respective programmes may be worked meantime.

2. Minority Party will co-operate with majority Party in constructive programme.

ইহাতে স্বরাজ্য দলের এটুকু মাত্র লাভ হইল যে, নো-চেঞ্জ দল কোনরূপ বিরোধীয় আন্দোলন করিতে পারিবে না। তবে একটু সময় চলিয়া গেল, কারণ ১৯২৩ এর নভেম্বর মাসেই নির্ব্বাচন হইবার কথা। এই সময় মধ্যে স্বরাজ্য দল শৃঙ্খলানুযায়ী কোনরূপ বক্তৃতায় কাউন্সিলের বিন্দুমাত্র উল্লেখ করে নাই, কেবল গঠনমূলক কার্য্যের প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছে।

তবে এই দুই মাসের মধ্যে আইন অমান্যের কোন লক্ষণ পাওয়া গেল না। এদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বহুস্থানে হইতে লাগিল এবং দেশবন্ধু দাশ, হাকিম আজমল খাঁ, মৌলানা আজাদ

ও ডাক্তার আনসারীকে অনেক সময় পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশের অনেক স্থানে যাইয়া সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব থামাইতে চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। এই নূতন অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায়—২৫শে মে আবার বোম্বাই নগরীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটির আর একটি সভা হয়। তাহাতেও দেশবন্ধুই সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি মনোনীত হন। তাহাতে স্থির হয়—

কংগ্রেসের দুই দল হওয়ায়, কংগ্রেসের প্রভাব কমিয়া যাইতেছে। আবার অনেক কংগ্রেস-সেবকও কাউন্সিল প্রবেশের পক্ষপাতী। সুতরাং কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে যাহাতে ঐক্যবন্ধন হয়, তজ্জন্য ভোটারদিগকে কাউন্সিল নির্ব্বাচনের সময়ে ভোট দিতে নিরপেক্ষ থাকিতে বলা হইবে না। অর্থাৎ ভোট প্রদান বিষয়ে তাহাদের ভোট দেওয়ার অধিকার থাকিতে পারে।

"Congressmen should close up their ranks and present a united front and it (the Congress) therefore directs that no propaganda be carried on amongst voters in furtherance of the Gaya Congress resolution."

ইহাতে পক্ষান্তরে স্বরাজ্য দলের একমাত্র জয়লাভই সূচিত হইল। কারণ গয়া কংগ্রেস প্রস্তাববিষয় প্রচার না করিলে কাউন্সিলে যাইতে দিতে বাধা থাকে না। ইহাতে একরকম স্বরাজ্য-দলের জয়ই হয়, তবে স্বরাজ্যদলকে স্পষ্টতঃ কাউন্সিলে যাইতে দেওয়া হইল না এই মাত্র। প্রস্তাব উত্থাপন করেন শ্রীপুরুষোত্তম-দাস ট্যাণ্ডন ও সমর্থন করেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। এই প্রস্তাব পাশ হওয়ামাত্রই রাজাগোপালাচারী, বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, ব্রোজ কিশোর প্রসাদ, গঙ্গাধর দেশপাণ্ডে ও যমুনালাল বাজাজ পদত্যাগ করেন। প্রেসিডেন্ট তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে বলেন, আর পণ্ডিত জওহরলাল তাঁহাদের উপর আস্থাজ্ঞাপক এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া পদত্যাগপত্র উঠাইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহারা রাজী না হওয়ায় সভাপতি মহাশয়ও তাঁহার নিজের পদত্যাগপত্র মঞ্জুর করিতে বলেন।

তাঁহার মত ছিল যে, কংগ্রেসের প্রোগ্রাম বিশ্বাস করিয়াও যাঁরা আপোষের পক্ষপাতী তাঁহাদের লইয়াই ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হওয়া উচিত। সুতরাং তাঁহার ইহাতে থাকা উচিত নয়। অতঃপরে নিম্নলিখিতরূপে ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়—

১। ডাঃ আনসারী—চেয়ারম্যান ২। শ্রীসরোজিনী নাইডু ৩। টি, প্রকাশম্—সেক্রেটারী ৪। সর্দ্দার তেজসিং সমুদ্রী ৫। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ৬। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু--কার্য্যকরী সম্পাদক ৭। পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন ৮। সৈয়দ মামুদ—সেক্রেটারী ৯। বীরুমল বেগরাজ ১০। কে সান্থনম্ ১১। ভেলজী নাপ্সু ১২। ওমর শোভানী ১৩। অনুগ্রহ নারায়ণ সিং ১৪। ডাঃ বরদারাজলু নাইডু ১৫। খাজা আবদুল মজিদ সাহেব।

এই সময়ে নাগপুরে জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে সত্যাগ্রহ হইতেছিল। তখন ১৪৪ ধারা বলবৎ ছিল। গভর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া যাওয়ায় দলে দলে লোক ধৃত হয়। স্বেচ্ছাসেবকদের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া এবং ভারতের যে কোন স্থান হইতে স্বেচ্ছাসেবককে যোগদানের আহ্বান করিয়া প্রস্তাব পাশ হয়। এই সময় দেশবন্ধু সমগ্র মাদ্রাজ প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া উহাকে স্বরাজ্য-দলের মতানুবর্ত্তী করেন। তিনি বলেন, "আপনারা Councilএ আসুন, নতুবা আমলাতন্ত্রের অনুবর্ত্তী সব লোক গিয়া Council পূর্ণ করিবে, আইন-কানুন পাশ হইবে ও দেশবাসীর মধ্যে প্রতিরোধের কোন শক্তিবৃদ্ধি হইবে না।"

"Capture the seats in the Councils and preserve and persist in the field of Non-co-operation which you intend to do. Only you are doing it half as much as I wish you to do it. You talk of Civil disobedience. Let me remind you again of what I mean by "direct action." The sanction of direct action is violent rebellion. We people donot intend violence, but Civil Disobedience. We believe in non-

violent non-co operation. I know it, possibly more clearly than many of you know that I intend direct action : and in the result of it. there will be a great massing of forces generated inside the Council, spreading out from the Council to the whole Council, and forces from outside the country penetrationg into the Council-chamber and the Assembly Hall. If the Government ventures to disregard the united will of the people, they will have sixty lacs of voters to deal with. Who are these voters ? These voters are the tax-payers. If you want to have Civil Disobedience, start the battle now.

"If the government is foolish enough not to yield to the demands of the united people, you resign or absent yourselves from the Councils : let the courts be deprived of lawyers and litigants and the schools and colleges of students. Appeal to the sixty lacs of voters to stop paying taxes to the Government. Then only you can have Civil Disobedience. Now it is merely a phrase. A wordy fight. The Government do not mind because they find that behind your words there is no determination to carry the struggle through, and they find that you have left them at ease in their Councils : I do not want you to let them at ease anywhere outside the councils or inside them. Fight the good fight and fight it to a finish. Abuses ! I can stand a lot of them. My shoulders are broad enough to bear them. But fight the good fight and to the finish. Do not let the Bureaucracy remain at ease. Let them forge weapon after weapon. But fight the Bureaucracy from everywhere, from every nook and corner of your national life.

"And when it comes to the question of Civil Disobedience, if it ever comes at all—because I know of no Bureaucracy which does not yield when it finds an array of forces against it,—and if Civil Disobedience ever comes, you will find me at the head of it."

এই ভাবই দেশবন্ধু নানা রূপ ও রসে প্রচার করিয়া মদ্র-দেশবাসীদিগকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলেন। নানাস্থানে নানারূপ প্রশ্নেরও উত্তর দেন, তাহাতেও তাঁহার রাজনৈতিক তত্ত্ব বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে—

প্রঃ—বোম্বাইতে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী যে প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, কাউন্সিলের প্রোপাগাণ্ডার (প্রচারাদির) বিরুদ্ধে কোনরূপ বিরুদ্ধ প্রচার চলিবে না। কিন্তু তামিল নাডুর মিঃ রাজাগোপালাচারী সমস্ত কংগ্রেস-কমিটীগুলিকে উহার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তাহা কি সঙ্গত?

উঃ—নিম্নস্তরের কংগ্রেস-কমিটীগুলি যদি উচ্চতর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযান করে, তবে সব নিয়ম ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং কংগ্রেসে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইবে। কোন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি যদি অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস-কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, তবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানই ভাঙ্গিয়া চুরমার হইবে।

প্রঃ—তবে আপনি করিবেন কেন?

উঃ—আমি প্রাদেশিক কংগ্রেস এবং অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি দুইটির সভাপতিপদই পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি কংগ্রেসের নামে কিছুই করিতেছি না। যাঁহারা কংগ্রেসের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত তাঁহারা যদি উক্ত কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু করিতে চান তবে তাঁহাদের ঐ পদগুলি ছাড়িয়া কাজ করা উচিত। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীগুলি অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধীন। যাঁহারা বিরুদ্ধে যান, তাঁহারা কংগ্রেসের নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

"Just imagine what the result may be. The Pro-

vincial Congress Committee of Tamil Nadu decides to rebel against the All India Congress Committee. Suppose the District Congress Committees rebel against and in the same way some Taluk Committees support the District Committee, others rebel against it. The result will be that the whole of the Congress Constitution will be ruined.

প্রঃ—আপনি ছাড়িলেন কেন?

উঃ—Why did I resign my post as President of the Congress? Because I can not carry on that propaganda in that position and even if I do not take the name of the Congress, people might think that because I am the president of the Congress I was doing so in the name of the Congress.

প্রঃ—আপনি কি কংগ্রেসের কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে আর যাইবেন না?

উঃ—হ্যাঁ যখন আমি দেশ তৈয়ার করিয়া জাতীয় মহাসমিতি দ্বারা আমার এই কার্য্যপদ্ধতি পাশ করাইয়া লইতে পারিব, তখন যাইব। এখন আমি দেশকে তৈয়ার করাইয়া দেখাইব যে, কংগ্রেস ভুল করিয়াছে। যে পর্য্যন্ত আমি সেইরূপ করিতে সক্ষম না হই ততদিন যাইব না। আর বশ্যতা হিসাবে (discipline) কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কোন পদের সহায়তাও লইব না।

প্রঃ—একদিকে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনের প্রস্তাব, অপর দিকে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের প্রস্তাব—প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীগুলি কি করিবে?

উঃ—প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীগুলি এখন জাতীয় কংগ্রেসের ও অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের দুইটি প্রস্তাবই মিলাইয়া সেইভাবে কার্য্য করিবে।

প্রঃ—আপনি বলিলেন, যে অবস্থার উদ্ভব, তাহাতে All India Congress Committee মূল Congress অধিবেশনের প্রস্তাব স্থগিত রাখিতে পারে। এবারে কি নূতন কোন অবস্থা হইয়াছে?

উঃ—আপনারা কি জানেন না যে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দু মুসলমানে মারামারি কাটাকাটি করিতেছে, দক্ষিণেও মোপলাদের অত্যাচার সর্ব্বজন-বিদিত? তাহাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া মিলন প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন।

প্রঃ—আচ্ছা পূর্ব্বের কি এরূপ কোনও নজীর আছে?

উঃ—হ্যাঁ, ১৯২১ সালে আমেদাবাদের কংগ্রেস অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীকে আইন অমান্য করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। তিনি বর্দ্দোলী তালুকে No-tax campaign করিবার জন্য প্রস্তুত হন, এমন কি গুণ্টুরেও ঐরূপ করিতে আদেশ দেন। ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারীতে তিনি বড়লাটকে পত্র লেখেন যে যদি অসহযোগী বন্দীরা মুক্ত না হয় এবং যদি বাধা ও প্রহার চলিতে থাকে তবে তিনি Civil Disobedience করিবেন।

"Aggressive Civil Disobedience in that case will be taken up only when the Government departs from its policy of strictest neutrality or refuses to yield to the clearly expressed opinion of the vast majority of the people of India."

গভর্ণর জেনারেল ইহা challenge করেন এবং বলেন, অবস্থানুসারে এরূপ দমননীতির প্রয়োজন হইয়াছে।

অতঃপর ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯২২) চৌরী চৌরায় (গোরক্ষপুর) একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা হয়। তাই তিনি ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বর্দ্দোলীতে Working Committee ডাকিয়া Civil Disobedence বন্ধ করিয়াছেন।

প্রঃ—মহাত্মা কি অন্যায় করিয়াছিলেন?

উঃ—তিনি অন্যায় করিয়াছেন—আমি বলি না। অবশ্য পণ্ডিত মতিলাল ও লালা লাজপত রায় খুবই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। পণ্ডিতজী তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—"Why should a town at the foot of the Himalayas be penalised if a village at Cape

Comorin failed to observe non-violence? Isolate Chouri choura and if need be Gorakhpur, but go on with C. D., both Individual and Mass."

আমি তাহা বলি নাই, কিন্তু আমি বলি—এক্ষেত্রে যদিও এই-রূপ বন্ধ করিয়া A. I. C. C. দিতে পারে, Working Committee নয়, তথাপি দেশের অবস্থা বুঝিয়া মহাত্মা W. C. দ্বারা ঐরূপ করিয়া অন্যায় করেন নাই।

প্রঃ—আর কখনও ঐরূপ হইয়াছে?

উঃ—হাঁ, এলাহাবাদেও এবার তাহাই হইয়াছে। তাহা সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে হইয়াছে। রাজাগোপালাচারীই সেই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। একবার করিয়া যদি দোষ না হয়, আর একবার অবস্থার উদ্ভব হইলে তাহা করিতে দোষ কি?

প্রঃ—কোন Special Session করিয়া ইহা পরিবর্ত্তন করিলে কি ভাল হইত না?

উঃ—হইত, এবং আমিও তাহাই চাহিয়াছিলাম। যখন মৌলানা আজাদ আপোষের প্রস্তাব করেন, আমিও তাঁহাকে Special Session-এর কথাই বলিয়াছিলাম। কিন্তু অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি করে নাই, করিলে আমার তাহা শুনিতে আপত্তি কি হইত? এখন সময় অতিবাহিত হইয়াছে—নির্ব্বাচনের সময় সম্মুখে সমুপস্থিত—এখন Special Session হইলে ক্ষতিই হইবে। তবে এখনও যদি হয়, আমার আপত্তি নাই।

প্রঃ—আপনি প্রেসিডেণ্ট পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি A. I. C. C.-র সভায় কেন সভাপতি হইলেন?

উঃ—আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এলাহাবাদে ও বোম্বাইতে আমাকেই সভাপতি করা হইয়াছে। যদি একজনেরও আপত্তি হইত, আমি আসন গ্রহণ করিতাম না। আর দেখুন, বোম্বাইতে যখন প্রকারান্তরে আমাদেরই জয় হইল, আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া আমার পদত্যাগপত্র মঞ্জুর করাইয়া লই। প্রেসিডেণ্ট-পদে

লাভ কি? দেশবাসী আমাদের মতানুবর্ত্তী হইবে—আমি নিঃসন্দেহ ভাবে বুঝিয়াছি।

প্রঃ—তাহা হইলে আপনি বলেন যে, এখন যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কাউন্সিলের বিরুদ্ধে কোন প্রচারকার্য্যও করিতে পারেন না, এবং তজ্জন্য খরচা করিতেও পারেন না।

উঃ—হ্যাঁ তাই। Rebellion within the Congress, by Congress institutions and in the name of the Congress is suicidal to the constitution of the Congress. And if it is done with Congress Funds, it is nothing but a breach of trust.

প্রঃ—আপনি কিরূপে কংগ্রেসে জয়লাভ করিবেন?

উঃ—সাফল্যের দ্বারা, আর দ্বিতীয়তঃ পরিবর্ত্তন-বিরোধীগণের পন্থা যে অসার, তাহাদিগকে চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়া। গয়া কংগ্রেসের পরে এই পাঁচ মাসে দেশের অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন যদি অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের সভ্যদের ভোট গণনা করা যায়, তবে দেখাইতে পারিব যে, আমাদের দলে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক লোক আসিয়াছে।

প্রঃ—আপনি কি গঠনমূলক কার্য্য করিতে পারিবেন?

উঃ—কেন পারিব না? কিছুদিন আমরা কাউন্সিল-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিব, তার পরে গঠনমূলক কার্য্যের দিকে যাইব। বিশেষতঃ সব লোকেরই কাউন্সিল-কার্য্যে প্রয়োজন হইবে না। দুইটা কাজই ভাগ করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

প্রঃ—আপনার দলে উভয় কাজ করিবার জন্য কি যথেষ্ট লোক আছে?

উঃ—যদি কংগ্রেসের সব লোক আমার সহায় হয়, তবে সবই পারিব। মাদ্রাজ যদি দুই লক্ষ টাকা তুলিয়া দেয়, সব কাজই সম্ভব হইবে। বিনা অর্থে কোন কাজ হয় না, সর্ব্বত্রই টাকার দরকার।

প্রঃ—আপনি বলেন, আমাদের পক্ষে একটা প্রকৃষ্ট অবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু bungled ও mismanaged হইয়াছে। ইহার অর্থ বুঝিলাম না।

উঃ—দেখুন, ভাইস্‌রয় (বড়লাট) ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে যেরূপ অবনত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহাতে গত ১৫০ বৎসরের মধ্যে আমলাতন্ত্রের এরূপভাবে কংগ্রেসের সহিত সমানে সমানে প্রস্তাব চালাইতে আর পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। সে অবস্থার সুবিধা আমরা গ্রহণ করিলাম না। তারপর চৌড়ীচৌড়ার পরই আজ ভলান্টিয়ার-বাহিনীর অস্ত্র-সংবরণের আদেশ হইল। তারপরেই দেশের এই নিষ্ক্রিয় অবস্থা। এই অবস্থা সম্বন্ধেই আমি বলি যে, bungled ও mismanaged হইয়াছে। সত্য কথা বলিবার—দেশের অবস্থার অনুশোচনা ও আলোচনার কি আমার অধিকার নাই?

অতঃপরে মাদ্রাজবাসীগণের মধ্যে এমন একটা সাড়া পড়িয়া যায় যে তামিল নাড় বিজিত হইল ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

প্রঃ—আপনি জানেন যে National Congress অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী হইতে বড়?

উঃ—বড় নিশ্চয়ই, কিন্তু Congress Constitutionএ এরূপ কথা থাকিলে দোষ হইতে পারে না। Constitution তো ভালোর জন্যই হয়।

প্রঃ—কি ভাল?

উঃ—কংগ্রেস বার মাসে একবার বসে। ইতিমধ্যে দেশে কত নূতন অবস্থা হইতে পারে। তাই A. I. C. C. সময় বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারে। A. I. C. C. কংগ্রেসেরই কার্য্যকরী সমিতি। তাই তাহার প্রয়োজনীয়তা।

প্রঃ—বুঝিয়াছি। তখন উভয়ের মধ্যে পড়িয়া আমরা কি করিব?

উঃ—The Gaya Resolution consisted of two parts (1) It advised people not to stand for Councils

(2) It asked the voters not to vote and directed a propaganda so as to induce them not to vote.

The resolution of the A. I. C. C. has touched tha second part of the Gaya resolutions and that part of it has therefore been suspended.

অর্থাৎ, গয়া কংগ্রেসের প্রস্তাবে ছিল (১) কেহ যেন কাউন্সিলে না যায় (২) কেহ যেন ভোট না দেয় এবং সকলকে ভোট দিতে নিষেধ করিয়া প্রচারকার্য্য যেন চলে।

এখন অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের প্রস্তাবে দ্বিতীয় ভাগ উঠিয়া গিয়াছে। তাই কংগ্রেসের নামে কেহ যেন কাউন্সিলে না যায়—মাত্র এটুকু রহিয়াছে। ইহাতে খুব ভালই হইয়াছে। কারণ, কংগ্রেসের লোক ব্যক্তিগত ভাবে যদি যাইত এবং অপর কংগ্রেসের লোক যদি তাহাতে বাধা দিত, তবে নিজেদের মধ্যে ভয়ানক গোলমাল মারামারি হইত। অল্ ইণ্ডিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এখন কেহ যদি ব্যক্তিগত ভাবে যাইতে চাহে তবে সে অবাধে যাইতে পারিবে। কিন্তু কংগ্রেসের নামে পারে না। সকলে সমস্বরে—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—"দেখো, রাজা হ'য়ে আমাদেরই হিতের জন্য সন্ন্যাসীর মত এসেছে।"

সাধারণের নিকট প্রথম দিনের বক্তৃতাও এত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, দুইদিন পরে Associated Press এর Mr. Menon মনোমোহনবাবুকে বলিলেন, "Madras has been won—it is a question of time only. Madras is not Bengal. Madras is very much calculating—কিন্তু তাদের মধ্যে যখন এত feeling জেগেছে, মান্দ্রাজে স্বরাজ্যদলের জয়-পতাকা উড্ডীয়মান হয়েছে, কারো সাধ্য নাই তা নামাতে পারে।"

বস্তুতঃ মান্দ্রাজ সম্পূর্ণরূপে হস্তগত হয়—আচার্য্য শঙ্করের দেশে বাঙ্গালী দেশবন্ধু দিগ্বিজয়ে সমর্থ হন। এবং উপরোক্ত দুইটি বক্তৃতার সময় সমস্তার বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহাদের মন হইতে সমস্ত

সংশয়াবলী বিদূরিত করিয়া দেন। আমরা উপরোক্ত বক্তৃতা এবং অন্যান্য বক্তৃতার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চাই। লেখা সহজ, কিন্তু বুঝাইতে যে কত পরিশ্রম ও প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধির দরকার হয় তাহা তিনিই জানেন। তিনি বলেন, "আমাদের সম্মুখে ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত, আমি আশা কবিতে পারি যে, পূর্ব্বের কর্ম্মশক্তি আপনাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইবে না, কেবল কর্ম্মপদ্ধতির একটু পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

"গয়া কংগ্রেসের পরে আমরা একটি নূতন দল সংগঠন করিয়াছি, ইহাতে আমাদিগকে অনেকে অনেক নামে অভিহিত করে—কিন্তু আমিতো আমার অন্তর জানি। আমার উপর যতই কেন বিদ্রূপ বা গালি বর্ষিত হউক না কেন—আমিতো মনে জ্ঞানে জানি যে, আমি আমার নিজের উপর, দেশের উপর, ঈশ্বরের প্রতি সর্ব্বদাই অকপট। (I am honest to myself, honest to the Country and honest to God.)

"অনেকে আমাকে 'বিদ্রোহী' নামে অভিহিত করেন। সমগ্র অসহযোগ-কর্ম্মপদ্ধতিই তো বিদ্রোহ, আমিও তাই বিদ্রোহী। যদি কংগ্রেসের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার নাম বিদ্রোহ হয় তবে আমি বিদ্রোহী—কারণ, আমার মত প্রকাশ করিবার সাহস আমার আছে। কিন্তু যদি কেহ বলে যে, কংগ্রেসের আশা আকাঙ্ক্ষার (Interests) বিরুদ্ধে আমি দণ্ডায়মান হইয়াছি তবে সে-কথার নিশ্চয়ই আমি প্রতিবাদ করিব।

"কিসে আমি বিদ্রোহী! আমাদের দলে কংগ্রেসের মেম্বার ব্যতীত কাহারও প্রবেশাধিকার নাই—আমি নিজেও কংগ্রেস হইতে সরিয়া পড়ি নাই—আমার প্রচারকার্য্যের অর্থই এই যে কংগ্রেসের সভ্যগণ যেন আমার মতানুবর্ত্তী হয়। এ পর্য্যন্ত অর্দ্ধেক কংগ্রেস আমার কথায় কর্ণপাত করিয়াছে, আর বাকী অর্দ্ধেককেই আমি মতানুবর্ত্তী করিতে চাই। কেন কংগ্রেস আমার কথা শুনিবে? শুনিবে আমার জন্য নয়, আমার ব্যক্তিত্বের জন্য নয়, আমার কল্পিত

ত্যাগের জন্য নয়। আমি কে? আমি তো ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, কিন্তু শুনিবে, নিশ্চয়ই শুনিবে—স্বরাজ-সাধনায় আমি যাহা সত্য বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি, তাহার জন্য, ধর্ম্মের জন্য, দেশের জন্য—আজ তোমরা তাহাকে বিদ্রোহ নামে অভিহিত করিতে পার, ইহাকে বিপ্লব বলিতেও বা পার। কিন্তু সত্য—আমার এই বিশ্বাসই খাঁটি সত্য, আর আমি ইহাকে প্রাণাপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান মনে করি।

"আমাকে বিদ্রোহী বলা হইয়াছে কেন না কংগ্রেসের আদেশ আমি মান্য করি নাই। গণতন্ত্রের এইরূপ কদর্থ কবে হইতে সুরু হইল? কংগ্রেসের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নিজের নামে নিজস্ব মত প্রচারে কি বাধা থাকিতে পারে? অসহযোগ আন্দোলনের জনক মহাত্মা গান্ধী বরাবর উপদেশ দিয়াছেন,

"In fact the founder of the great movement of Non-co-operation, Mahatma Gandhi, has over and over again pointed out the tyranny of the majority and the right of the minority to go counter to the resolutions of the Congress. Only the minority should not act in the name of the Congress."—

"অর্থাৎ সংখ্যাধিক্যের অনাচার দমন-কল্পে সংখ্যাল্প (minority) কংগ্রেসের নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারে—কেবল একটি বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে এইরূপ বিরোধ যেন কংগ্রেসের নামে অনুষ্ঠিত না হয়। গণতন্ত্রের এই কি ঠিক অর্থ নয়? আমি তো কংগ্রেসের একটী সিদ্ধান্তের বিরোধী হইয়াছি কারণ আমি জানি যে এই সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। কিন্তু আমি তো কোন ব্যক্তি বা ভোটদাতাকে বলি নাই যে কংগ্রেস কাউন্সিলে প্রবেশের পক্ষপাতী, আর আমি নিজেও কংগ্রেসের নামে কাউন্সিল প্রবেশ সমর্থন করিব না। আমি এরূপ করি নাই এবং যে-পর্য্যন্ত কংগ্রেস কাউন্সিল প্রবেশ অনুমোদন না করিবেন ততদিন সেরূপ করিবও না।

"পাছে কংগ্রেসের সামান্য সংস্রবও অনুমতি বলিয়া ধরা হয়, তাই

আমি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের পদ পরিত্যাগ করিয়াছি। কংগ্রেসের নামে যুদ্ধ না করিয়া সমগ্র কংগ্রেস সভ্যবৃন্দকে আমার মতে আনয়ন করিয়া কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত উল্টাইবার কি আমার অধিকার নাই? কংগ্রেসের যখন সেইরূপ সিদ্ধান্ত হইবে, তখন আমি কংগ্রেসের নামে ভোট সংগ্রহ করিব। এখন সেইরূপ সিদ্ধান্ত নাই, অতএব কংগ্রেসের নামে কিছু করিব না, ব্যক্তিগতভাবে করিব। আমি কংগ্রেসের সভ্য, কংগ্রেসের সভ্যদিগকে বুঝাইবার আমার অধিকার আছে। তবে দেখিতে হইবে যে, আমি কংগ্রেসের সর্ত্ত (pledge) অনুযায়ী কাজ করিতেছি কিনা—কংগ্রেসের সর্ত্ত, "সর্ব্বপ্রকার বৈধ ও নিরুপদ্রব পন্থায় স্বরাজ লাভই জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য"—"The object of the Indian National Congress is the attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means"—আমি তো এই প্রতিজ্ঞা-পত্র অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া থাকি। তবে আমি কিসে বিদ্রোহী হইলাম? আবার জিজ্ঞাসা করি—আমি কি বিদ্রোহী? না, কখনই নয়। No, I am no rebel. I chose the path which I feel is necessary for our countrymen to take in order to reach the goal of Swaraj.

"অনেকে বলেন আমি (Prodigal son) অমিতব্যয়ী পুত্র—কংগ্রেস ছাড়িয়া দিয়াছি, আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিব। এ কথায় হাসিই আসে। আমি তাহা নই—No, I am no prodigal son. আমি চাই কংগ্রেসের মান-মর্য্যাদা—এই কংগ্রেসের মান মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমারও কিছু হাত নিশ্চয়ই আছে। কংগ্রেস অপেক্ষা আমার কাছে অধিকতর প্রিয় কিছু নাই, আমি উহার মান-মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই—উহার বিজয়গর্ব্ব সূচিত করিবার জন্যই দেশবাসীকে প্রকৃষ্ট-পথের নির্দ্দেশ দিতেছি। আপনারা দেশের অবস্থা একবার বিবেচনা করুন। আমি আপনাদিগকে Triple Boycott—আদালত, স্কুল-কলেজ ও কাউন্সিল এই ত্রিবর্জ্জনের কথা

স্মরণ করাইয়া দিতেছি। সামান্য সত্য, সহস্র মন্তব্য (Congress Resolutions) অপেক্ষা মূল্যবান্। আজ আদালত পূর্ণ, কলেজ-স্কুল সগৌরবে আপনার শিক্ষাপন্থা বিস্তার করিতেছে, আর কাউন্সিলও অপ্রতিহত-গতিতে আপনার কার্য্যসাধনে তৎপর—তথাপি কাউন্সিলের নাম উঠিতেই আঁৎকাইয়া উঠি কেন? আমরা যেন 'কাউন্সিল বয়কট' কথাটি স্মরণ করিয়াই উৎফুল্ল হইয়া উঠি, আমাদের বক্ষ স্ফীত হয়, আর আমরা সুখে পড়িয়া নিদ্রাসুখ ভোগ করি।

"এই অবস্থাই কি চলিবে? মনের এই কাল্পনিক আনন্দটুকুই ভোগ করিবেন? আমরা অসহযোগী, চক্ষু মেলিয়া এই কথাটি উচ্চারণ করিয়াই কি আবার ঘুমাইয়া থাকিবেন? আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুঝিবার আপনাদের কি কোন আকাঙ্খা নাই, প্রবৃত্তি নাই, সঙ্কল্প নাই? আমরা কি কেবল কবি বা দার্শনিকের মত মনে মনে একটু সুখ পাইয়া তৃপ্ত হইব, না আমরা প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞদের ন্যায় অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিব? আমরা প্রস্তাব পাশ করিতে পারি—মুখে অসহযোগ-মন্ত্র জপ করিতে পারি। কিন্তু প্রস্তাবেই কাজ হয় না। নামোচ্চারণেও কোন ফলোদয় হয় না।

"আর নাগপুরে কংগ্রেসের প্রস্তাব ছিল, 'Non-co-operation, whether in whole or in part, should be applied on a date to be fixed by the Congress or the All-India Congress Committee and that in the meantime in order to prepare the Country for Non-co-operation certain steps should be taken'—

অতএব কংগ্রেসের প্রস্তাবানুসারেই আমরা কি অসহযোগী? তবে গভর্ণমেণ্ট চাহিলেই আমরা অর্থ দেই কেন, প্রতিপদে গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করি কেন, কংগ্রেসের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে (Disowning liability for future pubiic debts),

গভর্ণমেন্টের ঋণ চাহিলেই পূর্ব্বাপেক্ষা বেশীমাত্রায় আবেদন করি কেন? তাই বলিতেছি, এইভাবে প্রস্তাব পাশ করিয়া সেই ভাবে কাজ না করিয়া কেবল Non-co-operationএর মন্ত্র পড়িলেই হইবে না। অনেক বৈরাগী আছেন কেবল মালা জপ করেন, প্রকৃতপক্ষে শ্রদ্ধার সহিত নাম জপ করেন না। কিন্তু তাহাতে কি ফল হয়? প্রকৃত শ্রদ্ধা থাকিলে দেবদর্শনও হয়। কিন্তু সে শ্রদ্ধা কই, তাহা থাকিলে, একবৎসর যাইতে না যাইতে স্বরাজ তো দূরের কথা—দেশ এত পশ্চাদপদ হইল কেন?

"কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, বোম্বাইতে সেদিন যে মিলন প্রস্তাব (Compromise resolution) পাশ হইয়াছে তজ্জন্য আমি ইহার উদ্যোক্তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

"আমরা বলিতাম, "স্বরাজ্যদলকে ভোট দিব।" তাঁহারা বলিতেন, "স্বরাজ্যদলকে ভোট দিবেন না।" এই সংঘর্ষের বিপদ হইতে এই পরস্পরের মারামারি হইতে এই মিলন পন্থিগণ যে দেশবাসীকে রক্ষা করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। দরকার হইলে আমাকেও তাহা করিতে হইত, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় সে দরকার হয় নাই।

"এখন কাউন্সিলের কথাই বলিব। লোকে ভবিষ্যতের কথার উল্লেখ করিয়া উপদেশ দেয়, কাউন্সিলে গিয়া আমরা কি করিতে পারি, পূর্ব্বে তো কাউন্সিলে যাওয়া হইত, কোন ফলোদয় তো হয় নাই? আমি বলি, এ কথা সত্য নয়। আমি যেরূপভাবে কাউন্সিল যাইতে বলি সেরূপ ভাবে যাওয়া হয় নাই। পক্ষান্তরে আমিও তো প্রশ্ন করিতে পারি, Triple boycott করিয়া কি পরীক্ষা করা হয় নাই? এই বৎসরে আমরা তো খুব চেষ্টা করিয়াছি; ইহার পূর্ব্বেও ধর্ম্মঘট প্রভৃতিতে অসহযোগ চালানো হইয়াছে। আমি তো অসহযোগের বিরোধী নই। অমৃতসর কংগ্রেসে (১৯১৯) আমিই তো সম্পূর্ণ অসহযোগের পক্ষপাতী ছিলাম, মহাত্মা গান্ধী ছিলেন

সহযোগের পক্ষে। কিন্তু আজ আমি বলিব না যে, অসহযোগ করিয়া আমরা অন্যায় করিয়াছি। বরং আমার মনে হয় এই দুই বৎসরে আমরা যে উৎসাহ অর্জ্জন করিয়াছি তাহাতে আমরা ২৪ বৎসরের বেশী অগ্রসর হইয়াছি। কিন্তু আমরা যেন সত্য উপলব্ধি করিতে পারি, উহা যেন বিস্মৃত না হই যে, আমরা অসহযোগের কি করিয়াছি। আমরা কিছু শক্তি অর্জ্জন করিয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু কাজ না থাকিলে তাহাও শুষ্ক হইয়া যাইবে। সুদূর বোম্বাই হইতে এখানে আসিবার সময় সমস্ত stationএ আমি সমবেত জনমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আসিয়াছি যে, কংগ্রেসের এখন কি কাজ হইতেছে? সকলেই সমস্বরে উত্তর দিয়াছেন যে, কংগ্রেসের এখন কোন কাজ নাই। দেশ একেবারে নির্জীব। এইরূপই যদি দেশের অবস্থা হয়, তবে দেশসেবক এখন কি করিবে? নির্জীব হইয়া বসিয়া থাকিবে? কিরূপ সংগ্রাম এখন আপনারা করিবেন? আর, সংঘর্ষ ব্যতীত প্রতিরোধের ক্ষমতাই বা বাড়ে কি প্রকারে?

"আপনারা বলিবেন, 'কেন, Civil Disobedience তো আছে।' আপনারা আরম্ভ করুন, সুরু না হইতেই উহার অবসান হইবে। আমি তো Civil Disobedience করিয়া দেখিয়াছি। Civil Disobedience তো ফরমাস মত তৈয়ার হয় না—আজ এই আইন অমান্য করিব, কাল একটা করিব—বলিলেই তাহা অমান্য করা যায় না। একটা বৃহত্তর শক্তি, একটা মধ্যস্থিত উদ্দীপনার প্রভাবেই অন্তরে সেই সংঘর্ষের ভাব জাগিয়া উঠে। সেই নীতির উদ্বোধন হইলেই আইন অমান্য করা যায়। সময় আসিলে আপনিই তাহা হয় এবং যখন সে সময় আসে কোন শক্তিই তাহা প্রতিরোধ করিতে পারে না। অসময়ে সে শক্তির উদ্বোধন হয় না। কিন্তু আমি আমার সম্মুখে সে সময়ের বা অবস্থার কোন চিহ্নই দেখিতেছি না। আপনারা বলিবেন—একবার আমরা অসহযোগ করিয়াছি, আবার কি করিয়া কাউন্সিলে প্রবেশ করিব? আমিও তবে বলি যে কেবল

Civil Disobedience, Civil Disobedience, Civil Disobedience বলিয়া নামোচ্চারণ করিলেই কি উত্তেজনা আসিবে বা উহার কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইবেন? এপ্রিলের শেষে Civil Disobedience এর জন্য দুই মাসের সময় লওয়া হইয়াছে। আমি নিশ্চয় জানি, জুনের শেষে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময় লওয়া হইবে। এইরূপই চলিবে। এই দীর্ঘ সময় আমরা কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব?

"এই দুই বৎসরের ত্যাগ, পরিশ্রম ও ধৈর্য্যের গুণে যে শক্তি অর্জ্জিত হইয়াছে তাহা কি নষ্ট হইয়া যাইবে? আপনারা অপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু আমি অপেক্ষা করিব না। আমাকে rebel বলুন, গালাগালি দিন, কিন্তু আমি আমার কাজ করিবই। আমি দুইবার আপনাদের সভাপতি মনোনীত হইয়াছি। আমি তো প্রকৃত পথের সন্ধান দিয়াছি, আপনারা সে পথে আসিলেন না, আমার দোষ কি? আমি অগ্রসর হইবই, আপনাদের ইচ্ছা হয় আসুন, নয় পশ্চাতে পড়িয়া থাকুন। কার্য্যেই প্রমাণ হইবে—আমি ঠিক পথে চলিয়াছি কি আপনারা ঠিক পথে চলিয়াছেন।

"কেন আমি কাউন্সিলে প্রবেশ করিতে চাই? ইহা কি নন্-কো-অপারেশন-এর বিরোধী? কখনই নয়। আমি বলিব, কলেজ, স্কুল, আদালত বয়কট করিয়া আবার তাহাতে সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতা করার চেয়ে কাউন্সিলে গিয়া আমাদের কর্ম্মপদ্ধতি মানিয়া নিলে তাহাতে অধিকতর অসহযোগ করা হইবে। আমরা কি করিব তাহা বলি। কত কথাই তো আমাদের নামে রটিতেছে। জেল হইতে আসিবার পরেই অনেকে বলিতে আরম্ভ করেন—আমি আবার আইন ব্যবসায়ে নিরত হইব। সেইরূপ মিথ্যা প্রচারকার্য্য যে কতদূর ভিত্তিহীন তাহা আপনারা এতদিনে বুঝিয়াছেন। অনেকে বলেন—আমি মন্ত্রিত্ব করিব, কিন্তু, আমাদের নিয়মানুসারে কেহই গভর্ণমেণ্টের চাকুরী গ্রহণ করিতে পারিবে না। হাজার মিথ্যা

কথায় আমার কি হইবে? আপনারা আমার কিছুই করিতে পারিবেন না। কারণ—

'You have to deal with a man who is upright, a man who has got no self-interest to pursue, a man who knows what is right and what is wrong and a man who ha's the courage to do what he feels to be right. Therefore they may circulate all their lies. I do not care. The time will come when these lies will disappear like morning mist before the sun.'

"আমরা কাউন্সিলে গিয়া কি করিব? আমরা প্রথমে জাতীয় দাবী উপস্থিত করিব এবং যদি তাহা না পূর্ণ করা হয়, আমরা আমলাতন্ত্রকে প্রতি পদে বাধা দিব। তাহাতে হয়তো Reforms প্রত্যাহার কবিবে। আমিও তাই চাই, আমি তাহাদের স্বরূপ মুর্ত্তিকে প্রকাশিত করিতে চাই—আমি চাই, একদিকে আমলাতন্ত্র আব একদিকে গণতন্ত্র—সেই অবস্থা উপস্থিত করিতে। আব সেই অবস্থায় অমরা যত অধিক দাবী করিব, সেই দাবীই তাহারা পূর্ণ করিতে বাধ্য হইবে। ইংরাজ দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া আমাদিগকে Reforms দান করে নাই—উহা আমাদের অর্জ্জিত সম্পত্তি। যদি আজ তাহারা ঐ সম্পত্তি কাড়িয়া লয়, উহাতে গণশক্তি আরও দৃঢ় হইবে, আমি সেই অবস্থাই দেখিতে চাই। কি প্রকারে করিব তাহাই বলিতেছি—

"যদি আমাদের জাতীয় দাবী (National Demand) অগ্রাহ্য হয়, কাউন্সিলের সভ্যগণ তাঁহাদেব পদত্যাগ করিবেন। আবার নির্ব্বাচন হইবে, আবার পদত্যাগ করা হইবে, প্রতিবারেই এই প্রথা চলিবে এবং এইরূপে কয়েক বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ হাওয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে এবং 'আইন-অমান্য' যদি আবশ্যক হয়, তবে দেশের এই অবস্থায়ই তাহা আবশ্যক হইবে। কর প্রদান বন্ধ না করিলে প্রকৃতভাবে 'আইন-অমান্য' সম্ভব নয় এবং কর প্রদান বন্ধ, ভোটাররা ইচ্ছা করিলেই হইতে পারে, কারণ তাঁহারাই

করদাতা। কিন্তু আমার মনে হয়, পূর্ব্বোক্ত অবস্থার উদ্ভব হইলে আইন অমান্যের আবশ্যকই হয় না, কারণ যখন দেশের সমবেত শক্তি জাগরিত হইয়া এরূপ সংগ্রামে বদ্ধপরিকর হয়, তখন আমলাতন্ত্রকে উহার নিকটে মস্তক অবনত করিতেই হইবে। আমি এইরূপ অসহযোগই চাই, যাহা নিষ্ক্রিয় না তাহাই চাই, চাই, আমলাতন্ত্রকে প্রতিহত করিবার শক্তি যেন জাতীয় জীবনের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে বৃদ্ধি হয়। সংসার ছাড়িয়া বন গমন করিলেই প্রকৃত ধর্ম্মসাধনা হয় না। প্রকৃত ধর্ম্মসাধনা হয় সংসারে থাকিয়াই, বিভিন্ন অবস্থায় জীবন-সংগ্রামে রত থাকিয়া জয়ী হওয়ায়। সেইরূপই জানিবেন যে, ভোট না দিয়া পলাইয়া গেলেই প্রকৃত অসহযোগ হয় না। প্রকৃত অসহযোগ হয় আমলাতন্ত্রের সম্মুখীন হইয়া উহার সহিত সংগ্রাম করিয়া উহাকে পরাভূত করিলে। আমি আপনাদিগকে এই সজীব অসহযোগ অবলম্বন করিতেই উপদেশ দিতেছি। আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, কাউন্সিলে কি স্বরাজ লাভ হইবে? আমি মূর্খ নই, আমি বলি না যে তাহাতে হইবে। কাউন্সিলের সাধ্য নাই যে আমাদিগকে স্বরাজ দান করিতে পারে। তবে আমরা ভিতরে এবং বাহিরে উভয় দিক হইতেই আমলাতন্ত্রকে বিব্রত করিতে চাই। ভিতরের শক্তিই বাহিরে আমাদিগকে শক্তিশালী করিবে, আবার বাহিরের শক্তিই ভিতরে আমাদিগের শক্তি সঞ্চার করিবে। অতএব উভয়দিক হইতেই শক্তি সঞ্চার করিতে চাহিলে কেন আমি বিদ্রোহী বলিয়া অভিহিত হইব? আপনারা বলিতে পারেন—সংসার ছাড়িয়া জঙ্গলে গেলে তো একেবারেই Council boycott হইবে। আপনারা সন্তুষ্ট হইতে পারেন কিন্তু কাউন্সিলের কার্য্য চলিবার পক্ষে তাহাতে কোন বাধাই হইবে না—অনেকেই ভোট দিবে। সুতরাং আপনাদের সঙ্গে একমত না হইতে পারিলে কেন আমি rebel হইব?

"আপনারা বলিবেন, আমরা সংগঠনমূলক কার্য্য করিতে পারি,

কিন্তু এমন কি কাজ আছে যে, বিনা বাধায় হইতে পারে? আর বাধা তো এক আমলাতন্ত্রই দেয় এবং সর্ব্বদিকেই ইহা জুড়িয়া আছে, অতএব আমলাতন্ত্রকে সকল দিক হইতে প্রতিরোধ না করিলে আপনি কিছুই করিতে পারিবেন না। গঠনমূলক কার্য্য (যেমন—চরকা, জাতীয়-বিদ্যালয়, সালিশীবোর্ড ও গ্রাম্য সংগঠন) খুবই ভাল, কিন্তু এইগুলিও যাহাতে স্থায়ী হয়, তাই করিবার জন্য আমাদের Councilএ প্রবেশ করা বিশেষ দরকার।

'What way is there? What field is there which is not covered by the Bureaucracy? Which way will you look, which way will you go? Even if you go to the jungles you cannot fell timber without paying taxes. Start national schools, start charka on a wider scale enthusiastically, there is that section 144 of the Cr. P. C. Do you realise that we are slaves of slaves and today in our national life there is no compartment, there is no room—not an inch, not one spot which is free from the Bureaucracy? Therefore he who thinks of developing his own institutions without fighting the Bureaucracy, displays an amazing ignorance of our real situation. You cannot build anything without displacing the Bureaucracy. I do not quarrel with your constructive activity. But I do know that this constructive activity will come to a dead-stop unless side by side and along with it you go on growing that spirit of resistance which alone can keep the national flag flying."

দেশবন্ধু যখন কুম্ভকোণম্ যান, একখানি বেনামী চিঠিতে সেখানকার লোকদিগকে দেশবন্ধুর মতানুবর্ত্তী হইতে নিষেধ করা হয়। চিঠিতে লেখা ছিল—

"Do'nt join the party which is murdering the Congress"

উত্তরে দেশবন্ধু বলেন—

Are we murdering the Congress, or are we trying to make it live ! Two more years of such paper resolutions, and the Congress will go to the dust."

মাদ্রাজে যখন দেশবন্ধু কাউন্সিল-প্রবেশ সম্বন্ধে সমস্ত স্থানে প্রচার-কার্য্য চালাইতেছিলেন, শ্রী রাজাগোপালাচারীও কাউন্সিলের বিরুদ্ধে প্রচার করেন।

চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী বলেন—

"কাউন্সিল মারীচ বই আর কিছুই নয়। স্বর্ণমৃগ মাত্র। ইহাতেই সীতা প্রলুব্ধ হয়। লক্ষ্মণ বলেন, 'এ তো মৃগ নয়, মায়াচারী রাক্ষস।' রাম বলেন, 'হ্যাঁ, রাক্ষসই বটে, আমি একে বধ করবো।' দাশ মহাশয়ও বলেন, 'রাক্ষস বধ করবেন।' কিন্তু মারতে গিয়ে সীতাকে তো হারা'তে হ'ল—আমাদেরও তাই হবে। বাল্মীকি তো তাই বলেন—লক্ষ্মণ গেলেন না, রাম গিয়ে সর্ব্বনাশ করলেন।"

দেশবন্ধু—রাজাজী রামায়ণ প'ড়েছেন বটে কিন্তু ঠিক বুঝতে পারেন নাই। মডারেট নেতৃবৃন্দ রিফর্ম্মরূপী স্বর্ণমৃগের আমদানী ক'রেছিলেন ব'লে তখনকার কোন রাম সীতাকেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু আজকার রাম আলাদা। আমি কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এসে দেখ্‌ছি—সীতা লঙ্কায় রিফর্ম্ম-এ্যাক্টের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত, আমার সীতার হাত-পা বাঁধা। এখন্ রামকে কি করতে হবে, লক্ষ্মণকে কি করতে হবে? শৃঙ্খলিত সীতার উদ্ধার-কল্পে রামকেও সিংহলে যেতে হবে, লক্ষ্মণকেও যেতে হবে। দেশবাসী সবাই যদি লক্ষ্মণের ন্যায় রামের অনুবর্ত্তী না হয় তবে তো সীতার উদ্ধার হবে না। তাই, হিন্দু-মুসলমান, ধর্ম্মযুদ্ধে সবাই আমার সঙ্গে এস। আমরা সীতার অপহরণকারীকে পরাভূত ক'রে সীতার উদ্ধার সাধন করবো, এই আমাদের সঙ্কল্প, এই আমাদের সাধনা।"

অতঃপরে আবার ৮ই জুন নাগপুরে একটি নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটীর সভা ডাকা হয়। এই সভাতেও—নাগপুরের স্বেচ্ছাসেবক-কমিটীর কাজ যেন সাফল্যমণ্ডিত হয়, সেরূপ প্রস্তাব হয়। শেঠ যমুনালাল বাজাজ মহাশয় যে সত্যাগ্রহ ব্যাপারে জেলে গিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যের প্রশংসাবাদ করা হয়।

এই সভায় আবার একটী চাঞ্চল্যকর ব্যাপার হয়। গত বোম্বাই অধিবেশনের প্রস্তাব গুজরাট, মাদ্রাজ এবং বেঙ্গল কংগ্রেস-কমিটী অগ্রাহ্য করিয়াছে বলিয়া পণ্ডিত জওহরলাল এই কয়টি কংগ্রেস কমিটির বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটী প্রস্তাব করেন। কিন্তু ৬৫ : ৬৭ ভোটে তিনি হারিয়া যান। অতঃপরে সমস্ত ওয়ার্কিং কমিটি পদত্যাগ করে ও নিম্নলিখিত কমিটি গঠিত হয়।

(১) কে, ভেঙ্কটাপ্পায়া—প্রেসিডেণ্ট, (২) গোপালকৃষ্ণ আয়ার, (৩) সেরওয়ানী, (৪) রাজেন্দ্রপ্রসাদ—সেক্রেটারী, (৫) জর্জ্জ জোসেফ, (৬) গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে, (৭) বল্লভভাই প্যাটেল, (৮) বরদারাজলু নাইডু, (৯) রাজাগোপালাচারী, (১০) মহম্মদ সফী।

শীঘ্রই যেন বোম্বাইতে কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন হয় এবং তাহার সভাপতি যেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ হন, এইরূপ একটি প্রস্তাব পাশ হয়।

অতঃপরে আবার কয়েকজন সভ্য রিকুইজিশন দেওয়ায় ভিজাগাপট্টমে ৩রা আগষ্ট তারিখে একটি সভা করিতে হয়। তাহাতে স্থির হয় যে বোম্বাইতে অথবা প্রেসিডেণ্ট মিঃ ভেঙ্কটাপ্পায়ার মনোনীত অন্য স্থানে বিশেষ অধিবেশন হইবে। বোম্বাই বহু দূর বলিয়া দেশবন্ধু বিশেষ অধিবেশন এলাহাবাদ বা কাশী প্রভৃতি স্থানে করিতে চাহিয়াছিলেন। পরে মিঃ আসফ আলির চেষ্টায় দিল্লীতে অধিবেশনের বন্দোবস্ত হয়। এ সম্বন্ধে আসফ আলি সাহেবের উক্তিই উদ্ধৃত করিতেছি—

"১৯২৩ সালের জুন মাসে মুক্ত হইবাব কিছুদিন পরে পণ্ডিত মতিলালের একখানি টেলিগ্রাম পাই। আমাকে দেশবন্ধুব সঙ্গে দেখা করিতে বলা হয়। দেশবন্ধু আমাকে নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অধিবেশনেব কথা বলেন। মালবীয়জীকে কাশীতে বন্দোবস্ত করিতে চিঠি লিখি। তিনি প্রথমে বেশ উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন, পরে অসমর্থতা জ্ঞাপন করেন। পরে আমি দিল্লীতে বন্দোবস্ত করি ও অভ্যর্থনা সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী হই। অধিবেশন পূর্ব্বে বোম্বাইতে হওয়া স্থির হইয়াছিল। প্রথমে মিসেস্ নাইডুর (বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্ম্মীর সভানেত্রী) মত কবাইয়া তারপব মিঃ সেরওয়ানীকে দিয়া প্রেসিডেণ্ট মিঃ ভেঙ্কটাপ্পায়ার কাছে লিখিয়া অধিবেশনেব জায়গা স্থিব করি। বোম্বাই আমাদিগকে ২৫০০০, টাকা ঋণ দেয়, অধিবেশনের পরেই আমরা ঐ টাকা শোধ করি।

১৯২২এর নভেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও সভাপতি হন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। চিত্তরঞ্জন সভাপতিপদের সহায়তায় তাঁহার কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে কোনরূপ সুবিধা লইতে অনিচ্ছুক হইয়া নির্ব্বাচনের কথা শুনিবামাত্রই পদত্যাগ করেন এবং শ্যামবাবু তাহার স্থলে অভিষিক্ত হন। কার্য্যকরী সমিতিতে অধিকাংশ মেম্বারই হন পরিবর্ত্তন-বিরোধী (নো-চেঞ্জার)।

অতঃপরে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একটি অধিবেশন হয় বরিশাল সহরে ১৯২৩-এর মে মাসে। সেখানে দেশবন্ধু গিয়া একটি প্রস্তাব করেন যে নিয়মানুসারে কাউন্সিল প্রবেশ (Council-entry) সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব করিয়া সেখানে প্রেরিত হউক। এবং ইহা ঠিক নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর নিয়মানুযায়ীই হইবে। শ্যামবাবু এই প্রস্তাব সভায় আলোচিত হইতে দেন নাই বলিয়া স্বরাজ্যদলের সকলে শান্তভাবে সভাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া যান। ইহার পরে এ, আই, সি, সি'র সভা হয় বোম্বাইতে এবং সেই সভায় চিত্তরঞ্জনকেই সভাপতি করা হয়। উক্ত বোম্বাইয়ের সভা যে নির্দ্দেশ

দিয়াছেন যে কাউন্সিলের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রচার হইবে না, সেই কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

৬ই জুন তারিখে শ্যামবাবুর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা হইতে প্রস্তাব হয় যে "We disapprove of Bompay Compromise"—অর্থাৎ বোম্বাই অধিবেশনের উপবওয়ালা কমিটির আপোষ-প্রস্তাব আমরা মানিতে পারি না। অতঃপব কার্য্যনির্ব্বাহক সভা একটি মূল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভা ডাকেন।

৩০শে জুন তারিখে পুণা ১১৫ : ৭৫ ভোটে বোম্বাইয়ের আপোষ প্রস্তাব সমর্থন করে। ইহার পরে শ্যামবাবু ও প্রফুল্লবাবু পদত্যাগপত্র দেন!

জুলাই মাসের ১০ই তারিখে কার্য্যকরী সমিতির সভায় উহা অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি (বোম্বাই) প্রস্তাবের বিরোধী হইয়া অবাধ্যতা দেখাইয়াছে সেই কথার আলোচনা হয়। কিন্তু নো-চেঞ্জ-পার্টিই ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকায় কোন ফলোদয় হয় না। ১৩ই জুলাই শ্যামবাবু প্রভৃতি বেঙ্গল প্রাদেশিক কমিটী কাউন্সিলে প্রস্তাব করেন—এই কাউন্সিলই থাকিবে, কেননা শীঘ্রই কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। অর্থাৎ তাঁহারা পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করেন।

১৬ই জুলাই ২৬ জন বি-পি-সি-সি'র সভ্য ১২ দিনমধ্যে এই সব ব্যাপার বিবেচনা করিবার জন্য রিকুইজিসন পাঠাইয়া একটি সভা আহ্বান করিতে সম্পাদককে অনুরোধ করেন।

১১ই আগষ্ট তারিখে উক্ত রিকুইজিসনের স্বাক্ষরকারীগণই সভা আহ্বান করেন। এই সভায় মধ্যপন্থী মৌলানা আক্রাম খাঁ সভাপতি ও ভূপতি মজুমদার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

১৫ই আগষ্ট তারিখে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গৃহে ১১ই আগষ্ট তারিখের কার্য্যকলাপ সমর্থিত হয়।

অবস্থা দাঁড়াইল—সম্মুখে কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশন, এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির দুইটী কাউন্সিল। কাহার মনোনীত

প্রতিনিধি গৃহীত হইবে? পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয় অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীব ওয়ার্কিং কমিটী দ্বারা বিচারক নিযুক্ত হইয়া সিদ্ধান্ত করেন—

(১) বরিশালে দেশবন্ধু-উত্থাপিত প্রস্তাব আলোচিত হইতে না দেওয়ায় আইন-বিগর্হিত কাজ হইয়াছে।

(২) ৬ই জুন তারিখের প্রস্তাব অবাধ্য-মূলক।

(৩) ৩০শে জুন বি-পি-সি-সি সভার পরে শ্যামবাবু ও প্রফুল্লবাবু যে পদত্যাগ পত্র দেন, তাহা প্রত্যাহার করা অসঙ্গত হইয়াছে।

(৪) সম্পাদক রিকুইজিসন সভা না ডাকায় ১১ই আগষ্টের সভা বৈধ, এবং ১৫ই আগষ্টের সমর্থনও ঠিকই হইয়াছে।

(৫) নবগঠিত বি-পি-সি-সি'ই প্রকৃত কমিটি আর ইহার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিই প্রকৃত প্রতিনিধি।

(৬) শ্যামবাবু প্রফুল্লবাবুদের নির্ব্বাচিত ডেলিগেট প্রকৃত ডেলিগেট নহেন।

শ্যামবাবুর কাউন্সিল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাছে আপিল করিলে উক্ত কমিটি ১৩ই সেপ্টেম্বব তাবিখে নিম্নলিখিত আদেশ দেয়—

"That the Bengal dispute be referred for decision to a Sub-committee Composed of Sj. K. Venkatappaya, Hakim Ajmal Khan, Dr. Ansari and Moulana Mahammad Ali". আগামী কল্যই বিচার ফল ১০টার মধ্যে জানিতে হইবে। উক্ত অপরাধেই (কংগ্রেস অধিবেশনের ২দিন পূর্ব্বে) বিচার হয়। উক্ত চারিজন সকলেই একমত হইয়া মালবীয়জীর সিদ্ধান্তই পূরাপুরি বহাল রাখেন। অতঃপরে নব কাউন্সিল কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরাই দিল্লীর অধিবেশনে উপস্থিত হইবার অনুমতি বা প্রতিদ্বন্দ্বী দল পান না।

এই ব্যাপারে বাঙ্গালার রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে তো শ্যামবাবু সরিয়া পড়েনই, তাঁহার সম্পাদিত ও পরিচালিত "Servant" কাগজেরও অসুবিধা হয়।

9. With reference to the letter of Dr. P. C. Ghosh dated 13-4-23, resolved that the under-mentioned sums collected in Calcutta by Seth Jamunalal Bajaj and Sj. Ballavbhai Patel and earmarked by the donors be placed at the disposal of the B. P. C. C. to be utilised as desired by the donors, and Seth Jamunalal Bajaj be requested to remit Rs 30,000, as they are realised, Rs. 6000 going to "Servant". (Vide Working Committee Res. April 17, 1923). বাজাজ, প্যাটেল, শ্যামবাবু ও প্রফুল্লবাবু, চারজনই তখনকার প্রধান নো-চেঞ্জার।

দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয় ১৯২৩এর ১৬ সেপ্টেম্বর। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ আন্সারী মিলনের কথাই বলেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন ও বিশেষ দক্ষতার সহিত তাঁহার কঠোর দায়িত্ব সম্পাদন করেন। তিনি বিশেষ যুক্তির সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র উল্লেখ করিয়া, কাউন্সিল প্রবেশ যে অন্যায় নয়—তাহা খুব স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করেন :—

"After considering all aspects of the question I have come to the conclusion that it is useless for us to boycott the councils and remain aloof. As on the previous election a boycott was necessary for us so under the present circumstances it is to our advantage to occupy as many seats as possible."

বস্তুতঃ মূল প্রস্তাবই হয় কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে—

"Such Congressmen as have no religious or other conscientious objections against entering legislature are at liberty to stand as candidates and to exercise their right of voting at the forthcoming elections; and this Congress therefore suspends all propaganda against entering councils."

মৌলানা মহম্মদ আলিই মিলনের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবটী উপস্থিত করেন। তিনি মহাত্মাজীর ষোল আনা অনুবর্ত্তী, তবে তিনি কিরূপে

সমর্থন করিলেন বলিতেছি। মৌলানা সাহেব ভাঙ্গা, অথচ সুস্পষ্ট এবং তেজস্বিতাপূর্ণকণ্ঠে সেই বিশাল গৃহ বিকম্পিত করিয়া বলেন—

"By a process of soul-force and by some mysterious wireless I have been commanded by Mahatma Gandhi not to hesitate to modify boycott programme if the interests of the country so demanded."

অতঃপর ডাক্তার কিচলু, আব্বাস্ তায়েবজী, মিসেস্ সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি সকলে সমর্থন করেন। ডাঃ কিচ্লু সমর্থন করিবার সময় দ্বিধাসন্দিগ্ধভাবে বলেন—

"স্বরাজীরা যে সকল বড় বড় কথা বলিতেছেন, সব পারিবেন না, তবু—"

দেশবন্ধু—আপনি ভবিষ্যদ্বাণী ক'রবেন না, তা হ'লে তো আমরা বহুপূর্ব্বেই মরে গেছি। "If prophecy could kill, we are already killed."

অতঃপরে দেশবন্ধু বুঝাইয়া দেন—

"What are these Councils and what are these legislature! Things of falsehood. Must we not remove them? Mahatma intends to wreck reforms and I do the same by working within, and the only way to do is to make Government by Councils impossible. I will have nothing to do with those who go there for the sake of posts—who go there to get the little things they call good—crumbles—from the Legislative Table. I abhor that. I abominate that. I say that either I stand there to wreck the reforms—to wreck the monster that is drinking our life-blood, or do not want to go there at all. I rejoice that this compromise resolution insists on principles of non-violent non-co-operation.

"If in minority, I will keep these seats vacant like so many lamps of Non-co-operation burning."

তিনি মৌলানা মহম্মদ আলির কাউন্সিল সম্বন্ধে দুই-একটি কঠোর মন্তব্যেরও উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মৌলানা সাহেব আর কথা না বাড়াইয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন—'I withdraw'. অতঃপরে যখন শেষকালে বক্তৃতা করিতে উঠেন তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, সমস্ত জনসঙ্ঘ তাঁহার দিকে একেবারে হেলিয়া আসিয়াছে। ইচ্ছা করিলেই তিনি বাধা দেওয়ার জন্য কাউন্সিল-প্রবেশ কংগ্রেসের মূলপদ্ধতি অসহযোগের অন্তর্ভূত করিয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু কংগ্রেসে ঐক্যস্থাপনের অভিপ্রায়েই তাহা করেন নাই। তিনি ঐক্যেরই সমধিক প্রয়াসী ছিলেন। বলেন—

"Even if I could snatch a complete victory by moving the party resolution making council-entry as part of the ordinary work of the Congress, I would not do it and it would be useless because a United Congress was much better than any victory I could secure". সমগ্র মণ্ডপমধ্যে আনন্দধ্বনি হয়। পরিবর্ত্তন-বিরোধীদের মধ্যেও কেহ আর আপত্তি করেন নাই। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন যে, তিনি প্রস্তাবটি সমর্থন করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু যখন মৌলানা মহম্মদ আলি ইহার প্রবর্ত্তক, তখন তিনি দায়িত্ব তাঁহার নিজের স্কন্ধেই ন্যস্ত করিতেছেন। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেন—"আমি সমর্থন করিতেছি না বটে, কিন্তু আমি বিরোধী হইব না।"

এইরূপে দেশবন্ধুর দলের ঐকান্তিক চেষ্টায় গয়া কংগ্রেসের প্রস্তাব আটমাস পরে দিল্লীতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইল। দেশবন্ধুর বিপুল পরিশ্রম ও অমানুষিক সহিষ্ণুতা, মনীষা, ত্যাগ ও অধ্যবসায়ের গুণে সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হইল। ফল্গুতীরে মুষ্টিমেয় সভ্যদ্বারা গঠিত স্বরাজ্যদল যমুনাতটে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বিরাট আয়তনে বিজয়ী হইয়া বিজয়ী পতাকা উড্ডীন করিতে সমর্থ হইল।

দেশবন্ধুর এত পরিশ্রম করিতে হইল কেন? ব্যক্তিত্ব-বলে তিনি

স্বরাজ্য-দলকে দিয়াই কেন চেষ্টা করিলেন না? কংগ্রেসে আসিয়া কেন এত সময়, শক্তি ও অর্থের অপচয় করিলেন? করিলেন, কংগ্রেসের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল বলিয়া—করিলেন, যে-কংগ্রেস এতদিনের ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে—আর করিলেন পরিবর্ত্তন-বিরোধীগণ মহাত্মাজীর দোহাই দিয়া দেশকে কিরূপ ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিতেছিল—তাহা দেখাইবার জন্য। দেশবন্ধু কংগ্রেসকে রক্ষা করিয়া ইহাকে আবার উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

বস্তুতঃ দেশবন্ধুর মহাত্মাজীর প্রতি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত গভীর শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তিনি অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের কাছে প্রায়ই বলিতেন, "মহাত্মাজীর দেবচরিত্রের (saintly character) এর তুলনা নাই, এরূপ মহৎগুণান্বিত নেতার আগমন ভারতের ভাগ্যেই হইয়াছে; সচরাচর অন্য দেশেও এরূপ হয় না—তবে কার্য্যতঃ দেখিতেছি, সঙ্কট সময়ে আমার সিদ্ধান্ত তাঁহার অপেক্ষা বেশী সমীচীন হয়—"my Decisions are more right."

অমানুষিক পরিশ্রমে দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল, দেহের কল-কব্জা শিথিল হইল, কিন্তু তথাপি তিনি চলিতেন অত্যধিক উৎসাহ বলেই।

দিল্লীতে কাউন্সিল প্রস্তাব পাশ হইবার পরেই দেশবন্ধু পণ্ডিত মতিলাল সহ ক্যানপুর ও এলাহাবাদ যান, পরে কলিকাতায় আসেন। "ফরওয়ার্ড" বাহির হয় ২৩শে অক্টোবর ১৯২৩, স্বরাজ্য-দলের আন্দোলন চালাইবার জন্য। কিন্তু আরম্ভ করিতে করিতেই, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপতি মজুমদার (বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সম্পাদক) মনোমোহন ভট্টাচার্য্য ("ফরওয়ার্ড" স্থাপনের সহায়কারী) প্রভৃতি অনেকে সেপ্টেম্বর মাসে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনানুসারে ধৃত হন। অতঃপরে ফরওয়ার্ডের ম্যানেজার হন সুভাষচন্দ্র বসু। শ্রীযুক্ত

শরৎচন্দ্র বসু কয়েকমাস পূর্ব্বেই ম্যানেজিং ডিরেক্টর হইয়াছিলেন।

অতঃপরে দেশবন্ধু কাউন্সিল-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া আশাতীত সাফল্য লাভ করেন। সর্ব্বত্রই স্বরাজ্য-দলের বিজয় ঘোষিত হয়—স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যারাকপুর কেন্দ্রে ডাঃ বিধান রায়ের কাছে পরাজিত হন, এ্যাডভোকেট জেনারেল সতীশরঞ্জন দাশ বড়বাজার কেন্দ্রে সাতকড়িপতি রায়ের কাছে, আর কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, সুরেন্দ্রনাথ হালদারের নিকট পরাভূত হন।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এবং সেণ্ট্রাল এ্যাসেম্ব্লিতেও স্বরাজ্য-দলের জয় সূচিত হয়। পণ্ডিত মতিলালই সেনট্রাল এসেম্ব্লির নেতা হন। সমস্ত ব্যাপারই পরবর্ত্তী কংগ্রেসের কোকনদ-অধিবেশনের পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হয়।

জয়লাভ করিবার পরে, বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড লিটন দলের নেতা হিসাবে দেশবন্ধুকেই বাঙ্গালা প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। কিন্তু তিনি উত্তর দেন—

148, Russa Road South,
Bhowanipore, the 16th Dec. 1923.

"Your Excellency.

I placed before our party the position as explained by your Excellency and they have just declined not to accept your Excellency's kind offer. The members of this party are pledged to do everything in their power by using the legal right granted under the Reforms Act to put an end to the system of Dyarchy. This duty they cannot discharge if they accept office. The party is aware that it is possible to offer obstruction from within by accepting office, but they do not consider it honest to accept office, which is, under the existing system, in your Excellency's gift

and then turn it into an instrument of obstruction. The awakened consciousness of the people of this country demands a change in the present system of Government and until that is done, and unless there is some change in the general administration indicating a change of heart, the people of the country cannot offer willing co-operation. Under the circumstances, I regret I cannot undertake responsibility regarding the transferred departments. My party however wishes to place on record their appreciation of the spirit of constitutionalism which actuated you in making the offer which we feel bound not to accept."

C. R. Das.

"আপনি যাহা লিখিয়াছেন, আমি আমাদের দলের নিকট তাহা উপস্থাপিত করিয়াছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক যাহা দিতে চাহিয়াছেন তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। শাসন-সংস্কার-বিধান অনুসারে তাঁহাদিগকে যে আইনসঙ্গত অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারই সাহায্যে তাঁহারা দ্বৈতশাসন-প্রথাকে উচ্ছেদ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু সরকারী কার্য্য গ্রহণ করিলে তাঁহাদের এই কর্ত্তব্য তাঁহারা সম্পাদন করিতে পারিবেন না। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া ভিতর হইতেও বাধা প্রদান করা যাইতে পারে বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিলেও, এই কার্য্যভার—যাহা আপনার দান—তাহা গ্রহণ করিয়া তাহাই আবার বাধাদানের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা তাঁহারা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করেন না। দেশের নব-জাগ্রত চেতনা বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির একটা পরিবর্ত্তন দাবী করিতেছে। যে পর্য্যন্ত তাহা না হয় এবং হৃদয়ের পরিবর্ত্তন-সূচক কোন পরিবর্ত্তন যে পর্য্যন্ত এ পদ্ধতিতে দেখা না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দেশের লোক সহযোগিতা করিতে পারিতেছে না। এই অবস্থায় আমি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, হস্তান্তরিত বিভাগের কোন দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিতে পারি না। আপনি

এই কার্য্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া নিয়মতন্ত্রের প্রতি যে আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আমার এবং দলের সকলের চিরদিন স্মরণ থাকিবে।"

এখন পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন—এ ক্ষেত্রেও চিত্তরঞ্জনের স্বাধীন মনোভাবই সূচিত হইতেছে কি না? চিত্তরঞ্জনের কাউন্সিল প্রবেশ যাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাঁহারা ভ্রান্ত। বস্তুতঃ কাউন্সিলে গিয়া তিনি কখনও অসহযোগ-নীতি বর্জ্জন করেন নাই। আবার সহযোগিতা কবিতে যে তাঁহার বাধা ছিল তাহাও নহে। জাতীয় উপাদানগুলি স্ফূর্ত্তি পাইবার উপযোগী নীতি প্রবর্ত্তিত হইলেই সহযোগিতা করিবেন, ইহা চিত্তরঞ্জন বরাবরই বলিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া কোন নেতাই এই নীতির বিরোধী নহেন। এবং আজও দেশবন্ধুর নীতিই চলিতেছে। স্বাধীনতাপ্রয়াসী পণ্ডিত জওহরলালও এই নীতি হইতে একটুও অগ্রবর্ত্তী হইতে পারেন নাই। এ্যাসম্ব্লি নীতির সহায়তায়ই ভারতের (যদিচ অখণ্ড নয়) স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইয়াছে। 'কানু বিনা গীত নাই'—কেবল ইংরাজ শাসন থাকার সময়েই নয়; ইংরাজ-শাসনের বিলোপেও চিত্তরঞ্জনের এই পার্লামেণ্টারী নীতিই বলবৎ থাকিবে।

চিত্তরঞ্জন যে তারিখে এই পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই তারিখে তিনি হিন্দু-মুসলমান প্যাক্টের খসড়া এবং আপনার প্রতিষ্ঠিত দলের কার্য্যতালিকা স্বরাজ্য-দল কর্ত্তৃক মঞ্জুর করাইয়া লন। অতঃপর লর্ড লিটন জাতীয় দলের নেতা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কেও মন্ত্রিত্ব গ্রহণে আহ্বান করিয়া সফলকাম হইতে পারিলেন না।

দেশবন্ধু পাঞ্জাব, দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি দেশ ঘুরিয়া বুঝিয়াছেন, হিন্দু-মুসলমানের স্থায়ী মিলন ভিন্ন উপায় নাই। আর বুরোক্রেসীকে পরাস্ত করিতে হইলে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে-সব কারণে সাধারণতঃ বিরোধ হয়, সেগুলির সমাধান না হইলে হইবে না। ইতিপূর্ব্বে বোম্বাইতে মে মাসে (১৯২৩) দেশবন্ধু দাশ, হাকিম

আজমল খাঁ ও ডাক্তার আনসারী National Pact-এর একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া ওয়ার্কিং কমিটীতে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। পরে উহা A. I. C. C.তে পাঠানো হয়। (Vide Resolution XVIII Working Committee, Bombay—23rd May 1923)

দিল্লীর বিশেষ অধিবেশনেও স্থির হয়, ডাক্তার আনসারী, লালা লাজপত রায় (অথবা পণ্ডিত মালব্য) ও সর্দ্দার মেহতাপ সিং যেন একটী ন্যাসনাল প্যাক্ট খাড়া করিয়া সভ্যদের মত নেন এবং কোকনদে উপস্থিত করেন।

এখন কাউন্সিলে জয়লাভ করিয়া, ভবিষ্যৎ একতা রক্ষার জন্য চিত্তরঞ্জন কোকনদে যাইবার পূর্ব্বেই বাঙ্গালা দেশের জন্য একটি বেঙ্গল প্যাক্ট করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সমবেত শক্তিতে আমলাতন্ত্রকে আক্রমণ করিতে হইলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ-বুদ্ধি থাকিলে চলিবে না, আর ইহার কারণগুলি অর্থাৎ মূল উৎপাটন করিতে না পারিলে উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের আশাও সুদূর পরাহত। সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া যদি উভয়ে মারামারি কাটাকাটি খুনোখুনি করে তাহাতে বুরোক্রেসীই আরও প্রবল হয়, আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ি। সুতরাং আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থগুলি বিসর্জ্জন দিয়া স্থায়ী ঐক্যে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াই কর্ত্তব্য। মসজিদের সম্মুখে বাজনা, গো-হত্যা প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রায় ঝগড়া হইয়া থাকে। তৎপরে চাকুরীর প্রশ্ন প্রবল হয় এবং সম্প্রতি নির্ব্বাচন প্রথাই বিরোধের প্রধান বিষয়। সর্ব্বত্রই এই বিদ্বেষ ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে। কলিকাতায় টালা অঞ্চলে ১৮৯১ ও ১৮৯৫তে সংঘর্ষ হয় এবং পরে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বহু হিন্দু-মুসলমান এই মিথ্যা বিবাদে প্রাণ হারাইয়াছে। লর্ড কার্জ্জন, স্যার ব্যাম্‌ফাইল্ড্ ফুলার-এর কথা এবং পরে মিণ্টো-মর্লির সংস্কার কার্য্যতঃ এই বিদ্বেষানলে আহুতি দিয়াছে। লক্ষ্ণৌ সহরে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কংগ্রেসে যে ১৯১৬ খৃঃ স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন প্রথা-সম্বলিত প্যাক্ট হয়, তাহাও বুরোক্রেসী কার্য্যকরী করে নাই। ১৯২৩ এর মিউনিসিপ্যাল প্যাক্টে মুসলমানকে

কিছুদিনের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথা দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং এখানেও কিছু দেওয়া যাক—এই সব বিবেচনা করিয়া তিনি সম্মিলিত দাবী এবং সম্মিলিত কার্য্যপন্থা উপস্থিত করিয়া (Joint demand and joint action) নিম্নলিখিত সর্ত্তে একটি প্যাক্টের খস্‌ড়া করেন—

(1) Representation in Bengal Legislative Council—

Be it resolved that representation in the Bengal Legislative Council be on the popular basis with separate electorates subject to such adjustment as may be necessary by the All India Hindu Mussalman Pact (National Pact) and by the Khilafat and the Congress.

প্রস্তাব হইল যে বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় পৃথক নির্ব্বাচন পদ্ধতিতে লোক-সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হউক, তবে সমগ্র ভারতীয় ন্যাসনাল প্যাক্ট কংগ্রেস ও খিলাফেত দ্বারা ইহা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে।

Representation in Local bodies—60 : 40 অর্থাৎ যে জিলায় হিন্দু বেশী, শতকরা ৬০ জন সভ্য হিন্দু হইবে, আর যে জেলায় মুসলমান বেশী, শতকরা ৬০ জন সভ্য মুসলমান হইবে।

এই ক্ষেত্রে যুক্ত কি পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা হইবে, সে প্রশ্ন এখন স্থগিত রহিল। উভয় সম্প্রদায়ের মতামত জানিয়া পরে তাহা ঠিক হইবে।

তবে এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হয়—এই "প্যাক্ট" অনুসারে কাজ এখন হইবে না ; হইবে—হিন্দু মুসলমানের চেষ্টায় স্বরাজের ভিত্তি সংস্থাপিত হইবার পরে।

Representation comes into force only after the foundation of Swaraj is established.

এই প্যাক্ট কার্য্যে পরিণত হইলে অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইতনা। অপরের দেওয়া প্যাক্টে আমরা আর পার্থক্যের

পথে অগ্রসর হইতাম না। যাঁহারা বলেন, এই প্যাক্টের অবতারণা করিয়া আমরা মুসলমান সম্প্রদায়েব সংযোগ পাইবার বাসনা জাগ্রত করিয়া দিলাম তাঁহারা নিতান্তই ক্ষীণদৃষ্টি এবং ইতিহাস সম্বন্ধে অন্ধ। বাসনা ছিল পূর্ব্ব হইতেই, আর সে বাসনা মোটেই অযৌক্তিক নয়। সে বাসনার অগ্নি প্রশমিত করিবার জন্যই প্যাক্টের সংযোজনা হয়। ইতিপূর্ব্বে লাহোরে এক বিশিষ্ট বৈঠকে তিনি স্পষ্টই বলেন—

"The idea of joint electorate with a fixed proportion of seats would appeal to me and if the Mohammedans could accept it nothing could be better. For the sake of peace and to remove suspicion I am even willing to provide for separate electorates as a tentative measure pending greater National solidarity."

তবে উভয় সম্প্রদায়ের মিলিয়া একটা রফা করা উচিত। কোকনদ কংগ্রেসে ডাক্তার আনসারী ও লালা লাজপতও এরূপ একটী প্যাক্ট আনেন। এবং তাহাতে প্রস্তাব হয় (১৯২৩)—

"Various communities shall have separate representations, both State and Federal. Dr. Ansari writes to extend this to Municipalities and Local Boards. Lajpat Rai does not agree to this. He says 'a time limit may be fixed during which communal representation will be enforced and at its expiry, it will be abolished altogether. Such representation will be in proportion to the numerical strength of each community in the constituencies—Sikhs, Christians & Parsis."

বেঙ্গল প্যাক্টের অন্যান্য সর্ত্ত—

Goverment posts—55 : 45. মুসলমান শতকরা ৫৫টি চাকুরী পাইবে। পরীক্ষাও মুসলমানের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে।

চিত্তরঞ্জন বলিতেন, "যখন স্বরাজের জন্য মুসলমানেরও বিপুল আত্মত্যাগ করিতে হইবে ওখন তাহাদের ন্যায্য দাবী না দিলে চলিবে কেন? তাঁহার বিশ্বাস ছিল, চাকুরীতেই হিন্দু দিন দিন হীন হইতে

চলিয়াছে। মুসলমানদেরও পরে উহা ভাল লাগিবে না। অতএব চাকুরী নিয়া হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ গোলমাল হইবে না।

Religious toleration—

(1) No resolution affecting the interest of any community is to be allowed unless 75 p.c. of the elected members of that community consent to it. ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ প্যাক্টেও এটি ছিল, নির্ব্বাচিত সদস্যদের শতকরা ৭৫জনের সম্মতি ব্যতীত ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন প্রস্তাব বা আইন হইবে না।

(2) No music in procession is to be allowed before any mosque. মস্‌জিদের সম্মুখে শোভাযাত্রা বাজাইতে পারিবে না।

(3) Cow-killing for religious sacrifices is not to be interfered with. ধর্ম্মের-জন্য-গোহত্যায় বাধা দেওয়া হইবে না।

(4) In providing that—no legislation or enactment in respect of cow-killing for food will be taken up in the Council, but endeavour should be made by members of both communities outside the Council to bring about an understanding between the communities. খাদ্যের জন্য গো-হত্যা সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে আপোষ মীমাংসা করিতে হইবে।

(5) Cow-killng should be carried on in such a way as not to wound the religious feelings of the Hindus. গোহত্যা এমন ভাবে করিতে হইবে যে হিন্দুদের ধর্ম্মবোধে আঘাত না লাগে।

(৬) প্রত্যেক মহকুমায় হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গে যাহাতে গোলমাল না হয় দেখিতে হইবে এবং গোলমাল হইলে আপোষের

ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সেই আপোষ-বৈঠকে অর্দ্ধেক হিন্দু অর্দ্ধেক মুসলমান থাকিবে।

আইন দ্বারা জোর করিয়া বন্ধ করিলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ আরও বাড়িবে বলিয়া অধিকাংশ সর্ত্ত প্রবর্ত্তিত হয়। অতঃপর সিরাজগঞ্জের কন্‌ফারেন্সে স্থির হয় যে মুসলমানরাও হিন্দুর মন্দিরের নিকট বাজনা বন্ধ করিবে।

বস্তুতঃ প্যাক্ট কেবল একটা খসড়া মাত্র। ইহার অনেক পরিবর্ত্তন হইবে, অনেকের মত লওয়া হইবে, দেশবন্ধু এইরূপ বিশ্বাস করিতেন।

ভারতীয় ন্যাসনাল প্যাক্টেরও সর্ত্ত হয়, স্থানীয় মীমাংসা বোর্ড কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সময়ে জনসাধারণের উপাসনার স্থানের (মস্‌জিদ মন্দির, গির্জ্জা, গুরুদ্বার) সম্মুখে বাজনা বন্ধ করিতে হইবে।

"No music shall be allowed in front of a place of public worship at such a time as may be fixed up by the local Conciliatory Board."

প্যাক্টের ব্যবহার কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হইবে, এই প্রশ্নের উত্তরে বরাবরই তিনি বলেন, স্বরাজ লাভের পরে, অথবা উহার ভিত্তি গ্রথিত হইয়াছে দেখিবার পরে—"Pact would not be enforced unless they had Swaraj Government, but the Pact should be concluded at once in order to remove suspicion."

প্রশ্ন—যদি মুসলমানগণ এখনই উহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে চান ?

দেশবন্ধু—অস্থায়ী শাসনতন্ত্রের সঙ্গে স্থায়ী প্যাক্ট সংযুক্ত করা হইবে না। হিন্দু-মুসলমান-সমর্থিত শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত না হইলে প্যাক্টকে কার্য্যকরী করা হইবে না। "I would not agree to introduce a stable Pact into an unstable

machinery set up by the Government to rule the country."

Forward, Oct, 23. 1924

প্যাক্টের পরে কলিকাতায় দুইটি সভার ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

(১) ২৩শে ডিসেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ বাগ্মী বিপিন পাল মহাশয় দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে বলিতে গিয়া বড়ই অপ্রস্তুত হন। তিনি বলিতে পারেন না, সভা ভাঙ্গিয়া যায়।

(২) ২৮শে ডিসেম্বর ভারত সভাগৃহে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ।

সাধারণ সভা বলিয়া যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রমুখ দেশবন্ধুর সহকর্ম্মিগণ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন যে, সভায় তাঁহারা প্যাক্ট সমর্থন করিবেন। জনসমাগমে সভাগৃহ ভরিয়া যায় এবং অধিকাংশই প্যাক্টের সমর্থক ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সভায় আসিয়াই বলেন, "প্যাক্টের সমর্থনকারীরা চলিয়া যান"—

"Those who are in favour of the Pact have no place in the Meeting."

অমনি গোলমাল আরম্ভ হইল। অতঃপরে সুরেন্দ্রনাথ বলেন, 'আচ্ছা বসুন, একজনকে আমি বলিতে দিব।' অতঃপর তিনি এবং তৎপরে মিঃ এস্ সি মুখার্জ্জি এম. এল. সি. কিছু বলিলেন, আবার গোলমাল আরম্ভ হইল। সুরেন্দ্রনাথ অসহিষ্ণু হইয়া সভা ভঙ্গ করিয়া দেন।

অতঃপরে সকলে শোভাযাত্রা করিয়া গোলদীঘিতে সমবেত হন এবং সেই দিন এবং তৎপর দিনও সেনগুপ্ত মহাশয়কে সভাপতি করিয়া প্যাক্ট সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া উহা সমর্থন করেন।

অতঃপরে ১৯২৩ সালের কোকনদ কংগ্রেসই আমাদের আলোচ্য বিষয় হইবে। ইহার সভাপতি হন মৌলানা মহম্মদ আলি।

রেলওয়ে রাস্তা খারাপ হওয়ায় বেশী লোক যাইতে পারে নাই, তবে দেশবন্ধু গিয়াছিলেন। সেখানে ন্যাসনাল প্যাক্ট, বেঙ্গল প্যাক্ট উভয়ই আলোচিত হয়। অতঃপরে নিম্নলিখিতভাবে প্রস্তাব গৃহীত হয়—

"Read the draft of the Indian National Pact and the Bengal National Pact.

Resolved that the Committee appointed by the Delhi session of the Congress do call for further opinions and criticisms and submit further report by the 31st March, 1924, to the A.I.C.C."

বিষয় নির্ব্বাচনী সভায় "Delete 'the Bengal Pact' delete 'the Bengal Pact'" রব চতুর্দ্দিকে উত্থিত হয় এবং বাঙ্গালী কণ্ঠেও সে-রব প্রতিধ্বনিত করে। দেশবন্ধুর উক্তিতে সকলে স্তব্ধ হইয়া যায়—

"You may delete 'the Bengal Pact' from the resolution but you cannot delete Bengal from the Indian National Congress. I cannot understand the arguments, 'delete the Bengal Pact'. Is Bengal untouchable ? Will you deny Bengal the suggestion on such a vital question ? If you do, Bengal can take care of herself.

"Bengal is where she stands. She is an integral part of the constitution of the Indian National Congress and she is intimately associated with the history of the political agitation from the commencement of the Congress down to the present day. Bengal cannot allow herself to be deleted in this unceremonious fashion."

প্রত্যক্ষদর্শী বন্ধুবর সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বলেন,—"বক্তৃতা দ্বারা সমগ্র দেশবাসীকে যে বশ করা যায়, তাহার জলন্ত প্রমাণ পাইয়াছি

কোকনদে এবং সিরাজগঞ্জে। কোকনদে আসিয়া চিত্তরঞ্জন বক্তৃতা দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু সরোজিনী নাইডু বলিয়া পাঠান যে, যদি তিনি প্যাক্ট সম্বন্ধে কিছু না বলেন, বড়ই ভুল করিবেন, আর বুঝাইয়া বলিলে এখানে নিশ্চয়ই তিনি কৃতকার্য্য হইবেন।

"He will commit the greatest mistake if he does not speak on the pact here, and I can assure him success." অনিচ্ছার সঙ্গে তিনি প্যাক্ট সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে "delete delete" শব্দ হইতে ক্রমে তিনি যখন ধমকাইয়া আপত্তিকারীগণকে নিস্তব্ধ করিয়া দেন, তখন সকলে যেন আগ্রহের সহিত ধীরভাবে তাহাব সমস্ত যুক্তি শ্রবণ করে।

অতঃপরে কেহ আর একটি কথাও বলে নাই।

কাউন্সিল সম্বন্ধেও এখানে প্রস্তাব হয়। তবে মৌলানা সাহেবতো দিল্লীতেই সমর্থন করিয়াছেন, এখানেও সেদিকেই ছিলেন। শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেলও প্রকাশ্যে কোনরূপ আপত্তি দেওয়া পছন্দ করিতেন না। শ্রীরাজাগোপালাচারী দিল্লীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে চাহেন নাই, কিন্তু বাঙ্গালার শ্যামসুন্দর ছাড়িলেন না। তিনি একটি মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন। তাঁহার সম্বন্ধে মিঃ পট্টভির কথাই বলিতেছি—

"Shyam Sunder Chakravarty, the woe-struck man of Bengal who had suffered years of deportation and imprisonment, of poverty and misery, was the man who moved the mighty audience of Coconada to tears by his speech opposing the Council-entry."

কোকনদেও দেশবন্ধুর মতই সমর্থিত হয়। প্রস্তাবটী হয়—

"This Congress reaffirms the Non-co-operation resolution at Calcutta, Nagpur, Ahmedabad, Gaya and Delhi."

একটি কথা এক্ষণে বলা প্রয়োজন। শ্যামবাবুর দেশভক্তি, দুঃখ, কারাভোগ, স্বরাজের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা,—স্বীকার করিতেই হইবে।

তবে নীতির বলেই হৌক, বা যে কারণেই হৌক, দেশবন্ধুর সঙ্গে বরাবরই যেন তাঁহার একটু প্রতিযোগিতার ভাব পরিলক্ষিত হইত। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভায় যে-সমস্ত ব্যাপার হইয়াছিল তাহা ইতিপূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

বাঙ্গালার কাউন্সিলেই যে কেবল জয়লাভ হইল তাহা নয়। মধ্যপ্রদেশে (C. P.) স্বরাজ্যদল সমভাবে জয়লাভ করিয়াছিল এবং Central Legislative-এ অর্থাৎ ভারতীয় Legislative Assembly-তেও স্বরাজ্যদল খুবই আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছিল। জয়লাভের পরে Assembly-তে স্বরাজ্যদলের Leader হইলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং বেঙ্গল কাউন্সিলে লীডার হইলেন স্বয়ং দেশবন্ধু। দেশবন্ধু নিজে কোন স্থান হইতে দাঁড়ান নাই, কিন্তু বীরেন্দ্র শাসমল ডায়মণ্ডহারবার ও মেদিনীপুর (দক্ষিণ) হইতে নির্ব্বাচিত হন। তিনি পরে তাঁহার মেদিনীপুর Constituencyটি দেশবন্ধুকে ছাড়িয়া দেন।

যেমন চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালার কাউন্সিলে জয়লাভ করেন, তাঁহার স্বরাজ্য-পার্টিও সেরূপ এ্যাসেম্ব্লিতে জয়ী হন। সেখানকার নেতা পণ্ডিত মতিলাল। ৯ই জানুয়ারীতে দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে লক্ষ্ণৌতে যে দিল্লী-প্যাক্ট তৈয়ার হয় তাহাতে স্থির হয়—

Demand—"for release of political prisoners, repeal of all repressive laws and for summoning of a National Convention to lay down the lines of the future constitution of India"—দেওয়া হইবে।

রাজনৈতিক বন্দীগণের মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, চণ্ডনীতিমূলক আইনের প্রত্যাহার করাইতে হইবে। এবং ভবিষ্যতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য জাতীয় (সর্ব্বদল) বৈঠকের আহ্বান করিতে হইবে।

Assembly-র সেশন আরম্ভ হইতেই মতিলাল প্রস্তাব করেন, অবিলম্বে সম্পূর্ণ দায়িত্বপূর্ণ গভর্ণমেণ্ট প্রদান করিবার জন্য গোল-

টেবল বৈঠক পাশ হউক—"To arrange a Round Table Conference to recommend a scheme of Full Responsible Government in India"—এই সম্বন্ধে মতিলাল বুঝাইয়া বলেন—সম্পূর্ণ দায়িত্বমূলক শাসনতন্ত্র রচনা করিবার জন্য অবিলম্বে গোলটেবিল আহূত হউক। আমাদিগকে কেবল ধ্বংসকারী বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমরা এখানে সহযোগিতা করিতেই আসিয়াছি। যদি গভর্ণমেণ্ট আমাদের গঠন ও সৃষ্টি চান, আমরা তাঁদেরই অঙ্গীভূত। যদি তাঁহারা আমাদের দাবী উপেক্ষা করেন তবে আমাদের দাবী ছাড়িব না, এবং যে-পর্য্যন্ত সে দাবী স্বীকৃত না হয়, আমরা অসহযোগীই থাকিব।

"Our party cannot be dismissed as wreckers. We have come here to offer our co-operation. If the Government would receive this co-operation, they would find that the Swarajists were their men. If not, the Swarajists would stand on their rights and continue to non-co-operate."

হোম-মেম্বার Sir M. Hailey বলেন 'Dominion Status' এর কথা সম্পূর্ণ নূতন। স্তবে স্তরে স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হইবে।

কিন্তু তাঁহার কথা কাহারও প্রীতিকর হইল না। স্বরাজ্য দল একটার পর একটা করিয়া প্রত্যেক প্রস্তাবে গভর্ণমেণ্টকে হারাইতে লাগিলেন, জাতীয় দল (Nationalists), স্বাধীনপন্থীগণ (Independent), তাঁহাদের সহায়তা করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মডারেটরাও সহায়তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে এত অসংখ্যবার গভর্ণমেণ্ট পরাজিত হয় যে Asembly-তেও সম্পূর্ণ Deadlock উপস্থিত হয়। সর্ব্বত্র এখন স্বরাজ্যদল আশাতীত ভাবে জয়ী হইয়াছেন।

আমরা মহাত্মাকে অনেকক্ষণ ছাড়িয়া রহিয়াছি। এই পুস্তকে অনেকবার উল্লেখ করিয়াছি, চিত্তরঞ্জনের মহাত্মার প্রতি কিরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধা ছিল। এই শ্রদ্ধাবলেই তিনি পাঁচবৎসর অপেক্ষা

না করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবসা ছাড়িয়া মহাত্মার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "মহাত্মার দেবচরিত্র-প্রভাবে আমি বিশ্বাস করিতাম, ভারতের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।"

মহাত্মার চরিত্রবল, গাম্ভীর্য্য এবং সমদর্শিতার উপর তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে (১৯২৪) সাংঘাতিক অসুখের পরে (Appendicitis) মহাত্মা জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া 'জুহু'তে বোম্বাইয়ের সমুদ্রতীরস্থ স্থানে কিছুদিন অবস্থান করেন। অতঃপরে একটু সুস্থ হইয়া তিনি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। মহাত্মাজী আসিতেই নো-চেঞ্জারগণ তাঁহাদের নীতি সম্বন্ধে যে খুবই আশান্বিত হইলেন, তাহা বলা বাহুল্য।

১৮ই মে পণ্ডিত মতিলাল ও দেশবন্ধু মহাত্মার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাদের কর্ম্মপদ্ধতির আলোচনা করেন। কিন্তু এই আলোচনায় কেহই সুখী হইতে পারিলেন না। মহাত্মাও তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিলেন না, স্বরাজ্য নেতৃদ্বয়ও পূর্ব্বভাব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। দুই-প্রস্থ বিবৃতি বাহির হয়। মহাত্মা বলেন—

(১) আমাদের মতদ্বৈধ খুঁটিনাটি কথায় নহে, উহা Fundamental.

(২) কাউন্সিল প্রবেশে অসহযোগ রক্ষিত হইতে পারে না।

(৩) তবে তাঁহাদের কার্য্যে কংগ্রেস বাধা দিবে না।

(৪) তাঁহারা যেন কিছু গঠনমূলক কার্য্য করেন যেমন [১] খদ্দর প্রচলন [২] বিদেশী বস্ত্রের উপর কর ধার্য্য করা [৩] পান-দোষ রহিত করা [৪] সাময়িক ব্যয় কমান।

দেশবন্ধু এবং পণ্ডিত মতিলাল বলেন—

(১) মহাত্মার যুক্তি আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

(২) আমাদের প্রস্তাবিত কাউন্সিল-প্রোগ্রাম অসহযোগের সম্পূর্ণ অনুরূপ।

(৩) আমরা কাউন্সিলের কর্ম্মপদ্ধতিতে 'obstruction' (বাধা) শব্দ ব্যবহার করি নাই, কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের প্রসারের

বিরুদ্ধে যে বাধা আসিবে, তাহার প্রতি আমরা obstruction করিব (বাধা দিব)—"We must resist the obstruction placed in our path to Swaraj by the Bureaucracy."

(৪) "We must introduce all measures, resolution & bills which are necessary for the healthy growth of our national life and consequent displacement of the Bureaucracy"—যে সমস্ত প্রস্তাব আমাদেব জাতীয় জীবনেব অনুকূল এবং যাহাতে বুরোক্রেসী অপসারিত হইতে পারে, আমবা সেইসব প্রস্তাব আনিব।

(৫) মহাত্মা যে গঠনমুলক কার্য্যেব প্রস্তাব করিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমবা একমত।

(৬) সত্যাগ্রহ (Civil disobedience) সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী যাহা বলিয়াছেন আমরা এসম্বন্ধে একমত।

"The moment we find that it is impossible to meet the selfish obstinacy of the Bureaucracy without civil disobedience, we will retire from the Legislative bodies and take time to prepare the country for civil disobedience. If by that time the country has not already become prepared for civil disobedience, we will then unreservedly place ourselves under his guidance and work through the Congress organisation under his banner, in order that we may unitedly work out a substantial programme of civil disobedience."

কিন্তু পূর্ব্বরূপ বিবৃতি দিয়াই মহাত্মাজী ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি স্পষ্ট বলিয়া দিলেন, এক সঙ্গে কাজ অসম্ভব,—যাহারা পদ (title), কাউন্সিল (Legislature), বিদ্যালয় (Schools and Colleges), আইন আদালত (Law Courts) প্রভৃতি পঞ্চ বর্জ্জনে, সত্য এবং অহিংসায় বিশ্বাস না করে, তাহারা কার্য্য-নির্ব্বাহক অনুষ্ঠানে থাকিবে না। 'Young India'-তে তিনি খুলিয়াই লিখিলেন—

"Difference between myself and Swarajists is honest and vital. It is therefore necessary to consider the way the Congress organisation is to be worked. It is clear to me that it cannot be jointly worked as Government cannot be jointly and effectively carried on by two parties with opposite views. ' I hold the boycott of rules etc. as an absolutely integral part of the Congress..
I would therefore urge that those who do not believe in the five boycotts, non-violence and truthfulness, should resign from the Congress executive bodies."

তাই অসহযোগ কর্ম্মপদ্ধতি আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে মহাত্মাজীর নির্দ্দেশানুসারে ২৪শে জুন ১৯২৪ তারিখে আমেদাবাদ সহরে অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির এক সভা আহূত হয়। স্বরাজ্য দলকে পরাজিত করিবার জন্য পরিবর্ত্তন-বিরোধীগণও দল বাঁধিয়া কমিটির এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সভায় মহাত্মাজীর চরকা-প্রীতি ও পূর্ণ গোঁড়া অসহযোগের বহুল-প্রচার সঙ্কল্প, দেশবন্ধু ও পণ্ডিতজীর রাজনৈতিক তীক্ষ্ণধী ও দক্ষতা, ও সর্ব্বোপরি সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলি সাহেবের শান্তি-স্থাপনের প্রয়াস সভ্যগণকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছিল।

মহাত্মা যখন সভায় প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার সদাহাস্য মুখমণ্ডল এবং তাঁহার প্রতি দেশবন্ধু প্রভৃতির যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনও দেখিবার জিনিষ হইয়াছিল। আলোচনাদি হইবার পর অবশেষে মহাত্মা প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন যে প্রতি মাসে নিজের হাতে কাটা ২০০০ গজ সূতা না দিলে কেহই কংগ্রেসের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবে না এবং যদি কেহ ঐরূপ সূতা না দেয়, তাহার নাম আপনিই কাটিয়া যাইবে।

মহাত্মার দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল পঞ্চ প্রকারের বর্জ্জন—উপাধি, স্কুল, আদালত, কাউন্সিল এবং বিদেশী বস্ত্র।

প্রথম প্রস্তাবেই স্বরাজ্য দল Point of order উপস্থিত করিয়া বলিলেন যে "যাঁহারা Creed সহি করিয়া কংগ্রেসের সভ্য এবং অল্-ইণ্ডিয়ার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং যাঁহারা কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি রূপে অল্-ইণ্ডিয়ার ex-officio সভ্য, এই প্রস্তাবে কংগ্রেস-প্রদত্ত তাঁহাদের সেই অধিকার ক্ষুন্ন করা হইবে। বিষয়টি সম্পূর্ণ নূতন এবং ইহা একমাত্র কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনেই নির্দ্ধারিত হইতে পারে, অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির দ্বারা নহে।" সভাপতি মহাশয় এ সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য ভোট গ্রহণ করেন। ভোটে স্থির হয় যে, এইরূপ প্রস্তাব মূল অধিবেশনে না হইয়াও অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতেই উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। মহাত্মার পক্ষে ৮৩ ভোট এবং স্বরাজ্য দলের পক্ষে ৬৭ ভোট হইয়াছিল।

অনেকে ভোট দানে বিরত ছিলেন, আজ বহুদিন পরে সাময়িক উত্তেজনার অবসানে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। এইরূপ প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য হইলে খাঁটি সভ্য-সংখ্যা খুবই কম হইত এবং কংগ্রেসের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইবার পথে আসিত। অধিকাংশ সভ্যই সূতা কাটিতে জানিত না—এবং সভ্য থাকিবার জন্য অন্য লোকের প্রস্তুত সূতা দিলে কংগ্রেসে মিথ্যাচরণ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইত। এবং তাহাতে মহাত্মাজীর নীতি অনুসৃত হইত না।

পণ্ডিত মতিলাল ও দেশবন্ধু এই প্রস্তাবের অন্যায্যতা সম্বন্ধে তীব্র ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া দলস্থ উক্ত ৬৯।৭০ জন সভ্য সঙ্গে লইয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করেন। ("We are going to-day, but will come in larger number") তৎপর সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে দণ্ডসর্ত্ত (penalty clause) উঠাইয়া দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ৬৭ : ৩৭ ভোটে মহাত্মার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। স্বরাজ্য দল সভাস্থল পরিত্যাগ করাতেই এই প্রস্তাবে অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছেন মনে করিয়া এবং স্বরাজ্য দল সভাস্থলে উপস্থিত থাকিলে সেদিকে ১০৭ ভোট হইত বলিয়া সত্যসন্ধ মহাত্মাজী পুনরায় একটি নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া দণ্ড

সর্ত্তটি (penalty clause) উঠাইয়া দিয়াছিলেন। অতঃপরে আবার মিটমাটের প্রস্তাব হয়।

অপরাহ্ণে স্যার আম্বালাল সারাভাই মহাশয়ের বাড়ীতে স্বরাজ্যদল সম্মিলিত হইলে মহাত্মার নিকট যাইয়া পরামর্শ করিবার কথা হয়। দেশবন্ধুই মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হন, এবং বলেন, "মহাত্মার সঙ্গে সহস্রবার সাক্ষাৎ করিতেও দোষ মনে করি না।" বৈকালে আপোষে সমস্ত স্থির হয়, এবং তৎপর দিবস আদালত, বিদ্যালয়, খেতাব, বিদেশীবস্ত্র-বর্জ্জন সম্বন্ধে অসহযোগ বিধান বলবৎ রাখিয়া কাউন্সিল সম্বন্ধে দিল্লী ও কোকনদ কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য চলিবারই কথা হয়। যাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, মহাত্মার ব্যক্তিত্ব প্রভাবে কংগ্রেসের সহিত স্বরাজ্যদলের সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, এবারেও তাঁহারা অতিমাত্রায় নিরাশ হইলেন। অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে কাউন্সিল-প্রবেশের বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাবই উত্থাপিত হয় নাই। কেবল দিল্লী ও কোকনদ কংগ্রেস অনুযায়ী কয়েকটি প্রস্তাব পাশ হয়।

আমেদাবাদের কমিটির অধিবেশনে গোপীনাথ সাহা সম্পর্কিত প্রস্তাবটিতে* দেশবন্ধু হারিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বরাজ্যদলের সহিত এই প্রস্তাবের কোন সংশ্রব ছিল না। পণ্ডিতজীও দেশবন্ধুর সহিত ভোট প্রদান করেন নাই, আবার অনেক পরিবর্ত্তন-বিরোধীও (No-Changer) প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। দেশবন্ধু বলিতেন, "মহাত্মার ও আমার প্রস্তাবে মূলতঃ কোন পার্থক্য ছিল না। তিনি গোপীনাথের আত্মোৎসর্গের প্রশংসা করিয়াছেন, আমরাও করিয়াছি। তিনিও তাঁহার কার্য্য বিপথে চালিত মনে করেন,

* গোপীনাথ সাহা নামক একটি যুবক মিঃ টেগার্ট (Sir Charles Tegart) মনে করিয়া মিঃ আর্ণেষ্ট ডে কে নিহত করিয়াছিল। এই সম্বন্ধে সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রস্তাবটি পাশ হয়।

আমরাও তাই করি। তিনি নিরুপদ্রব অসহযোগের পক্ষপাতী, আমরাও তাই।"

বস্তুতঃ সিরাজগঞ্জ :—

(1) Denounces and dissociates itself and non-violence.
(2) Adheres to non-violence.
(3) Appreciates sacrifice though misguided.
(1) Deeply sensible of love of country of Gopinath, however misguided.
(2) Condemns this and such political murders.
(3) Such acts are inconsistent with the non-violent policy of the Congress and retard progress.*

দেশবন্ধুর মহাপ্রস্থানের পর মহাত্মা অনেকবার বলিয়াছেন— "গোপীনাথ সাহা সম্পর্কিত প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের বিরোধ প্রেমিকের কলহ মাত্র।"

অতঃপর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা ও নাগপুর কংগ্রেসে অনুমোদিত বয়কট কর্ম্মপদ্ধতি বর্ত্তমান অবস্থায় দেশে প্রযোজ্য কি না অনুধাবন করিবার জন্য মহাত্মা সমগ্র প্রদেশ পরিভ্রমণ করেন। হিন্দু-মুসলমানের অসম্প্রীতি দেখিয়া তিনি এতই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন যে, অতঃপর তাঁহার মতের অনেক পরিবর্ত্তন হয়।

এবং অবশেষে এমন সব ঘটনা আসিয়া পড়ে যে, মহাত্মাজী ও দেশবন্ধু জীবনের শেষ কয়দিন একেবারে একাত্মবিশিষ্ট হইয়া গেলেন। আমরা সে সম্বন্ধে পরে নিবেদন করিতেছি।

* The A. I. C. C. regrets the murder of Mr. Earnest Day by Gopinath Shaha and offers its condolences to the deceased's family and although deeply sensible of the love, however misguided, of the country prompting the murder, the A. I. C. C. strongly condemns this and all such political murders and is emphatically of opinion that all such acts are inconsistent with the non-violent policy of the Congress and is of opinion that such acts retard the progress towards

দিল্লী, নাগপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, জব্বলপুর ও কোহাট প্রভৃতি স্থানে বিষম গোলমাল হয়। ৯ই সেপ্টেম্বর ও পরবর্ত্তী কয়েকদিনের ব্যাপারে ৪০০০ লোক প্রায় আহত হয়। এই কোহাটের ব্যাপারে দায়িত্ব কাহার, এই সম্বন্ধে আলোচনায় মহাত্মার সঙ্গে মৌলানা সৌকত আলি মত দেন না এবং মর্ম্মাহত হইয়া মহাত্মাজী এবার অনশন-ব্রত আরম্ভ করেন। দেশবন্ধু তারকেশ্বরের গোলযোগ মিটাইয়া ২৪শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা হইতে দিল্লী যাত্রা করেন। ২৬শে সেপ্টেম্বর বৈকালে মহাত্মাজী প্রার্থনায় যোগদান করেন, দেশবন্ধুও আসেন। দেশবন্ধু মহাত্মার সৌম্য ও ত্যাগের মূর্ত্তি দেখিয়া এত অভিভূত হইলেন যে, অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিতে লাগিলেন —আজ Goldsmithএর এই lineটারই সত্যতা মহাত্মাজীর মুখমণ্ডলে প্রতিভাত দেখিতেছি—

"Man wants but little here below."

এখানে Unity Conference হয় ২৬শে সেপ্টেম্বর হইতে ২রা অক্টোবর, হিন্দু মুসলমানের মিলন সম্বন্ধে যখন আরও অধিক চেষ্টার আভাষ পান তখন মহাত্মাজী অনশন ভঙ্গ করেন। দেশবন্ধু এই সময়ে সপরিবারে আসিয়াছিলেন এবং কুতব মিনারের সন্নিকটে ছিলেন। সেখান হইতে তিনি বাসন্তী দেবী, অপর্ণা দেবী ও মিঃ সুধীর রায় সহ সিমলায় রওনা হইয়া যান।

মহাত্মাজী, হাকিম আজমল খাঁ, লালা লাজপত রায় প্রভৃতি কয়েকজনকে নিয়া একটি পঞ্চায়েত গঠিত হয় এবং প্রত্যেক ধর্ম্ম এবং সদ্‌ভাবের প্রতি যাহাতে শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়, তাই স্থির হয়।

(১) প্রত্যেকেরই ধর্ম্মমতে তাহার স্বাধীনতা থাকিবে, কোন

Swaraj and interfere with the preparation of Civil Disobedience which in the opinion of A. I. C. C. is capable of evoking the purest sacrifice but which can only be offered in a perfectly pure atmosphere.

ধর্ম্মেরই বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপর কোনরূপ অশ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইবে না।

(২) ধর্ম্মস্থান মাত্রই পবিত্র; কোন ধর্ম্মস্থান অপবিত্র করিতে চেষ্টা করা হইবে না এবং ধর্ম্মস্থান আক্রান্ত হইলে সকলেরই উহা রক্ষা করা কর্ত্তব্য হইবে।

হিন্দুরা যেন কখনও আশা না করে যে, কোনরূপ বলপ্রয়োগ, সভাসমিতি ও প্রস্তাব, আইন বা আদালতের আদেশে গোহত্যা বন্ধ করা যাইবে; কেবল পরস্পরেব সম্প্রীতি ও ঐক্যেই তাহা সম্ভব। ইহাতে এমন হইবে না যে কোন সদাচার লোপ পাইবে। আবার যেখানে পূর্ব্বে গোহত্যা হয় নাই, সেখানে কখনও হইবে না। কোন বিসম্বাদ হইলে পঞ্চায়েত মীমাংসা করিবে।

মসজিদের নিকটে জোর করিয়া কোনরূপ আরতি, শঙ্খধ্বনি বন্ধ করা হইবে না। কোনরূপ বাদ্য বা সঙ্গীতও জোর করিয়া বন্ধ করা হইবে না। খুসীমত নিজ নিজ বাড়ী, মসজিদ বা অন্য সাধারণ স্থান (যদি হিন্দুর পূজাস্থান না হয়) হইতে পারিবে।

সকলেই ইচ্ছামত যে কোন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারে বা অন্যে দীক্ষা দিতে পারে। কিন্তু ছল, বল, বা প্রলোভন দ্বারা করা হইবে না। ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ প্রকাশ্য ভাবে হইবে. ১৬ বৎসবের নীচের ছেলেদিগকে পিতামাতার সম্মতি ব্যতীত ধর্ম্মান্তরিত করা হইবে না। সংবাদ-পত্রও কোনরূপে উত্তেজিত করিবে না। অতঃপর দেশবন্ধু কাজ সারিয়া সিমলা শৈলাবাস রওনা হন।

দেশবন্ধু যখন অকাতর পরিশ্রমের পর সিমলায় বিশ্রাম করিতে-ছিলেন, তখন খবর আসিল, ২৫শে অক্টোবর কলিকাতায় প্রায় শতাধিক বাড়ীতে খানাতল্লাস হইয়াছে আর শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, অনিলবরণ রায় প্রমুখ প্রায় ৭০ জন স্বরাজ্যদলের বিশিষ্ট কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছে। সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর নূতন কীর্ত্তি স্বরাজ কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা (Chief Executive Officer); অনিলবরণ বাবু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির

সম্পাদক, আর সত্যেন বাবু স্বরাজ্যদলের সম্পাদক। তিনজনই দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্তের ন্যায় সহায়ক। সত্যেন বাবু এবং অনিল বাবু ব্যবস্থাপক সভারও সভ্য ছিলেন।

অন্তরঙ্গ কর্ম্মীদের গ্রেপ্তারের কথা শুনিয়া অসুস্থ শরীরেও দেশবন্ধু সিমলা ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারও গ্রেপ্তারের আশঙ্কা ছিল বলিয়া কেহ কেহ কলিকাতা আসাটা পরামর্শ-সঙ্গত মনে করেন নাই। কিন্তু কোন বারণই কার্য্যকরী হইল না।

২৬শে অক্টোবর তারিখ দেশবন্ধু শিমলা পরিত্যাগ করিয়া এলাহাবাদ ষ্টেশনে মতিলালজীর সহিত পরামর্শ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছেন। আসিয়া সেই অসুস্থ শরীরে শতহস্তীর বল লইয়া আবার কাজে প্রবৃত্ত হইলেন—প্রথমেই কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের আসন হইতে তাঁহার মনের তিক্তভাব একেবারে ভাসিয়া উঠে। এই Law-less Law, দেশপ্রেমের জন্য এই অপরাধ—এই শাস্তি! বুরোক্রেসীর হিংসাবৃত্তির প্রতিহিংসা! সুভাষতো আমার কথাই বলিয়াছে, আমি যাহা চাই তাহাই চাহিয়াছে—আমিও তো তারই মত অপরাধী, তবে আমাকে ধরেনা কেন? আমিও সুভাষের মতই বলি আর প্রত্যেক মাতৃভক্ত ভারতবাসীরই তাহাই বলা ও করা উচিত—

"Every honest man in this country is bound to say, 'I love my country—I love my freedom, I will have the right—the right to manage my own affairs.'

"If that is a crime, I plead guilty to that charge. If that is a crime, I am willing to be hanged for that rather than shirk my duty which I feel to be the only duty of every Indian of the present day.

"All that I want to say is that Subhas is no more a revolutionary that I am, why have they not arrested

me? I should like to know, why? If love of country is a crime, I am a criminal. If Subhas is a criminal, I am a criminal—Not only the C. E. O. of this very Corporation, but the Mayor of this Corporation is equally guilty".

বাহিরে অস্থিরতা, ভিতরে ব্যথা। পরাধীনতার জ্বালা তিনি আর সহ্য করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, সর্ব্বদাই যন্ত্রণায় ছটফট্‌ করিতেছিলেন। ৩১শে অক্টোবর লক্ষাধিক লোক টাউন হলের সম্মুখে আসিয়া সমবেত হইয়াছিল।

দেশবন্ধু প্রদীপ্ত তেজে বালক, যুবক, বৃদ্ধ, সকলের হৃদয় মাতাইয়া বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গলার যুবক, তোমাদের হৃদয়ে স্বাধীনতার আগুন জ্বলিয়া উঠুক, স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া এস, আত্মবিসর্জ্জন দিতে দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠ। এই জরাজীর্ণ, পীড়াশীর্ণ দেহ লইয়া সর্ব্বাগ্রে আমি সম্মুখীন হইব, তোমরা আমার অনুসরণ কর। মা, একবার সংহার-মূর্ত্তিতে প্রকাশ হও মা, আমরা সকলে তোমার সম্মুখে আত্মোৎসর্গ করিয়া স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখি।"

সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির গ্রেপ্তারের কথা শুনিয়া মহাত্মা গান্ধীও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। "Barbarism under civilisation" বলিয়া এই কার্য্যের নিন্দা করিলেন এবং হৃতসর্ব্বস্ব, হতবল, কর্ম্মক্লান্ত বন্ধুর সহিতও কথোপকথনের জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়া ৪ঠা নভেম্বর তারিখে মহাত্মা কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিলেন। দেশবন্ধু তাঁহাকে ও পণ্ডিত মতিলালকে ব্যাণ্ডেল হইতে অভ্যর্থনা করিয়া ষ্টীমারে করিয়া লইয়া আসেন। অন্যান্য স্বরাজ্য নেতৃবৃন্দও সেদিনই সকালে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিলেন। মহাত্মাও বুঝিতে পরিলেন, স্বরাজ্যদলের শৃঙ্খলা ও কর্ম্মকুশলতাই সরকারের ভয়ঙ্কর রুদ্র নীতির প্রবর্ত্তনের মূল কারণ। আমলাতন্ত্র বলেন—সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া terrorists রহিয়াছে। তাই যদি হয়, তবে স্বরাজ্যদল ছাড়া অন্য

দলেও তো terrorist আছে। তবে যাহারা ধৃত হইয়াছে, সকলেই স্বরাজ্য-দলভুক্ত কেন? সমস্ত মতদ্বৈধ ভুলিয়া সমস্ত দেশকে আবার এক করিবার জন্য মহাত্মা ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

এই গোলমালে দেশের ঐক্যবন্ধনের একান্ত আবশ্যকতা মহাত্মা উপলব্ধি করেন এবং স্বরাজ্যদলের কর্ম্মক্ষমতা ও বুরোক্রেসীকে হারাইবার শক্তিলাভের পরেই সেই একতার দৃঢ়ীকরণে একেবারে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন। মহাত্মাজী সম্মিলিতভাবে বুরোক্রেসীর রুদ্রনীতির সম্মুখীন হইবার জন্য নিজের বদ্ধমূল নীতিও যে আমূল পরিবর্ত্তন করিতে একান্ত তৎপর হইয়া উঠিলেন, এখানেই মহাত্মার প্রকৃত মাহাত্ম্য প্রকটিত হইল। কলিকাতায়ই তিনি এক সময়ে বুরোক্রেসীর কার্য্যে অসহিষ্ণু হইয়া অসহযোগ-ব্রত গ্রহণ করেন। আবার আজও সেই কলিকাতায়ই বুরোক্রেসীর কার্য্যে তিক্ত হইয়া সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিবার জন্য সেই বর্জ্জন-নীতি পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এইরূপ সাহস, দূরদৃষ্টি এবং অনাবিল দেশপ্রেম আছে বলিয়াই ইনি জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কলিকাতায় অষ্টত্রিংশ সম্মিলন হইল, ইহাতে যে শক্তি সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহাই জগতের ইতিহাসে ভারতের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিবে।

৪ঠা নভেম্বর তারিখে বৈকালে দেশবন্ধুর বাড়ীতে যে বৈঠক হয়, তাহাতে মহাত্মা, দেশবন্ধু এবং মতিলালজীর স্বাক্ষরে স্থির হয় (১) আপাততঃ সম্মিলিত শক্তিতে কাজ আবশ্যক. (২) অসহোযোগ স্থগিত থাকিবে (৩) খদ্দর পরিধান এবং বিদেশীবস্ত্র বর্জ্জন কংগ্রেসের মুখ্য কার্য্যরূপে পরিগণিত হইবে। (৪) প্রতি মাসে ২০০০ গজ চরকার সূতা দিয়া (নিজের কাটা হউক অথবা অপরের কাটা-ই হউক, কংগ্রেসের সভ্য হইতে হইবে। (৫) স্বরাজ্যদলের কার্য্য কংগ্রেসের অন্তর্গত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু পরিচালন ও অর্থ সংগ্রহের জন্য স্বরাজ্যদলই দায়ী থাকিবে।

এই নিবেদন মহাত্মা, দেশবন্ধু ও পণ্ডিতজী কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়া

ঐক্যবন্ধনের দৃঢ় সেতু স্বরূপ দেশের অশেষ কল্যাণসাধনের হেতু হইয়া উঠিল। অতঃপর কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলি এই আপোষ সকলের সম্মতিবদ্ধ করিবার জন্য বোম্বাইতে ২১শে নভেম্বর অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির বৈঠক ও সর্ব্বদলের সম্মিলনের ব্যবস্থা করেন। কৃষ্ণ হলে গৃহীত এই সর্ব্বদলের মিলন-পরিষদেও, স্বরাজ্য দলের সাফল্যেই চণ্ডনীতির উদ্ভব হইয়াছে এই ধারণা মহাত্মা ও সকলেরই মনে দৃঢ় হইয়াছিল এবং সকলেই মিলনের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়া ওঠেন। অতঃপরে কিরূপে ডিসেম্বর মাসের বেলগাঁও কংগ্রেসে মহাত্মার ও দেশবন্ধুর মধ্যে স্থায়ী মিলন সংগঠিত হয় এবং দেশবন্ধু ইহাতে গভীর আনন্দ জ্ঞাপন করেন, সেই মিলনের কথা আমরা পরে বলিব।

বোম্বাইয়ের সর্ব্বদল সম্মিলনের পরে পূর্ব্বোক্ত মিশনের ফলাফল সম্বন্ধে সর্ব্বসমক্ষে মহাত্মাজী ঘোষণা করিয়া বলিলেন—

"If the Congress suspend non-co-operation, Swarajists perhaps become predominent and if both the parties decide in national interest not to divide the Congress they must be recognised as joint and equal partners."

(Ahmedabad, October 29, 1924.)

২১শে নভেম্বর কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মৌলানা মহম্মদ আলি বোম্বাইতে একটি সর্ব্বদল-সম্মিলন আহ্বান করেন। এখানে প্রায় সমস্ত দলের নেতৃবৃন্দই উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালার এই চণ্ডনীতি সম্বন্ধে আলোচনার পরে দুইটি প্রস্তাব পাশ হয়—

(১) Condemning the Government policy in Bengal.

(২) একটি কমিটি গঠিত হয়, ইহা স্বরাজের একটি কর্ম্ম-প্রণালী (Scheme) গঠন করিয়া কি ভাবে সর্ব্বদল সম্মিলিত

ভাবে সুষ্ঠুভাবে কার্য্য করিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া ১৯২৫-এর ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে বিবরণী পাঠাইবে (রিপোর্ট করিবে)।

অতঃপরে ২৩শে নভেম্বর তারিখের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী মহাত্মাজী, পণ্ডিত মতিলাল ও দেশবন্ধুর যুক্ত কার্য্যপন্থা অনুমোদন করেন। ইহাতে বলা হয়—"যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ না করিয়া সম্মিলিত-ভাবে কাজ করিলেই সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, যেহেতু বাঙ্গালায় যে চণ্ডনীতি আরম্ভ হইয়াছে তাহা বাস্তবিক যাহারা হিংসানীতির আশ্রয়ী তাহাদের দমন করিবার জন্য নয়, স্বরাজ্য দলের বৈধ, শান্তিপূর্ণ ও নিয়মানুযায়ী কার্য্যাদি পণ্ড করিবার অভিপ্রায়েই প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাই বিদেশী বস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য বয়কট স্থগিত রাখা হইল, ১৮ বৎসরের লোক প্রতি মাসে ১০০০ গজ সূতা দিলেই সভ্য হইতে পারিবে (নিজ হাতের বা অপরের হাতের তৈরী)।" মহাসম্মিলনীর বক্তৃতা মঞ্চ হইতে দেশবন্ধু যে কয়েকটি কথা দেশবাসিগণকে বলিয়াছিলেন, তাহা চিরকাল দেশবাসীর প্রাণে অঙ্কিত থাকিবে—

"I know that lasting unity would be achieved when Mahatma Gandhi would be released and I was right. The Bureaucracy has challenged India in Bengal ; and what was the reply to the challenge ? Boycott of foreign cloth. The Bureaucracy expected a feast of quarrels at Belgaon, but Mahatmaji has disappointed it. I fully believe in constructive programme, but I also believe in giving the enemy no quarters in uprooting its foundation wherever possible. Councils, I know, will not bring Swaraj : but they impeded our progress and must be destroyed. Local bodies should be captured to build up our lives. Council

work is not the permanent point of activity with the Swarajists. We should come out after destroying them."

অনুবাদ—"আমি জানিতাম, মহাত্মা জেল হইতে মুক্ত হইলেই স্থায়ী মিলন সাধিত হইবে। এ সম্বন্ধে আমার এতটুকুও ভুল হয় নাই। বাঙ্গালা হইতে আমলাতন্ত্র সমস্ত ভারতকে একটা চ্যালেঞ্জ দিয়াছে। এই চ্যালেঞ্জের উত্তর কি? বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন। বেলগাঁও কংগ্রেসে একটা ঝগড়া হইবে, ইহাই আমলাতন্ত্র আশা করিয়াছিল। মহাত্মা তাহাদিগকে নিরাশ করিয়াছেন। গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতির উপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে এবং আমি ইহাও বিশ্বাস করি, সেখানে সম্ভব মূল উৎপাটন করিতে কোন সুযোগ দেওয়া হইবে না। কাউন্সিল আমাদিগকে স্বরাজ আনিয়া দিবে না তাহা আমি জানি। কিন্তু এইগুলি আমাদের উন্নতির বাধা স্বরূপ হইয়াছে। এইগুলিকে ধ্বংস করিতেই হইবে। আমাদের জীবন গঠনের জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকার করিতে হইবে। কাউন্সিল ধ্বংস করিয়া আমরা চলিয়া আসিব।'

বেলগাঁও কংগ্রেসেই চিত্তরঞ্জনের শেষ যোগদান, আর ইহাতে তাহার ও তাঁহার দলের সর্ব্বতোভাবে জয় সূচিত হয়। অতঃপরে স্বরাজ্যদলের কার্য্য শেষ হয় কারণ, কংগ্রেস স্বরাজ্যদলের কার্য্যকে আপনার কার্য্য বলিয়া অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন, পৃথক দল থাকিবার আর আবশ্যক হয় না। অতঃপরে কাউন্সিল প্রোগ্রাম কংগ্রেসের দ্বারাই কংগ্রেসের নির্দ্দেশে পরিচালিত হয়। তাই স্বরাজ্যদলের নেতৃবৃন্দ এখন কংগ্রেসের প্রধান কর্ণধার হইলেন। ১৯২৩ ও ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধু এবং পণ্ডিত মতিলাল ওয়ার্কিং কমিটিতে ছিলেন না। এইবার তাঁহারাই কর্ম্ম-সাফল্যে উক্ত কমিটির প্রধান মেম্বর নির্ব্বাচিত হইলেন। দুই বৎসরের অবিরত চেষ্টায় স্তরে স্তরে স্বরাজ্যদল আপনার বিশেষত্ব প্রতিপাদন করিয়া ক্রমে কংগ্রেসের একমাত্র কর্ণধাররূপে পরিণত হইল। কারণ কংগ্রেসের

কাজ এখন দুই অংশে বিভক্ত হইল (১) রাজনৈতিক কাজ—কাউন্সিলের কাজ। (২) খদ্দরের কাজ—গঠনমূলক কাজ। উভয়ই কংগ্রেসের কাজ সন্দেহ নাই, তথাপি কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য রাজনীতি—তাই রাজনৈতিক কার্য্য অর্থাৎ কাউন্সিল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যই কংগ্রেসের মুখ্য কার্য্য রূপে পরিণত হইল। প্রায় প্রদেশেই পরিবর্ত্তন-বিরোধীদের সংখ্যা নামমাত্র রহিল। বাঙ্গালায় নামমাত্র করিবার পক্ষেও ২।১ জন ব্যতীত কাহাকেও দেখা গেল না। তবে দেশবন্ধু কিন্তু খদ্দর ও চরকার কোনটিরই কম পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিতেন, "গঠনমূলক কার্য্য ও বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন ব্যতীত আইন প্রতিরোধ সম্ভব নহে।"

———

চতুর্থ অধ্যায় [ক]

বেলগাঁও কংগ্রেস অধিবেশন কয়েকটি কারণে বিশেষ স্মরণীয়—(১) মহাত্মা গান্ধী ইহার সভাপতি হন (২) পরিবর্ত্তন-বিরোধী দলের সঙ্গে আপোষ হয় (৩) স্বরাজ্যদলের কার্য্যপন্থাই কংগ্রেসের রাজনৈতিক পন্থারূপে স্বীকৃত হয়, অর্থাৎ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনই হন কংগ্রেসের রাজনীতি-বিভাগের অধিনায়ক।

অতঃপরে রাজনৈতিক বিষয়াদির ভার সম্পূর্ণরূপে দেশবন্ধুর স্বরাজ্যদলের নেতৃবৃন্দের হাতে ন্যস্ত হয়।

বেলগাঁও অধিবেশনে সভাপতি মহাত্মাজীর ভাষণ বিশেষ অনুধাবনযোগ্য বলিয়া এখানে উহার সারাংশ প্রদান করিলাম :—

"১৯২০ ও ১৯২১ সালে আমাদের যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা সিদ্ধ হয় নাই, ববং তৎপরিবর্ত্তে পরস্পরের মধ্যে বিরুদ্ধভাব জন্মিয়াছে, পবস্পর পরস্পবকে সন্দেহের চোখে দেখিতেছি। ইহা স্বরাজেব পথ নহে।

"লোকমান্য তিলক বলিতেন 'স্ববাজ আমাদের জন্মগত অধিকার'। আমি সেই স্বরাজ লাভ করিবাব জন্যই জন্মিয়াছি, আমি এই জীবনের মধ্যেই স্বরাজ লাভ কবিতে চাই। কিন্তু স্বরাজলাভের জন্য যতটুকু কার্য্য করা আবশ্যক আমরা এখনও তাহা করিতে পারি নাই—আমি এই কংগ্রেসের অধিবেশন সময়কেও মূল্যবান সময়ের অপব্যয় মনে করি। মৌলানা মহম্মদ আলির পত্নী বলেন যে, কংগ্রেসেব অধিবেশন-সপ্তাহে আমরা যেন সত্যই স্বরাজ পাইয়াছি এরূপ মনে হয়। এই কথা অনেকটা সত্য, কারণ কংগ্রেসের সপ্তাহে স্বরাজেব একটা অভিনয় হয় মাত্র। সাধারণের মধ্যে স্বরাজ আসিবার একমাত্র রাস্তা 'চরকা'—তবে যাঁহার এই বিশ্বাস নাই, তিনি তাহা বর্জ্জন করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না।

"দেশবন্ধু দাশ যে আপোষের সর্ত্ত উপস্থিত করিবেন, তদ্বারা অনেক পবিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি জোর কবিয়া বলিতে পারি যে সেই পরিবর্ত্তনে স্বরাজেব পথ খুবই পবিষ্কার হইবে এবং স্বরাজলাভ আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িবে। কিন্তু আপনাদিগকে আপোষেব সর্ত্তগুলি ভগবান সাক্ষী করিয়া মানিয়া লইতে হইবে এবং খুব আগ্রহ ও আন্তরিকতার সহিত প্রতিপালন করিতে হইবে।

"আমি ভুলের অতীত নই এবং হিমালয়ের মত বিরাট্ ভ্রমও করিয়াছি। সুতরাং আমার ব্যক্তিত্বের উপর কোন নির্ভর না করিয়া আপনারা হিন্দু-মুসলমানের একতা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটিতে ভোট দিবেন। আমার স্মরণ আছে মৌলানা সৌকত আলি বলিয়াছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই নির্ব্বোধের ন্যায় আচরণ করিতেছেন। সুতরাং আপনি আপনার নিজের নির্দ্দিষ্ট তালিকাবদ্ধ কার্য্যে অগ্রসর

হউন। এই মিলনের জন্য সহনশীলতার আবশ্যক; সেই জন্যই গুলনার নাম্নী এক মুসলমান বালিকাকে আমার কাছে রাখিয়াছি। আমি তাকে গোমাংস খাইতে নিষেধ করি না, যদিও আমি নিজে তাহা স্পর্শ কবি না। আমি তাহাকে স্নেহশীলতার মাধুর্য্য দিয়া অভিভূত করিয়া স্বেচ্ছায় গোমাংস ভক্ষণ ত্যাগ করাইতে পারিব, কারণ আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিতে পারিব যে গোমাংস না খাইলে কোরাণের মতে সে ধর্ম্মচ্যুতা হইবে না, কিন্তু আমি হিন্দু বলিয়া গো-পূজা কবিতে বাধ্য।

"শ্রীমতী নাইডু লিবাবেলদেব সম্বন্ধে আমায় কিছু বলিতে বলিয়াছেন। আমি তাঁহাদের এই কংগ্রেসের মধ্যে স্বরাজ্যদলের মত পাইতে চাই। আমি তাহাদেব পূজা করি এবং তাঁহাদেব জন্য আমি হৃদয় উন্মুক্ত করিয়াছি।

"কংগ্রেসের গঠন সম্পর্কীয় পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমি এই বলিতে পারি যে তদ্বাবা কংগ্রেসেব উদ্দেশ্য বা মূলনীতির কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না তবে 'চবকা' আমি ত্যাগ করিতে পারি না। আমি তাঁদের বলিয়াছি যে আমাকে কংগ্রেস হইতে বাহির করিয়া দিয়াও যদি তাঁহাবা ইহার মধ্যে আসিতে চান, আমি তাহাতেও স্বীকৃত। ইহার অধিক আব আমার বলিবার কি আছে?

"পরিশেষে প্রত্যেক কংগ্রেসেব সভ্যের নিকট আর আমার এই নিবেদন যে, আপনারা যেন যথার্থ আন্তরিকতার সহিত কার্য্য করেন। ইচ্ছা হইলে আপনারা আমার প্রস্তাব নামঞ্জুর বা অগ্রাহ্য করিতে পারেন। কিন্তু যদি উহা গ্রহণ করেন, তবে সততার সহিত তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া কংগ্রেসেব উদ্দেশ্য সাফল্যের গৌরবে মণ্ডিত করুন।"

এইবার অধিবেশন খুব শান্তি এবং শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। পরিবর্ত্তন-বিরোধী প্রায় তুইশত সভ্য মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আলাপালোচনা করেন। এবং ১২জন ব্যতীত সকলেই মহাত্মাজীর আপোষ প্রস্তাবে সম্মতি দেন। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী,

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ভেঙ্কটাপ্পায়া প্রভৃতি নেতাগণ মহাত্মার কথায়ই নির্ব্বিচারে সায় দেন। এই অধিবেশনে মহাত্মাজী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও পণ্ডিত মতিলাল যেন সর্ব্বদাই একাত্মভাবে কাজ করিতেছিলেন। মৌলানা ভ্রাতৃদ্বয়ও উপস্থিত ছিলেন।

অধিবেশন শেষ হইবার পূর্ব্বেও মহাত্মাজী একটি ভাষণ দেন, তাহাও নিম্নে প্রদান করিলাম—

"প্রতিনিধিবর্গ আমার প্রতি যে প্রকার ভালবাসা প্রদর্শন করিয়াছেন ও তাঁহারা যে প্রকার মনোযোগ পূর্ব্বক আমার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা কোন প্রেসিডেণ্টের অদৃষ্টে ঘটে বলিয়া আমি মনে করি না। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, কংগ্রেস ও বিষয় নির্ব্বাচন কমিটিতে সভাপতিত্ব করিয়া আমি খুবই আনন্দলাভ করিয়াছি। আমি যখন যাহা বলিয়াছি আপনারা তৎক্ষণাৎ তাহাই করিয়াছেন। আমি আপনাদিগকে হাটাইতে পারি, আমার জন্য আপনারা দাঁড়াইয়াছেন। আমি আপনাদিগের গমন দ্রুত করিয়া দিয়াছি। আপনারা অধীর হইয়া পড়িয়াছেন, আমিও অধীর হইয়াছি। আমরা স্বরাজের দিকে অভিযান করিয়া যাইতে চাহি।

"আমাদের অভিযান মন্থর গতিতে না হইয়া দ্রুত হওয়াই আবশ্যক, কাজেই মুহূর্ত্ত সময়ও নষ্ট হওয়া সমীচীন নহে। তাই আমি আপনাদের এক মিনিট সময়ও বৃথা নষ্ট করিতে পারি না, তাই আপনাদিগকে এত তাড়াতাড়ি চালাইতে হইয়াছে। আপনারা আমার কথা অনুসারে কাজ করিয়া মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন। আমি যাহা চাহিতে পারিয়াছি, আপনারা তাহা প্রদান করিয়াছেন। আমি এক্ষণে আপনাদের নিকট আরও বেশী কিছু চাহিতেছি। আমার প্রতি যে প্রকার উদারতা ও ভালবাসার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার প্রতিও সেই প্রকার ভালবাসা ও উদারতা দেখাইতে আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। সেই জিনিষটি আমার ও

আপনাদের সকলেরই আদরের। আমরা তাহারই জন্য একত্র হইয়াছি। সেই জিনিষটা হইতেছে **স্বরাজ**। আমরা যদি প্রকৃতই স্বরাজ চাহি, তাহা হইলে আমাদিগকে অবশ্য অবশ্য

স্বরাজের সর্ত্তগুলি

জানিতে হইবে। শ্রীযুত দাশ প্যাক্ট সম্পর্কে যে প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই প্রস্তাবে সেই সর্ত্তগুলি বলা হইয়াছে। আপনারা সেইগুলিতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন, কাজেই আপনারা সর্ত্তগুলি অবগত আছেন। অক্ষরে অক্ষরে সেই সর্ত্তগুলি আপনারা প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করুন। আপনাদের নিকট আমার এই অনুরোধ, অন্যকেও ইহা পূর্ণ করিতে বাধ্য করুন। অবশ্য আপনাদিগকে বলপ্রয়োগ করিয়া এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে বলিতেছি না। আপনারা সংবাদ-পত্র ও তদুদ্ভূত প্রভাব দ্বারা অন্যকেও এর সর্ত্তগুলি পূর্ণ করিতে বাধ্য করিতে পারেন। জিলায় জিলায় পরিভ্রমণ করিয়া সর্ব্বত্র

খদ্দর প্রচারের

ব্যবস্থা করুন। সকলকে খদ্দর, হিন্দু-মুসলমানের একতা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সম্পর্কীয় বার্ত্তা শুনাইয়া দিন এবং ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করুন। যুবকসম্প্রদায়ই স্বরাজ-সংগ্রামের প্রকৃত সৈনিক। তাহাদিগকে হস্তগত করুন।

বিদ্বেষ ভাব

পরিবর্ত্তনবিরোধী ও স্বরাজ্যদলভুক্ত লোকেরা যদি এখনও পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ, বিদ্বেষ ও ঈর্ষ্যাভাব পোষণ করেন, তাহা হইলে সকল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। বিদ্বেষ, ক্রোধ—এক কথায় হৃদয়ের সমস্ত কুভাব বর্জ্জন করিয়া সকলে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হোন —উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আপনারা সকলেই এই পবিত্র সঙ্কল্প লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করুন যে, 'আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও আজ আমরা

যে বন্ধনে বদ্ধ হইলাম,—পরিবর্ত্তনবিরোধী ও স্বরাজ্যদল যে বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, সেই বন্ধন কিছুতেই ছিন্ন হইবে না'।"

ধন্যবাদ প্রদান

অতঃপর মহাত্মা গান্ধী অভ্যর্থনা সমিতির প্রত্যেক সদস্য, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর নায়ক ডাক্তার হার্দ্দিকর প্রভৃতিকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়া এই বৎসরের জন্য কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ করেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে উঠিয়া এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, "আমি আশা করি, প্রত্যেক লোক, তা তিনি স্বরাজ্যদলভুক্তই হউন বা পরিবর্ত্তনবিরোধীই হউন, 'কলিকাতা' প্যাক্ট অনুসারে কাজ করিবেন।

এইখানে আর তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তির ভাষণ প্রকাশ করিলাম—

শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ

কলিকাতায় তাঁহার সহিত মহাত্মার যে মিলনচুক্তি হইয়াছে, সেই প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে দাশ মহাশয় বলেন, তিনি কখনও কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। যদিও দিল্লী ও কোকনদে উভয়দলে মিটমাট হইয়াছিল, তবুও তিনি বিশ্বাস করিতেন যে স্থায়ী মিলন তখনই হইবে, যখন মহাত্মা গান্ধী মনে প্রাণে স্বরাজ্যদলের কার্য্যনীতি বুঝিতে পারিবেন। বুরোক্রেসী আজ বাঙ্গালা দেশে বে-আইনী আইন প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতবাসীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিয়াছে। তাঁহারা বুরোক্রেসীর এই আবেদনের কি উত্তর দিবেন? বিদেশী দ্রব্য বয়কটই এ আহ্বানের প্রত্যুত্তর দেওয়ার একমাত্র উপায়। বুরোক্রেসী আশা করিয়াছিল যে, বেলগাঁওয়ে স্বরাজ্যদলে ও মহাত্মা গান্ধীর দলে বাক্‌বিতণ্ডা

দ্বন্দ্ব-কলহ হইবে, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী তাহা হইতে দেন নাই। তিনি (দাশ মহাশয়) গঠনমূলক কার্য্যের শিকড় উন্মূলিত করিবার অবকাশ শত্রুকে দিতে চাহেন না (করতালি)। বর্ত্তমান শাসন-তন্ত্রানুযায়ী গঠিত সারহীন ব্যবস্থাপক সভার অস্তিত্ব রাখা তাঁহারা স্বরাজলাভের প্রতিবন্ধক বলিয়াই মনে করেন। ব্যবস্থাপক সভা ধ্বংস করা ও মিউনিসিপ্যালিটি, জিলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড প্রভৃতি অধিকার করাও তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। অনেকে মনে করেন, ব্যবস্থাপক সভার কাজই বুঝি স্বরাজ্য-দলের প্রধানতম কাজ; কিন্তু তাহা নহে, তাঁহারা বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভার ধ্বংসকারী, কার্য্যান্তে সভার সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিবেন। তিনি এ বিশ্বাস করেন যে, চরকার দ্বারা পল্লীগ্রামের লোকেদের যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি হইবে। আজ ভারতের ত্রিশ কোটী লোককে দেড় লক্ষ মাত্র ইংরাজ ক্রীতদাস করিয়া রাখিয়াছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? তিনি আশা করেন, প্রত্যেক লোকেই চরকায় সূতা কাটিবে এবং চরকা কাটিতে অনিচ্ছুক স্বরাজীরা একটি সূতাও কিনিবার সুযোগ পাইবে না (হাস্যধ্বনি)। উপসংহারে দাশ মহাশয় সকলের নিকট নিবেদন করিয়া বলেন, আগামী বার মাস ধরিয়া যেন সকলে "খাদী কী জয়" ধ্বনি করেন। গঠনমূলক কার্য্যই সকলের দৃঢ় ব্রত হউক।

মৌলনা হসরৎ মোহানী

বলেন, তিনি যদিও স্বরাজ্যদলের একজন সভ্য, তথাচ তিনি দাশ মহাশয়ের এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছেন,—ইহাতে যদি তাঁহাকে কংগ্রেস হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতেও তিনি পশ্চাৎপদ হইবেন না। যখন অসহযোগকে ত্যাগ করা হইয়াছে, তখন স্বরাজীই হউন, আর পরিবর্ত্তনবিরোধীই হউন, কাহারও কোকনদের পর কোন রাজনৈতিক কার্য্যপদ্ধতি নাই। কাজেই চরকায় সূতা কাটিলে অথবা চরকার সূতা দিলে কংগ্রেসের সভ্য

হওয়া যাইবে, এরূপ কোন নিয়মের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। তিনি সকলকে এই কথা স্মরণ করিতে বলেন যে, বেশীদিনের কথা নয়, মহাত্মা গান্ধী "বয়কটের" প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, অসহযোগই স্বরাজ আনয়ন করিবে; এক্ষণে মহাত্মা গান্ধী নিজের অভিমতের বিরুদ্ধেই কাজ করিতেছেন। তিনি স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইতেছেন যে, কংগ্রেস একটা সূতা কাটার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কাজেই কংগ্রেসে ভোট দিয়া কোনই লাভ নাই। একদিকে পরিবর্ত্তনবিরোধীরা মহাত্মার নেতৃত্ব ছাড়িতে চাহেন না, পক্ষান্তরে দাশ মহাশয় তাঁহার অনুচরদিগকে গোপনে গোপনে "চুক্তি"র স্বপক্ষে ভোট দিতে বলিয়াছেন। আর অন্যান্য কথা বলিবার পর তিনি বলেন, ইহাতে কংগ্রেসের সভ্য সংখ্যা কমিবে। তিনি প্রতিনিধিগণকে সতর্ক করিয়া বলেন, কলিকাতা চুক্তির স্বপক্ষে ভোট দিলে কংগ্রেসের সমাধির স্বপক্ষেই ভোট দেওয়া হইবে।

মিঃ অভয়ঙ্কর

বলেন, মৌলানা মহম্মদ আলি স্বরাজীদের প্রতি অনেক উষ্মা ও আক্রোশভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, দেশবন্ধু ব্যবস্থাপক সভার অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, স্বরাজ ওপথে লাভ হইবে না। তাই তিনি এখন চরকায় বিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি মহম্মদ আলিকে জিজ্ঞাসা করিতে চান, দাশ মহাশয় চরকায় কবে অবিশ্বাসী ছিলেন? বক্তা বলেন, তাঁহার (বক্তার) চরকায় বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই, তিনি নাগপুরে (১৯২১) মহাত্মা গান্ধীর এই চরকাবাদের প্রতিবাদও করিয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালীর কখনও বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। বৃটিশজাতি যখন ভারতবর্ষে আসেন তখনও ভারতে চরকা ছিল, ঘরে ঘরে চরকা চলিত, কিন্তু তাহাতে বৃটিশের আগমন বন্ধ হয় নাই। কাজেই চরকার দ্বারা স্বরাজলাভ হইবে না।

গভর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপক সভা ছাড়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। এই ব্যবস্থাপক সভার বলেই আজ বৃটিশশক্তি শাসনকার্য্য চলাইতেছেন। স্বরাজ্যদল এই ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি আশা করেন, স্বরাজ্যদল ও পরিবর্ত্তন-বিরোধীদল—এই উভয়দলই আজ কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করিবেন এবং পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবেন।

মহাত্মাজী অন্তর্দ্দৃষ্টি ঋষি। চরকার প্রতি একান্ত বিশ্বাসী মহাত্মা বরাবর কাউন্সিল-প্রবেশের বিরোধী ছিলেন। তথাপি তিনি বুঝিয়াছিলেন, কাউন্সিল-পক্ষপাতী স্বরাজ্যদলের যুক্তি অখণ্ডনীয়, দেশের অধিকাংশ লোক সেই মতের পক্ষপাতী। তাই জুহুতে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া এবং আমেদাবাদে অনিচ্ছায় স্বরাজ্য-দলকে কাউন্সিলে যাইতে অনুমতি দিয়া, আজ যে তিনি স্বেচ্ছায় স্বরাজ্য-দলনীতিই কংগ্রেসের অনুষ্ঠেয় একমাত্র রাজনীতি বলিয়া গ্রহণ করিলেন, তাহাতে তাহার মহত্ত্ব এবং গণতন্ত্রপোষকতাই প্রকটিত হয়। কিন্তু মহাত্মাজীর অসহযোগী অনুচরবর্গের মধ্যে অনেকের যে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি ছিলনা, আমরা ডাক্তার পটভি সীতারামিয়ার বিষয়-নির্ব্বাচনী সভার বক্তৃতা হইতে পরে দেখাইব। যাহাহউক, যে "কলিকাতা চুক্তি" মহাত্মাজী, দেশবন্ধু দাশ ও পণ্ডিত নেহেরুর মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বেলগাঁওয়ে যাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় সেই প্রস্তাবটি এখানে প্রদান করিলাম—

"The Congress hereby endorses the following agreement entered into between Mahatma Gandhi on the one hand and Deshbandhu C. R Das and Pandit Motilal Nehru, acting on behalf of the Swaraj Party, on the other .—

Whereas although Swaraj is the goal of all the parties in India, the country is divided into different groups seemingly working opposite directions, and whereas such antagonistic activity retards the progress of the nation towards Swaraj, and whereas it is desirable to bring so far as possible all such parties

within the Congress and on a common platform, and whereas the Congress itself is divided into two opposing sections resulting in harm to the country's cause, and whereas it is desirable to re-unite these parties for the purpose of furthering the common case, and whereas a policy of repression has been commenced in Bengal by the Local Government with the sanction of the Governor-General, and whereas in the opinion of the undersigned this repression is aimed in reality not at any party of violence but at the Swaraj Party in Bengal and, therefore, at constitutional and orderly activity, and whereas, therefore, it has become a matter of immediate necessity to invite and secure the co-operation of all parties for putting forth the united strength of the nation against the policy of repression, we the undersigned strongly recommend the following for the adoption by all parties and eventually by the Congress at Belgaum :—

(i) "The Congress should suspend the programme of non-co-operation as the national programme except in so far as it relates to the refusal to use and wear cloth made out of India.

"The Congress should further resolve that different classes of work may be done, as may be found necessary, by different sections within the Congress and should resolve that the spread of hand-spinning and hand-weaving and all the antecedent processes and the spread of hand-spun and hand-woven Khaddar, and the promotion of unity between different communities, specially between the Hindus and the Muhammadans, and the removal of untouchability by the Hindus from amongst them, should be carried on by all sections within the Congress, and the work in connection with the Central and Provincial Legislatures should be carried on by the Swaraj Party on behalf of the Congress and as an integral part of the Congress organisation, and for such work the Swaraj Party should make its own rules and administer its own funds.

"Inasmuch as experience has shown that without universal spinning India cannot become self-supporting regarding her clothing requirements, and inasmuch as hand-spinning is the best and the most tangible method of establishing a visible and substantial bond between the masses and Congressmen and women

and in order to popularise hand-spinning and its products, the Congress should repeal Article VII of the Congress Constitution and should substitute the following therefor :—

"No one shall be a member of any Congress Committee or organisation who is not of the age of 18 and who does not wear hand-spun and hand-woven khaddar at political and Congress functions, or while engaged in Congress business, and does not make a contribution of 2,000 yards of evenly spun yarn per month of his or her spinning or, in case of illness, unwillingness, or any such cause, a like quantity of yarn spun by any other person."

(ii) The Congress hopes that the agreement will result in true unity between the two wings of the Congress and will also enable persons belonging to other political organisations to join the Congress. The Congress congratulates the Swarajists and others arrested under the new Ordinance or Regulation 3 of 1818 and it is of opinion that such arrests are inevitable so long as the people of India have not the capacity for vindicating their status and liberty, and is further of opinion that such capacity can in the present circumstances of the country be developed by achieving the long-deferred exclusion of foreign cloth ; and therefore as a token of the earnestness and determination of the people to achieve this national purpose, welcomes the introduction of handspinning in the franchise and appeals to every person to avail himself of it and join the Congress.

(iii) In view of the foregoing the Congress expects every Indian, man and woman, to discard all foreign cloth and to use and wear hand-spun and hand-woven khadddar to the exclusion of other cloth. With a view to accomplish the said purpose without delay the Congress expects all Congress members to help the said hand-spinning and the antecedent processes and the manufacture and sale of Khaddar.'

(iv) The Congress appeals to the Princes and the wealthy classes and the members of political and other organisations not represented on the Congress, and municipalities, local boards, panchayats and such other institutions, to extend their help to the spread of hand-spinning and Khaddar by personal use and otherwise, and specially by giving liberal patronage to the class

of artists, still surviving, who are capable of working artistic designs in fine khaddar.

(v) The Congress appeals to the merchants engaged in the foreign cloth and yarn trade to appreciate the interest of the nation, and discountinue further importation of foreign cloth and help the national cottage industry by dealing in khaddar.

(vi) It having come to the notice of the Congress that varieties of cloth are manufactured in mills and on hand-looms out of mill yarn and sold in the Indian market as khaddar, the Congress appeals to the mill-owners and other manufacturers concerned, to discontinue this undesirable practice and further appeals to them to discontinue the importation of foreign cloth.

(vii) The Congress appeals to the heads and leaders of all the religious denominations, whether Hindu, Muslim or any other, to preach to their congregations the message of khaddar and advise them to discontinue the use of foreign cloth."

পঞ্চম অধ্যায়

জাতীয় মহাসম্মিলনীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব লাভ করিয়া অসুস্থ শরীরেও দেশবন্ধু ভারতের স্বরাজ-লাভের উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি গ্রাম-প্রতিষ্ঠায় (Village Organisation) সমস্ত মনপ্রাণ প্রয়োগ করিতে লাগিয়াছিলেন।

এই সময় এমন একটি অবস্থার উদ্ভব হইল যাহা বিস্তৃতভাবে বলা দরকার। যদি দেশবন্ধু মনে করিতেন 'হিংসায় কখনও স্ববাজ লাভ সম্ভব নয়', ১৯২৩ এর সেপ্টেম্বর মাসে উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মনোমোহন ভট্টাচার্য্য, ভূপতি মজুমদার প্রভৃতির গ্রেপ্তার, ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে গোপীনাথ সাহা সম্পর্কিত প্রস্তাব এবং অক্টোবর মাসে সুভাষচন্দ্র, সত্যেন্দ্রচন্দ্র, অনিলবরণ রায় প্রভৃতির গ্রেপ্তাবে অবস্থা একটু অন্যরূপ দাঁড়ায়, এবং দেশবন্ধুর কথা গভর্ণমেণ্ট পক্ষ ঠিক বুঝিতে পারেন নাই।

এদিকে গভর্ণমেণ্টও এমনভাবে চণ্ডনীতির প্রয়োগ করিতে লাগিল যে উহার সহিত কোনরূপ সহযোগিতা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িল। ব্যাপারটা একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলি।

বেলগাঁওয়ের কংগ্রেস হইতে আসিয়াই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কলিকাতার ব্যবস্থাপক সভার দুইটি বিষয় লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। ইতিপূর্ব্বে তিনি কয়বারই বেঙ্গল কাউন্সিলে মন্ত্রীর বেতন অগ্রাহ্য করিয়া চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন, 'তোমাদের শাসন কেবল সার্টিফিকেটের জোরেই চালাইতে হইবে'---১৯১৯ এর গভর্ণমেণ্টের য়্যাক্ট অনুসারে লোকদিগকে ক্ষমতা দেওয়া কেবল কথার কথা মাত্র! কেন্দ্রীয় পরিষদে পণ্ডিত মতিলালও স্বরাজদলের গৌরব সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করেন।

অতঃপর গভর্ণমেণ্ট কলিকাতার ব্যবসা পরিষদের সভায় "বেঙ্গল অর্ডিনান্স" (Bengal Criminal Amendment Act) উপস্থিত করেন। উদ্দেশ্য এই যে দেশে বিপ্লবাত্মক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাই হাইকোর্টের জজের দ্বারা পূর্ব্বে যেমন ট্রাইবুন্যাল গঠিত হইত সেইরূপ না হইয়া জিলার জজ এবং অন্য দুইজন সহ বিচার চলিতে পারিবে। আর কোনখানে বিপ্লবাত্মক কার্য্যের সন্ধান পাইলে পুলিস বিনা ওয়ারেণ্টেই সন্দেহপূর্ণ জায়গা তাল্লাস করিতে পারিবে।

এই অর্ডিনান্স পাস করাইবার জন্য বড়লাট মুসলমানদিগকে হাত করিবার চেষ্টা করেন এবং স্বয়ং গভর্ণর লর্ড লিটন কাউন্সিলে উপস্থিত হইয়া উক্ত জরুরী আইনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন। তিনি একটা দৃষ্টান্তও বিবৃত করেন। ১৯১৪ সালে কলিকাতার মুসলমানপাড়া লেনে নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত একটী বোমায় বসন্ত-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের হেড কনষ্টেবলকে খুন করিয়াও হাইকোর্টের বিচারে মুক্তিলাভ করে এবং বিচারপতিরা পুলিস কর্ত্তৃক উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। এই কাহিনীর উল্লেখ করিয়া লর্ড লিটন বলেন, "১৯২১ সালে বিলাতের নিউ ক্যাসল বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন যাই, সেখানে ছাত্র সমিতির প্রত্যেকের মুখে নগেনের প্রশংসা আর ধরেনা। লণ্ডনে আসিয়া আমি নগেন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় পাই এবং ১৯২২ সালে এই বাঙ্গালা দেশে আসিয়া নগেনের সঙ্গে বেহালার অক্সফোর্ড মিশনে দেখা করিলে সে অনুতপ্ত হৃদয়ে নিজের দোষ নিজ মুখে স্বীকার করে।"

এই চাঞ্চল্যকর দৃষ্টান্তটি দিয়া লর্ড লিটন সকলের চিত্তাকর্ষণ করিতে বিশেষ ভাবে প্রয়াস পান।

দেশবন্ধুও দলবল লইয়া ঘোরতর অসুস্থাবস্থায় ষ্ট্রেচারে করিয়া কাউন্সিল গৃহে সমুপস্থিত হন। দুইদিকই প্রবল, কে হারে কে জিতে! কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও গভর্ণমেণ্ট দেশবন্ধুর কাছে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। জাতীয়তাবাদীগণ পাইলেন ৬৬ ভোট, গভর্ণমেণ্ট ৫৭টি। গভর্ণমেণ্ট এবারও হারিলেন।

কিন্তু হারিলে কি হয়? অবিলম্বে সার্টিফিকেট হইয়া গেল। অর্ডিনান্সটি আইনে পরিণত হইয়া গেল।

ইহার পরে লর্ড লিটন আবার ১৭ ফেব্রুয়ারী (১৯২৫) মন্ত্রী নিয়োগ আইন পাশ করাইয়া স্বরাজ্যপক্ষকে হারাইয়া দিলেন। কিন্তু দেশবন্ধু অসুস্থাবস্থায় তখন পাটনায় ছিলেন। অতঃপরে যেই মন্ত্রীর বেতন সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট কাউন্সিলে উপস্থিত করে, দেশবন্ধু পাটনা হইতে আসিয়া উহা অগ্রাহ্য করিয়া দিলেন। দেশবন্ধু পান ৬৯ ভোট, গভর্ণমেণ্ট ৬২টি। ইহা মার্চ্চ মাসের কথা। ২৬শে মার্চ্চ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কাউন্সিল বন্ধ হয়; ইহার (গভর্ণমেণ্টের) মুখ-পত্র স্বরূপ 'Statesman' দেশবন্ধুর উপরে গালি বর্ষণ করে—India's evil genius, servant of chaos. His spiritual house is Moscow, the general headquarters of the forces of hate.

উপর্য্যুপরি হারিবার পরে লর্ড লিটন তৃতীয় ব্যক্তির সহায়তায় দেশবন্ধুর সহিত আবার আপোষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

তাই তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিবার জন্য এবং উভয় পক্ষে আপোষ সম্ভব কিনা বুঝাপড়া করিবার জন্য য়ুরোপীয় সঙ্ঘের (European Association) পক্ষ হইতে Mr. Theo Thor আসিয়া দেশ-বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন। এবং অতঃপরে বেলুড় মঠে বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড লিটন ও দেশবন্ধুর মধ্যে কথাবার্ত্তা ও আলোচনা হয়। বেলুড়মঠে একজন ইংরাজ মহিলা বাস করিতেন, তিনিই এইরূপ আলোচনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ২৮শে মার্চ্চ আলাপ হয়।

লর্ড লিটন ও দেশবন্ধুর মধ্যে কয়টি বিষয়ে আলোচনা হয়—

(১) রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে (২) মন্ত্রীগণের নিজ নিজ বিভাগে অপ্রতিহত ক্ষমতা থাকিবে (৩) তাঁহারা নিজেরাই সেক্রেটারী মনোনীত করিবেন (৪) সংরক্ষিত বিষয়গুলিও (Reserved subjects) যেমন পুলিস, রাজস্ব প্রভৃতি, ক্রমে মন্ত্রীদের হাতে আসিবে (৫) পল্লী সংগঠনের জন্য আবশ্যকীয় টাকা গভর্ণমেণ্ট মন্ত্রীদের হাতে দিবেন।'

এই সমস্ত আলোচনার পরে দেশবন্ধু নিম্নলিখিত বিবৃতি (manifesto) দেন—

"আমি হিংসার বিরোধী এবং ইহা স্বরাজ-লাভের পরিপন্থী মনে করি। দেশে বিপ্লব-ভাব নাই, বলা যায় না, কিন্তু আমরা যেমন হিংসার বিরোধী তেমনি গভর্ণমেণ্টের চণ্ডনীতিও অত্যন্ত নিন্দার্হ মনে করি।"

"I am opposed to the principle of political assassination and consider it an obstacle to our political progress. It should cease at once for all time to come and I again announce it clearly that I equally abhor any form of repression by the Government."

ইহা ২৯ মার্চ্চ (১৯২৫) এর ঘোষণা।

এই বিবৃতি পাঠ করিয়া ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেডও ১লা এপ্রিল একটী বিবৃতিতে বলেন—

"মিঃ দাশ হিংসা নিন্দার্হ মনে করেন। ভারতবর্ষকে আমরা সাম্রাজ্যের সমান অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি, যদি রাজনীতি-বিশারদগণ হিংসাত্মক কার্য্য বন্ধ করিতে গভর্ণমেণ্টকে সহায়তা করেন। মিঃ দাশ আরও একটু অগ্রসর হউন।"

দেশবন্ধু তৎপরদিনই (৩রা এপ্রিল) উত্তর দেন—

"Lord Birkenhead has invited me to go forward and to co-operate with the Government in repressing the violence which I deprecated, I said so at Gaya. A few years of my life will be devoted in carrying on an active propaganda against the evil which is a standing menace to the establishment of Swaraj. But all efforts will be unsuccessful unless a favourable atmosphere is created by the Government. I am unable to co-operate with Government in its present policy of repression, using the term in which I have always used it."

এই উত্তরে দেখা গেল, উভয় পক্ষই অগ্রসর হইয়া আরো এক ধাপ উঠিয়াছেন। কিন্তু মিঃ দাশের একটা Public Statementএর পরে Mr. Theo Thorn প্রভৃতি যাঁহারা চেষ্টা করিতেছিলেন তাঁহারা বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। তিনি স্বীকৃত হইয়া শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস ও প্রতাপচন্দ্র গুহরায় প্রভৃতিকে টেলিগ্রামে জানাইলেন—

"If Sasmal accepts the presidentship of the Bengal Provincial Conference, well and good, otherwise make me president."

এই বৎসরে প্রাদেশিক সম্মিলন তখন আসন্নপ্রায়, কেবল দেরী হইতেছিল মহাত্মার জন্য। এদিকে মনোনীত সভাপতি বীরেন্দ্র শাসমল পদত্যাগ-পত্র পাঠাইয়াছেন। কর্ম্মকর্ত্তারা দেশবন্ধুর শরীর খারাপ বলিয়া তাঁহার কাছে অগ্রসর হন নাই, অপর কাহাকেও সভাপতি করিতে প্রস্তাব করিতেছিলেন এমন সময় দেশবন্ধুর টেলিগ্রাম পাইয়া তাঁহারা একেবারে হাতে আকাশ পাইলেন।

ঠিক এই সময় Under-Secretary for the State of India শ্রীযুক্ত আর্ল উইণ্টারটনও কমন্স সভায় বক্তৃতা দিলেন—

"If Mr. Das made a constructive suggestion which obtained the support of the Government of Bengal and the Government of India, Govt. would sympathetically consider this."

লণ্ডন হইতে চিঠি পত্র আসিতে লাগিল এবং উইণ্টারটনও প্রকাশ করেন যে মিঃ দাশের বক্তব্য শুনিবার পরে আলোচনার জন্য তাঁহাকে ও গান্ধীজীকে বিলাতে আহ্বান করার সম্বন্ধে তাঁহাদের অমত নাই।

ইহাই দেশবন্ধুর ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করিবার ইতিহাস, এবং দ্বিতীয় বারে আবার বিলাত যাইবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

এখন দেশবন্ধু যে ঐকান্তিক সাধনায় রাজনৈতিক নেতারূপে

ফরিদপুর সম্মিলনী হইতে কর্ম্মপন্থা দেন ও বাণী প্রদান করেন। মহাত্মাজী সেইস্থানেই দেশবন্ধুর ভাষণ শুনিয়া বলেন—

"Das had pilfered every word from mine though the language was different."

অল্পদিন মধ্যেই আবার এই সম্বন্ধে একটি বিবৃতিতে বলেন,

"The address is remarkably brief, lucid and temperate. There is a studied attempt not to wound anybody's susceptibilities. His condemnation of violence is beyond cavil. If I were asked to subscribe to it I should do so without altering a single word or phrase. In my opinion he has built a golden bridge over the gulf that divides the British people from us. It is for them to obey it if they like."

মহাত্মাজী বলেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সঙ্গে আমাদের মিলনের পথ দেশবন্ধু সহজ ও প্রসার করিয়াছেন। এই সহজ রাস্তা ইংরেজের কাছে উন্মুক্ত। পণ্ডিত মতিলাল এই অভিভাষণকে ভারতের অদ্বিতীয় রাজনীতি-বিশারদের শেষ চরম পত্র বলিয়া (Das's last Will and Testament) আখ্যা দেন।

এই অভিভাষণের কিছুদিন পরেই দেশবন্ধু তাঁহার অকৃত্রিম সহকর্ম্মী পণ্ডিত মতিলালকে যে পত্র লেখেন, তাতে তাঁহার মনোভাব আরও স্পষ্ট অনুভূত হয়। পণ্ডিতজী বলেন—

"On the 12th June—the day I returned to Dalhousie from Chamba, I found on my table a long letter of five closely written pages all in his own handwriting. When we parted at Patna in April, for ever as it now turns out, it was agreed not to trouble ourselves with politics during the brief rest we were allowing ourselves and had not written to each other since. I value this letter as the last Will and Testament of our departed chief."

পত্রখানি সম্বন্ধে পণ্ডিত মতিলাল বলেন—

"After some personal enquiries he says—

'I am getting better out very slowly. The only complaint is an attack of fever once every week. I get it on the sixth day besides this weakness. I am determined to stick here till I am really better.

'The most critical time in our history is coming. There must be solid work done at the end of the year and the beginning of the next. All over resources will be taxed and we are both of us ill. God knows what will happen.'

পণ্ডিত মতিলালের কাছে আরও লিখিয়াছেন—

"Somthing may come in July or August or even later. I believe something may come out of the Birkenhead-Reading Conversations............Something tells me that they will make some kind of a proposal to us. Whether it will be of any real value to us is another matter. But I do not wish to complicate the issue by any Commonwealth Bill or any such thing in the meantime. If nothing acceptable comes, the next Congress at Cawnpore must give a clear political lead."

গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে এই যে মিলনের কথা হইয়াছিল ২৩ বৎসর পূর্ব্বে, তাহার পরে কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, দেশের কর্ম্মীবৃন্দ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩০, ১৯৩২, ১৯৪২, ১৯৪৫ এর বড় বড় সংগ্রামের মধ্য দিয়া দেশবাসীর কর্ম্মধারা প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু তখন যাহা চাহিয়াছিলাম এবং যাহা পাওয়ার আশা ছিল, তাহাপেক্ষা আমরা বেশীদূর বড় অগ্রসর হইতে পারি নাই, বরং হারাইয়াছি অনেক। যে স্বরাজ এখন পাইয়াছি, দেশবন্ধুও এই

স্বরাজের কথাই উপস্থিত করিয়াছিলেন, তবে তখন পাইলে এত রক্তস্রোত প্রবাহিত হইত না, হিন্দু মুসলমানের বৈরীভাব এত বিরাট আয়তনে বর্দ্ধিত হইত না, আমাদের এই ভারতবর্ষ—দ্বিখণ্ডিত হইয়া আমাদিগকে এত দুর্ব্বল ও অসহায় করিতনা। তথাপি বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মাধিনায়ক ২৩ বৎসর পূর্ব্বের দেশবন্ধুর আদর্শ হইতে বড় কিছু অগ্রসর না হইয়াও কিরূপে যে পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছিলেন, দেশবন্ধুর ফরিদপুরের অভিভাষণে মনে হয় তিনি যেন ক্লান্ত হইয়াছেন, "Deshbandhu's Faridpur speech showed he was tired" ইহা বুঝা কঠিন। পণ্ডিত জওহরলালের ভুল-ভ্রান্তির কথা তুলিবার এখনও সময় আসে নাই, তবে কর্ম্মক্ষেত্রে পড়িলে অনেক বড় বড় কথাই যে অসার তজ্জন্যে সার হয়, অভিজ্ঞতাই তাহার প্রমাণ। অতঃপরে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আপোষের কথায় ডাঃ সীতারামীয়াও যেন অন্যভাব পোষণ করিতেন। তাঁহার কথাই উল্লেখ করিব। তিনি তাঁহার "The History of the Congress"এ লিখিতেছেন—

"Mrs. Besant was overpowered by it (negotiations) when Montagu visited the country in 1917 after she had convulsed the British Empire in India. Here was Das who had organised in Bengal the Chittagong strike of 1921 whose province organised an unprecedented boycott of the Prince, who captured the Legislative Councils of Bengal and made the formation of Ministries impossible and wrecked Dyarchy. Why should not a settlement be effected ?"

ডাঃ সীতারামীয়া এইটুকু বলিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, দেশবন্ধু যে মাদ্রাজের উপকূলেই ১৯২১ সালে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক তাঁহার নিকটে উপস্থাপিত আপোষের প্রস্তাব মহাত্মা প্রত্যাখান করায় bungled and mismanaged বলিয়াছিলেন, তাহাও উল্লেখ করিতে ছাড়েন নাই।

ডাঃ সীতারামীয়া কংগ্রেসের বিরাট ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু ঐতিহাসিকের মনোভাব না লইয়া বরং পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। ঘটনা সম্বন্ধেও কিছু কিছু গোলমাল আছে। চট্টগ্রামের ধর্ম্মঘট সংগঠন (organise) দেশবন্ধু করেন নাই, করিয়াছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন। দেশবন্ধুর সহানুভূতি, সহযোগিতা ও আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত না হইলেও ঐ ধর্ম্মঘটের সাফল্যের জয়মাল্য দেশপ্রিয়েরই। এটুকু ভুল করিয়াও আসল কথা বলেন নাই যে,—ভারতবর্ষে যাহা কোন নেতা পারেন নাই, দেশবন্ধু তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। ১৯২১ সালে কেবল যুবরাজের অভ্যর্থনা সাফল্যভাবে বর্জ্জন করিতেই তিনি সক্ষম হন নাই, বাঙ্গলাদেশে কেবল শান্তিপূর্ণ অবাধ্যতামূলক আবহাওয়ার সৃষ্টিই করেন নাই, পরন্তু এমন সাফল্যের সহিত সত্যাগ্রহ করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের সেই বৎসরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কুড়িহাজার লোকের মধ্যে এক বাঙ্গালারই ১৬০০০ স্বেচ্ছাসেবক সৈনিক। সমস্ত কথার উল্লেখ না করিয়া মিসেস্ বেসান্তকে যেমন গভর্ণমেণ্ট করায়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই ফাঁদে দেশবন্ধুকেও ফেলিতে চাহিয়াছিল—এইরূপ ইঙ্গিত অত্যন্ত অশোভন হইয়াছে। আর দেশবন্ধু যে bungled and mismanaged বলিয়াছিলেন, তাহার কি কোন যুক্তিই ছিল না? যে অবস্থায় ভারত গভর্ণমেণ্ট পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের ন্যায় কংগ্রেস নেতাকে পাঠাইয়া সন্ধির প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই শুভমুহূর্ত্তে যদি দেশবাসীর বিজয়-গৌরব সূচিত হইত, তবে আর মহাত্মাজীর কারাবরণের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র দেশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হইত না। ডাক্তারজীকে জিজ্ঞাসা করি, মহাত্মাজীর জেল গমনের পরে দেশে কি কোনরূপ অসহযোগের চিহ্ন মাত্র ছিল? উকীল সানন্দে স্ফীতবক্ষে আদালতে যাইতেছিল, কাউন্সিলের কার্য্য সোল্লাসে চলিতেছিল, স্কুল কলেজ পূর্ব্বের ন্যায়ই ভরিয়া গিয়াছিল। কে আবার সমস্ত দেশের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার করিল, কে সাফল্যের সহিত বারবার বাঙ্গলা সরকারকে ও ভারত সরকারকে পর্য্যুদস্ত করিতেছিল? বস্তুতঃ দেশবন্ধু ও তাঁহার অন্তরঙ্গ

সহকর্ম্মী মতিলাল তাঁহাদের বিশ্বস্ত faithful band লইয়া যদি কর্ম্মক্ষেত্রে না আসিতেন, সমগ্র ভারতবাসীর সেই শিথিলতা দূর হইবার অদূর ভবিষ্যতে কোন সম্ভাবনাই ছিল না এবং দেশবন্ধুর ও স্বরাজ্যদলের কার্য্যে সাফল্য দেখিয়াই মহাত্মাজী "কলিকাতা চুক্তি" The Calcutta Pact এ মত দিয়াছিলেন।

মহাত্মাজী সম্বন্ধেও বলিতে হয় যে, তিনি মনে জ্ঞানে জানিতেন যে কাউন্সিল প্রবেশে সহযোগিতা রক্ষা হয়না, আর চরকাই আমাদের মুক্তির একমাত্র উপায়। কিন্তু তথাপি স্বরাজ্যদলের কর্ম্মপন্থা কংগ্রেসের একমাত্র কর্ম্মপন্থা হিসাবে গ্রহণ করিয়া তিনি যেরূপ সাহস ও ভবিষ্য-ভূয়োদর্শনের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন, তাহা একমাত্র মহাত্মা গান্ধীতেই সম্ভব। এবং বেলগাঁও কংগ্রেসে সভাপতিরূপে তিনি বৃহত্তর স্বার্থ দেখিয়া যে বিরাটত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেই সর্ব্বকালে তিনি ভারতের রাজনীতিগুরুরূপে পূজিত হইবেন। এই ব্যাপারে সমস্ত পরিবর্ত্তন-বিরোধী শিষ্যবর্গকে তিনি ক্ষুণ্ণ, ব্যথিত ও বিষাদগ্রস্ত করিয়াছিলেন। মহাবৈদ্য মহাত্মাজীর কাছে আবার তাঁহার দলের পরীক্ষাও হইল। এই সব নো-চেঞ্জাররা যে এই পঁচিশ বৎসরে গঠনমূলক কার্য্যের পরিস্থিতি আশানুরূপ না বাড়াইয়া কেবল স্বরাজ্যদলকে বাধাই দিতেছিলেন, তাহা প্রমাণিত হইল। কারণ আজও কি গঠনমূলক কার্য্য তাঁহাদের দ্বারা বেশী অগ্রসর হইয়াছে, এবং স্বরাজ্যনীতিই কি তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরেন নাই? যদিচ দুই হাজার গজ ম্যাসে সূতা দিয়া অথবা বার্ষিক চারি আনা চাঁদা দিয়া সভ্য হইবার রীতি ছিল, কিন্তু মেম্বারদিগের মধ্যে কয়জন—এমন কি নো-চেঞ্জারও কয়জন সূতা দিয়া মেম্বার হইয়াছেন?

ডাক্তার সীতারামীয়ার জানা উচিত ছিল যে দেশবন্ধু পরিষ্কার বলিয়াছেন যে যদি গভর্ণমেণ্ট কিছু না করে, তবে অন্য ব্যবস্থা কানপুর কংগ্রেসেই (১৯২৫) করিতে হইবে—The next Congress at Cawnpore must give a clear political lead.

আর ডাক্তারজীর আরও বুঝা উচিত ছিল যে দেশবন্ধু কর্ম্মক্ষেত্রে পড়িয়া সামান্য সামান্য বিষয়ে আপোষে সম্মত হইলেও প্রধান বিষয়টি—স্বাধীনতা সম্বন্ধে তিনি কাহারও সহিত কোনরূপ বুঝাপড়া করিয়া নিজের স্বাধীনতা পতাকা কখনও অবনমিত হইতে রাজী হইবার মত লোক ছিলেন না। এখনও তাহার শেষ কথাগুলি আমাদের কানে নিনাদিত হইতেছে—

"My position is that however willing I may be to enter into a compromise with the English Government in matters of detail, and I am willing to make great sacrifices, I will not enter into any Compromise on the question of freedom which I hold to be fundamental."

আর সেই ফরিদপুরের সভায়ই আপোষ প্রস্তাবের সঙ্গেসঙ্গেই যুবকগণকে যুদ্ধ করিতে উদ্বোধিত করিতেছিলেন—

"To the people of Bengal I say, you have made great sacrifices for daring to win political freedom, and on you has fallen the brunt of official wrath. The time is not yet for putting aside your political weapons, *Fight hard but fight clean*; and when time for settlement comes as it is bound to come, enter the Peace Conference not in a spirit of arrogance, but with becoming humility, so that it may be said of you that yon were greater in your achievement than in adversity."

"বাঙ্গালার উৎসাহী কর্ম্মীদলকে আমি বলি যে—তোমরা এই স্বাধীনতার যুদ্ধে বহু স্বার্থত্যাগ করিয়াছ, বহু দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছ; তোমাদের উপরেই রাজরোষ সংহার-মূর্ত্তিতে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। এখনো সময় আসে নাই,—যখন তোমরা সসম্মানে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে পার। যুদ্ধ-ক্ষেত্র এখনও তোমাদের অপেক্ষায় কল-কোলাহলে মুখরিত। যাও

বীর, যুদ্ধ কর। ইতিহাসের মহা গৌরবান্বিত যুদ্ধের সৈনিক তোমরা, তাহা কদাপি ভুলিও না। যখন যুদ্ধ শেষ হইবে, যখন সন্ধি হইয়া শান্তি আসিবে—তাহা নিশ্চয়ই আসিবে—তখন সংযত, শান্ত পদক্ষেপে সে শান্তিময় মিলন মন্দিরে সমুন্নত শিরে তোমরা দলে দলে প্রবেশ করিবে—এই স্বপ্ন সাশ্রুনেত্রে আমি নিরীক্ষণ করিতেছি। তোমরা তখন সর্ব্বপ্রকার দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিবে—জয়ী যে সে তো দম্ভ করে না। বীর যে সে জয়ের পরে বিনয়ে অবনত হয়। মিলন-মন্দিরের যাত্রীরা যেন তোমাদের দেখিয়া বলিতে পারে—এরা সেই সমস্ত যোদ্ধা—যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়কে পরাজিত করিয়াছে, মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়াছে, আবার যুদ্ধাবসানে জয়মাল্য গলে ইহারা বিনয় ও সৌজন্যে শত্রুকে অধিকতর পরাজিত করিয়াছে।"

ইহার পরেও দেশবন্ধুর আপোষের প্রস্তাবে বক্রভাবে ইঙ্গিত করা যে কতদূর অশোভনীয় তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

বস্তুতঃ ডক্টর পট্টভি সীতারামীয়া জাতীয় নেতাগণের মধ্যে দেশবন্ধুর ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতি-বিশারদের প্রকৃত স্থান নির্দ্ধারণ না করিয়া জাতীয় ইতিহাস বিকৃত করিয়াছেন। আমরা যেমন মহাত্মাজীর প্রভাব অনুভব করিয়া মনে করি যে বর্ত্তমান জগতের তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি the greatest man of the world, পণ্ডিত মতিলালের নির্ভীকতা, সূক্ষ্মবুদ্ধি এবং অপূর্ব্ব ধীশক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি, তেমনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অসামান্য ত্যাগ, প্রাণ উৎসর্গ করিয়াও স্বাধীনতার দৃঢ়সঙ্কল্প এবং প্রকৃষ্ট রাজনৈতিক জ্ঞানে তাঁহাকে জাতীয় ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতি-বিশারদ বলিয়াই আখ্যা দিই। বস্তুতঃ একই সময়ে এই তিনজন মহামানবের আবির্ভাবে ভারতভূমি যে কিরূপ শ্রেষ্ঠ বীর-প্রসবিনী, একমাত্র ঐতিহাসিকেরই সেই বিষয় অনুধাবন করা কর্ত্তব্য—আর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কর্ত্তব্য জাতীয় ইতিহাস-লেখকের।

ষষ্ঠ অধ্যায়

"চিত্তরঞ্জন ও বিপ্লবীদল

যে গোপীনাথ-প্রস্তাব সম্বন্ধে দেশবন্ধুকে ঘরে পরে লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে, এবং বিধিবহির্ভূত আইন (Lawless law) বেঙ্গল অর্ডিনান্স যাহাতে দেশ প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইতে না পারে তজ্জন্য যে তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত হাতের তালুতে রাখিয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে দেশবন্ধুর মনোভাব জ্ঞাত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। দেশবন্ধু নিজে মনে করিতেন, 'অহিংসায় হইলেও হইতে পারে কিন্তু হিংসায় কখনও স্বরাজ লাভ সম্ভব নয়।' এই বিষয়ে তাঁহার মত মহাত্মার মত অপেক্ষাও সুস্পষ্ট। ইহা বিপ্লববাদীরা খুব ভালভাবে জানিতেন এবং জানিয়াই তাঁহাকে অবিসম্বাদী নেতারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা যে কিরূপে সম্ভব হইল, একটু কারণ অনুধাবন করা কর্ত্তব্য।

দেশবন্ধু যেমন অপূর্ব্ব মনঃসংযোগে ছাত্র, উকীল, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী লোকদের সহায়তা লইয়াছিলেন, দেশব্রতী বিপ্লববাদীদের সম্বন্ধেও তিনি ভুলিয়া যান নাই। খুন, ডাকাতি প্রভৃতি তাঁহাদের কর্ম্মধারার অন্তর্ভুক্ত হইলেও, তাঁহাদের মধ্যে অনেক খাঁটি দেশব্রতী আছেন। আর যদিচ তাঁহারা ঋজুপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশের স্বাধীনতা। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিষ্পেষণ (Repression) এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপই বিপ্লবনীতির উদ্ভব ও প্রসার হইয়াছে। নতুবা হিংসা আমাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা-নীতি কংগ্রেসের নীতি বলিয়া গৃহীত হওয়ায় এবং হিংসা আমাদের স্বাভাবিক মনোবৃত্তির বিরোধী বলিয়া এই পথাবলম্বী

ব্যক্তিগণকে অনেকেই কংগ্রেস-কর্ম্মী হিসাবে সাহায্যদান করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু দেশবন্ধু তাঁহাদিগের অনেককেই চিনিতেন, অনেকের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটে কেহ কোনরূপ সহায়তা চাহিলে প্রত্যাখ্যাত হইত না। তিনি খুব ভালভাবেই তাঁহাদের প্রাণের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের অন্তরের উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলির সুবিধা গ্রহণে পশ্চাদপদ হইলেন না। তিনি সকলকেই আহ্বান করিলেন ; অনেকেই আসিলেন, এবং আসিলেন অহিংস-মন্ত্র গ্রহণ করিয়াই। অহিংসা তাঁহাদের অন্যান্য সদ্‌গুণের সহিত সংযোগে তাঁহাদিগকে বিশ্বস্ত এক সুগঠিত বাহিনীতে পরিণত করিল। রাণা রাজসিংহ চিতোর রক্ষার্থে দেশের সকল শ্রেণীর লোকেরই সহায়তা লইয়াছিলেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বুঝিতেন বলিয়াই দস্যুবীর মাণিককে রাজসিংহের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসী সহচরে পরিণত করিয়াছেন। সার্থক বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা। দেশবন্ধুও এই সমস্ত কর্ম্মীবৃন্দকে কম সম্মান দেন নাই।

মৌলানা আজাদ, সত্যেন্দ্র মিত্র, বসন্ত মজুমদার, মাখন সেন, সুরেন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি অন্তরীণাবদ্ধ ব্যক্তিগণ দেশবন্ধুর প্রধান সহচর ছিলেন। সত্যেন্দ্রচন্দ্র, বসন্তকুমার প্রভৃতি আসিয়াছিলেন তাঁহাদের বিপ্লবপন্থা বর্জ্জন করিয়া, কিন্তু সঞ্চিত দেশভক্তির আদর্শ লইয়া। এই পরিকল্পনাতেই দেশবন্ধুর মনোবৃত্তির (Psychology) সন্ধান লওয়া সম্ভব। ভারতের অন্য কোন নেতাই বোধহয় বিপ্লববাদীগণকে এরূপভাবে আপনার করিয়া লইতে পারেন নাই।

কিন্তু অসহযোগ প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সকলে দেশবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দেয় নাই। সম্পূর্ণ মনঃপ্রাণ লইয়া সাড়া দেয় দুইবৎসর পরে। ১৯২২ সালের জানুয়ারীতে বর্দ্দোলী সিদ্ধান্তের পরে মহাত্মাজী সত্যাগ্রহ সঙ্কল্প ছাড়িয়া দেন, সামান্য অজুহাতে পুলিস তাঁহাকে ধৃত করে। সানন্দে তিনি কারাবাস করেন। আবার দেশ তমোতে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, দেশে অবসাদ ও নৈষ্কর্ম্য ভাবেরই প্রাবল্য হয়। তখন দেশবন্ধুর সংগ্রামমূলক কাউন্সিল-প্রবেশপন্থা, তিনি নূতনভাবে যাহা আবিষ্কার

ও নির্দ্ধারণ করেন, উহাতেই পথের সন্ধান পাইয়া অবশিষ্ট সমগ্র বিপ্লবী দল দেশবন্ধুর পতাকাতলে সোৎসাহে সমবেত হন। দেশের কর্ম্মধারা যদি কেবল খদ্দর, চরকা ও কাউন্সিল-বর্জ্জনেই নিবদ্ধ থাকিত, তবে সেই নিষ্কর্ম্মাবস্থায় কাজের মত কাজ না পাইয়া কর্ম্মীগণের সেই সময়ে যে কি অবস্থা হইত তাহা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু যেই দেশবন্ধু খাঁটি বৈদ্যের মত পথের নির্দ্দেশ দিলেন, সকলেই ছুটিয়া আসিয়া তাহার শক্তিবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এইজন্যই নেতাজী সুভাষচন্দ্র একাধিকবার বলিয়াছেন "দেশবন্ধুর কাউন্সিলরূপী কর্ম্মপন্থায় fighting programme পাই বলিয়াই আমি ইহাতে এত অধিক আকৃষ্ট হইয়াছি। এরূপ না থাকিলে ইহাতে আসিতাম না।" শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আপনভোলা কর্ম্মীগণও এই সংগ্রামমূলক কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিতে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। এই বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ দেশবন্ধুকে যে কি চক্ষে দেখিতেন, অন্যতম বিপ্লবী নেতা তখনকার 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রধান লেখক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা হইতে তাহা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। উপেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—

"দেশবন্ধুকে প্রথম দেখি ১৯০৮ সালে আলিপুরের প্রথম মামলার সময়।* আমরা তখন পিঁজরার ভিতর শিকল বাঁধা কয়েদী, আর তিনি আসিয়াছিলেন আমাদের সেই পিঁজরার ভিতর হইতে উদ্ধার করিতে। তখন উকিল, ব্যারিষ্টারের জেরা বক্তৃতা শুনিবার মত মনের অবস্থা আমাদের ছিলনা, কিন্তু যে ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া চিত্তরঞ্জনের প্রতি আমার চিত্ত প্রথমে আকৃষ্ট হয়, আজও আমার বেশ মনে আছে। বিচ্‌ক্রফট্‌ সাহেব আমাদের বিচারক। কি একটা আইনের অর্থ লইয়া চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ

* এই মোকর্দ্দমায় শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্র ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, নলিনী গুপ্ত, দেবব্রত বসু, অশোক নন্দী, ইন্দ্রলাল নন্দী প্রভৃতি প্রথম যুগের প্রধান প্রধান বিপ্লবী ছিলেন।

হইয়াছিল। খানিকটা তর্ক-বিতর্কের পর জজ সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "You are talking nonsense".

"আমরা ছিলাম নিজেদের খোশগল্পে মশ্‌গুল। হঠাৎ ঐ কথাটা শুনিয়া আমাদেব গল্প গুজব থামিয়া গেল। আমরা চিত্তরঞ্জনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। চোখে মুখে এমন একটা ভাব ফুটিয়াছে যাহা একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায়না। চিত্তরঞ্জন আইনের পুঁথি বন্ধ করিয়া বুক ফুলাইয়া একেবারে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। খুব ধীরে ধীরে প্রত্যেক কথাটি স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া তীব্র ও গম্ভীর কণ্ঠে সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন—

'You are on the Bench, Sir, and that language should not come from your mouth. Had we been anywhere else, I would know how to answer'.

"সাহেবের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু চিত্তরঞ্জন আর সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া পূর্ব্ববৎ আইনের তর্ক জুড়িয়া দিলেন। মানুষটার প্রাণের ভিতর যে কতখানি আগুণ চাপা ছিল, এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহা চোখের কোণে ও ভাষার ভঙ্গীর ভিতরে দেখা দিয়া চলিয়া গেল। আমরা আবার নিজেদের খোশগল্প জুড়িয়া দিলাম।

"১৯০৯ সালে আলিপুর বোমার মামলা শেষ হয়। তারপর ১৯২২ সালের আগে আর চিত্তরঞ্জনের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "বাংলা কথা" যখন ১৯২২ সালে কিছু দিনের জন্য দৈনিকে পরিণত হয়, তখন সেই সূত্রে তাঁহার সহিত সামান্য ভাবে পরিচিত হইবার সুবিধা হইয়াছিল, কিন্তু তখনও সম্পর্কটা বেশ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে নাই। কিন্তু গয়া কংগ্রেসের পর বন্ধু ও শত্রু উভয় পক্ষের বাধা সত্ত্বেও যখন তিনি বলিয়া উঠিলেন—'এক বৎসরের মধ্যেই আমি সারা দেশকে নিজের মতে আনিয়া ফেলিব', তখন আমার মাথা আপনা হইতেই

তাঁহার পায়ের কাছে নত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল যে এ-দেশের পরাধীনতার জ্বালা তাঁহাকে একেবারে পাগল করিয়া তুলিয়াছে, স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্খার তিনি মূর্ত্ত-প্রকাশ। তাঁহার রাজনৈতিক মতামতের সবটা গ্রহণ করিতে পারিব কি না—সে কথার বিচার তখন অনাবশ্যক বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, শুধু এ কথাই মনে হইয়াছিল যে কয়েক-দিন পরে আবার এমন একজন বাঙ্গালীর দেখা পাইয়াছি যাঁহার কাছে দেশের স্বাধীনতাই একমাত্র সত্য—স্ত্রী, পুত্র, ধনসম্পদ, মান, যশ, প্রতিষ্ঠা যাঁহাকে আর লক্ষ্য হইতে বিচলিত করিতে পারে না।

"পাগলামি জিনিষটার উপর আমার বেশ একটু শ্রদ্ধা আছে, তাই এমন আত্মভোলা নেতার কাছে আপনাকে বিকাইয়া না দিয়া থাকিতে পারি নাই।

"১৯২৩ সালের মাঝামাঝি তাঁহার সঙ্গে পূর্ব্ব-বঙ্গের দুই একটা জায়গায় ঘুরিবার সুবিধা হইয়াছিল। নাছোড়বান্দা সুভাষচন্দ্রই আমাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তখন যাইবার খুব বেশী ইচ্ছা ছিল না: কিন্তু এখন মনে হয় সে-সময়ে দেশবন্ধুর নিভৃত সঙ্গলাভের অবসর মিলিয়াছিল বলিয়াই তাঁহার আদর্শ কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ মিটিয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে মনে করিতাম, দেশবন্ধু ব্যারিষ্টার হিসাবে অদ্বিতীয় হইলেও তাঁহার লোকচরিত্র জ্ঞান তেমন প্রখর নয়। তাঁহার পার্শ্বচরদিগের মধ্যেও অনেকেই তাঁহাকে প্রতারিত করে। কিন্তু এ সময়ে বুঝিতে পারিলাম, আমার এ ধারণা কতদূর ভ্রান্ত। মানুষের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে তিনি অত্যধিক উদার ছিলেন বলিয়াই কাহাকেও জানিতে দিতেন না যে সব ফাঁকটি তাঁহার চোখে ধরা পড়ে।

'এই সময় আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছিলাম—কর্ম্মীদিগের উপর তাঁহার অসীম ভালবাসা। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী এত লোককে তিনি যে এক উদ্দেশ্যে চালিত করিতে পারিয়াছিলেন,

তাহার কারণই এই ; হিংসা ও অহিংসা, স্বাধীনতা ও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন, শ্রমিক ও ধনিক, প্রভৃতি হাজার বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক ও মতভেদ হইত। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিবার সময় সর্ব্বদাই একথা মনে থাকিত যে এ সমস্ত মতভেদ অবান্তর ; আসল কথা এই যে তিনি দেশের প্রতি গভীর ভালবাসার জোরে আমাদের সকলকে পিছনে টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন।

"বিপ্লববাদীদেব সঙ্গে তাঁহাব কি সম্বন্ধ ছিল এ-সম্বন্ধে সংবাদপত্রে ও লোকের মুখে অনেক গবেষণা শুনিয়াছি। দুই একখানা ফিরিঙ্গী সংবাদপত্র এ কথাও বলিয়াছে যে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে উহাদিগের দিতেন। এ সব কথা যে কতদূব হেয়, তাহা আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই জানি। আমি যখন স্বরাজ্যদলেব সংশ্রবে আসি তখন তিনি আমাব নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলেন যে অহিংসা সম্বন্ধে স্ববাজ্যদলের আদর্শ কার্য্যপ্রণালী আমি নিজে মানিয়া চলিব এবং এমন কোন লোককে স্ববাজ্যদলে টানিয়া আনিব না যিনি ঐ আদর্শে আস্থাবান নহেন। আমি একথা ভাল করিয়াই জানি যে অহিংসাকে তিনি নিজেব creed হিসাবে মানিয়া লইয়াছিলেন।"

"এখন আর এসব কথাব আলোচনায় লাভ নাই। এখন শুধু মনে পড়ে সে দিনেব কথা, যে দিন জেলের ভিতর শুনিলাম, দেশবন্ধু আর ইহলোকে নাই। সেই দিন মনে হইযাছিল, বাংলা দেশে আর আমাদের দাঁড়াইবার ঠাঁই রহিল না।"

• যদিও দেশবন্ধু মনে প্রাণে অহিংসা-নীতিতে বিশ্বাস করিতেন, ঐকান্তিক সহানুভূতিতেই তিনি, টেগার্ট সাহেব (Sir Charles Tegart) ভ্রমে গোপীনাথ সাহা নামক যে যুবা মিঃ আর্ণেষ্ট ডে-কে খুন করিয়া ফেলিয়াছিলেন তাঁহার সম্বন্ধে সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সাম্মিলনীতে প্রস্তাব পাশ করিতে অনুমতি দেন। কিন্তু যদিচ কংগ্রেসেব অনেকের নিকট ঘরে পরে তিনি এই প্রস্তাবের জন্য বড়ই আক্রান্ত হন, সেই আক্রমণের নিরর্থকতা ১৯৩১ সালে সুরাট

কংগ্রেসে প্রমাণিত হইয়া যায়। এই অধিবেশনের সভাপতি হন পরিবর্ত্তন-বিরোধী সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং মহাত্মাজী স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তথাপি বিপ্লবী ভগৎসিং, রাজগুরু ও শুকদেব প্রভৃতিব মৃত্যুদণ্ড কার্য্যে পরিণত হওয়ার পরে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাশ হয়—

"This Congress while dissociating itself from and disapproving of political violence in any shape or form, places on record its admiration of the bravery and sacrifice of the late Sirdar Bhagat Singh and his comrades, Sukdev and Raja Guru and mourns with the bereaved families the loss of these lives. The Congress is of opinion that this triple execution is an act of wanton vengeance and is a deliberate flouting of the unanimous demand of the Nation of commutation. This Congress is further of opinion that Government have lost the golden opportunity of promoting good-will between the two nations admittedly held to be essential at this juncture and of winning over to the method of peace the party which being driven to despair resorts to political violence".

গোপীনাথ-প্রস্তাব সিরাজগঞ্জে ইহা অপেক্ষা নরম ছিল। ইহাতেই মনে হয়, বাজনৈতিক বিষয়ে দেশবন্ধুব সিদ্ধান্তে কোন ভ্রম প্রমাদ আসে নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বেলগাঁও কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে এবং ফরিদপুর ভাষণে মহাত্মাজীর সহায়তায় পরিবর্ত্তন বিরোধী (No-changers) দলও বিশেষ ব্যথিত হন। বেলগাঁওয়ে মহাত্মাজী যে স্ববাজ্য দলের উপরে রাজনৈতিক কার্য্যেব সম্পূর্ণ ভার দেন, ইহাতে তাঁহারা মনে মনে খুবই চটিয়াছিলেন, তবে শিবরাত্রির সলিতার মত 'খদ্দর' সর্ত্তটি থাকায় তাঁহারা মনে মনে একটু তৃপ্তি বোধ করিতেছিলেন। কিন্তু মহাত্মাজী

পাটনায় ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহাদের আশার শেষ রশ্মিটি অপসারিত করিয়া সূতার সর্ত্ত উঠাইয়া দিয়া পূর্ব্বের নিয়ম বার্ষিক চার আনা প্রদানের সর্ত্ত পাশ করাইয়া দেন। স্থির হয় যে অতঃপরে যাঁহারা সভ্য হইবেন তাঁহারা হয় মাসে ২০০০ গজ সূতা দিবেন অথবা বার্ষিক চাঁদা ।০ দিয়া সভ্য হইবেন। এই প্রস্তাবে পরিবর্ত্তন-বিরোধী দলটি খুবই রুষ্ট হন অথচ মহাত্মাজী অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া কোন কথাও বলিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদের ক্ষোভের সীমা রহিল না। কিন্তু এখন যদি অনুসন্ধান করা যায়, তবে মহাত্মাজীর অগ্নি-পরীক্ষায় পরিবর্ত্তন বিরোধী কত লোক আজ পর্য্যন্ত মাসে ২০০০ গজ সূতা দিয়া অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা দেখিবার বিষয়। ভারতবাসীর বিষাদ ও ক্ষোভের মধ্যে কানপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেশবন্ধু ১৬ জুন (১৯২৫) মহাপ্রস্থান করেন। মহাত্মাজী এই সময়ে বরিশাল হইয়া খুলনা আসিয়া এই সংবাদ পান। তিনি অবিলম্বে কলিকাতা আসিয়া বাঙ্গালার স্বরাজ্য দল, কংগ্রেস ও কর্পোরেশনে—দেশবন্ধুর তিনটি অপ্রতিহত ক্ষমতা-বহাল রাখিবার জন্য দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনের উপরে ভার দেন।

মহাত্মাজী দেশবন্ধুর সঙ্গে এক সপ্তাহ কাল ২রা হইতে ৯ জুন এক সঙ্গে অতিবাহিত করেন। দেশবন্ধুর শববাহকের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে দুইমাস থাকিয়া দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার্থ দশলক্ষ টাকা উঠাইবার ব্যবস্থা ও আয়োজন করেন। মহাত্মাজী দেশবন্ধুর পরলোকগমনে যে খুবই মর্ম্মপীড়িত হন, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

কানপুরে মহাত্মাজী সভাপতির গুরুতর দায়িত্বভার শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর উপরে দিয়া ইহার পরে কংগ্রেস রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং নিখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ (All-India Spinners' Association) নিজের হাতে রাখেন। সেই কাহিনী পরে বলিব।

বেলগাঁও কংগ্রেসের পরে যে একবৎসর অতীত হইল, ইহার মধ্যে বহু বিস্ময়কর ঘটনা হইয়া গেল—বেঙ্গল অর্ডিনান্স, দেশবন্ধু কর্ত্তৃক ডায়ার্কি ধ্বংস, পণ্ডিত মতিলাল কর্ত্তৃক কেন্দ্রীয় পরিষদে জয়লাভ, গভর্ণমেণ্টের সহিত আপোষের কথাবার্ত্তা, মহাত্মাজীর উপস্থিতিতে ফরিদপুর সম্মিলনীতে দেশবন্ধুর ভাষণ, দেশবন্ধুর সহিত মহাত্মার একত্রাবস্থান ও দেশবন্ধুর মহাপ্রস্থান, ভারত সচিবের পূর্ব্ব ব্যবস্থার প্রত্যাহার, পাটনার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে সূতাগ্রহণে সভ্য হওয়ার ব্যবস্থার পরিহার, রাজনীতিক্ষেত্র হইতে মহাত্মাজীর অবসর গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয় কানপুরের অধিবেশনে। তথাকার সুসজ্জিত তিলকনগরে যে অধিবেশন হয় তাহাতে সভানেত্রী হন শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু* এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন শ্রীযুক্ত ডাক্তার মুরলীরাম।

অধিবেশন নানাকারণে এরূপ বিরাটত্ব ধারণ করিয়াছিল যে তাহা কল্পনাতীত এবং একথা না বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে যে শ্রীমতী সরোজিনী ছাড়া সে সময়ে এরূপ যোগ্য অধিনায়ক আর কেহ হইতে পারিতেন না। তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত সভানেত্রীর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহা নিতান্ত দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয়না! সত্যকথা বলিতে গেলে, পরিবর্ত্তন-পক্ষীয় এবং পরিবর্ত্তন-বিরোধী দলের বিসম্বাদ ও উষ্ণতা মহাত্মাজী মিটাইয়া দিলেও একদল অন্যদলের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। বিশেষ, কেহ কেহ সুযোগ পাইলেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করিত। কিন্তু শ্রীমতী সরোজিনীর কোন দিকেই পক্ষপাত ছিল না। কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতিত্ব ভারতের নিজ দুহিতা দ্বারা এই

*শ্রীযুক্তা সরোজিনী ১৮৭৯ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী বিক্রমপুরের পঞ্চসার। তিনি হায়দরাবাদে থাকিতেন। এণ্ট্র্যান্স পাশ করিয়াই সরোজিনী বিলাতে গিয়া পড়া শুনা করেন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার কবিতার পুস্তক—"The Golden Threshhold", "Bird of Time" এবং "Broken Wing."

প্রথম অলঙ্কৃত হইল। তিনি প্রথমেই সুরেন্দ্রনাথ এবং ভাণ্ডারকরের উল্লেখ করিয়া দেশবন্ধু সম্বন্ধে যে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন ও শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন তাহা একান্তই দুর্লভ।

"Deshbandhu Chittaranjan, the kingliest of dreamers, whose whole being was a Vaishnavite rhapsody, died with his hand stretched in a royal gesture of reconciliation towards a powerful antagonist against whom he had fought so often with such reckless and victorious chivalry.

"Would that he were with us to-day to guide us aright in our anxious deliberations and help us to apprehend the true and tragic significance of the stupendous problems that call for immediate settlement and cannot with impunity be deferred".

মহাত্মা গান্ধী ব্যতীত এবারের কংগ্রেসে লালা লাজপত রায়, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বিধান রায়, মৌলানা মহম্মদ আলি, মৌলানা সৌকতআলি, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাক্তার আনসারী, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, সর্দ্দার বিঠল ভাই প্যাটেল, সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডাক্তার পট্টভি সীতারামীয়া, শ্রীযুক্ত কেলকার, জয়াকর, মুঞ্জে, অভয়ঙ্কর, প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন লালা লাজপত রায়। ২৩শে ডিসেম্বর তারিখের তাঁহার বক্তৃতার সারাংশটুকু তাঁহারই অনুরূপ—

"We would give our lives if necessary to keep the flag flying and would never let it be dishonoured."

"আমরা জাতীয় পতাকা সর্ব্বদাই উড্ডীয়মান রাখিব, আর কিছুতেই উহা অবনমিত হইতে দিব না।"

ইহার পরে মহাত্মাজী একটি প্রস্তাব আনেন—সভ্যের নির্ব্বাচনাধিকার (Franchise) সম্বন্ধে। মহাত্মাজী পাটনার ২৩শে

সেপ্টেম্বরের সিদ্ধান্তানুরূপ একটি প্রস্তাব করেন, হয় মাসে ২০০০ গজ নিজের হাতে কাটা সূতা দিতে হইবে, নতুবা বার্ষিক চার আনা চাঁদা দিয়া সভ্য হইতে হইবে। মহাত্মাজীর এই প্রস্তাব সমর্থন কবেন পণ্ডিত মতিলাল ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। প্রস্তাবে আর একটি সর্ত্ত ছিল যে খদ্দব পবিহিত না হইলে কেহ কোন সভায় আসিবার অধিকার পাইবেন না। ইহাতে শ্রীযুক্ত কেলকার ও জয়াকর আপত্তি কবেন। কিন্তু সে আপত্তি টেকেনা।

যাহাহউক প্রধান প্রস্তাবই হয় 'জাতীয় দাবী' সম্বন্ধে। ইহার একটু ইতিহাস আছে। স্বরাজ্যদল যখন কাউন্সিল এবং এ্যাসেম্‌ব্লিতে যায়, তখন তাহাদেব কর্ম্মপন্থা দেশবাসীব নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল —তাহারা গভর্ণমেণ্টকে চরম পত্র (Ultimatum) দিবে যে গভর্ণমেণ্ট যেন সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীগণকে মুক্তি দেন, সমস্ত চণ্ডনীতিমূলক আইন বহিত করেন, আর ভারতের শাসনতন্ত্র গঠনের পদ্ধতি ঠিক করিবাব জন্য একটি জাতীয় সঙ্ঘ (National Convention) গঠন করেন।

দেশবন্ধুব নেতৃত্বাধীনে গৃহীত উক্ত সিদ্ধান্তানুযায়ী ১৯২৪এর ফেব্রুয়ারীতে পণ্ডিত মতিলাল, ভারতীয় পরিষদেব নেতা হিসাবে গভর্ণমেণ্ট যেন সম্পূর্ণ দায়িত্বমূলক শাসনের পরিকল্পনা ঠিক করিবার জন্য গোলটেবিল আহ্বান করেন এই প্রস্তাব করেন। স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার এম, হেলি যেন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া উত্তর দেন যে 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের তো কথা ছিল না, আস্তে আস্তে সংস্কার দানেরই কথা ছিল'। অতঃপরে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিফর্ম্মস্‌ কিরূপ কাজ করিতেছে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য মুডিম্যান কমিটি নামে একটি কমিটি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে গঠিত হয়। তাহাতে মাইনরিটি কমিটির সুপারিস স্বরাজ্য দলের দাবীর অনুরূপই ছিল। এই বিষয়েও মতিলাল এ্যাসেম্‌ব্লিতে প্রস্তাব করিয়া জয়লাভ করিলেও গভর্ণমেণ্ট এসব বিষয়ে কোন কর্ণপাতই করেন নাই। তারপরে দেশবন্ধু যে আপোষের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাও

বার্কেনহেড কিরূপ পাশ কাটাইয়া যান তাহাও পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এখন কানপুর কংগ্রেসে স্বরাজ্যদলের দাবীই সুশৃঙ্খল-ভাবে কংগ্রেস কর্ত্তৃক যাহাতে মঞ্জুর হয় এজন্য এই প্রস্তাব হয়। সকলের বুঝিবার জন্য প্রস্তাবটি এখানে দেওয়া হইল।

This Congress confirms Part "B" of the Resolution passed by the All-India Congress Committee, at the meeting held at Patna, on the 22nd and 23rd September last, and resolves that the Congress do now take up, and carry on, such political work as is necessary in the interests of the country and, for this purpose *do employ the whole of the machinery and funds of the Congress*, save and except such funds and assets as, under that Resolution have been declared to belong to the All-India Spinners' Association, and such funds and assets as may be ear-marked.

This Congress reiterates its faith in Civil Disobedience as the only effective weapon to be used, in the last resort, to enforce the national honour, but realises that the country is now not ready for it; and in view thereof, this Congress resolves that the guiding principle, in carrying on all political work, shall be self-reliance in all activities which make for the healthy growth of the nation, and resistance to every governmental or other activity that may impede the nation's progress towards Swaraj; and this Congress adopts the following programme of political work :—

(*i*) The work in the country shall be directed to the education of the people in their political rights and training them to acquire the necessary strength and power of resistance to win those rights by carrying out the constructive programme of the Congress. with special reference to popularising the spinning-wheel and *Khaddar*, promoting inter-communal unity, removal of untouchability, ameliorating the conditions of the suppressed classes and removal of the drink and drug evils; and shall include the organisation of villages, capture of local bodies and the promotion of education on national lines and the organisation of labour, both industrial and agricultural, the adjustment of relations between employers and labour, and between landlords and tenants, and the general advancement of the national,

economical, industrial and commercial interests of Indians both in India and Overseas (Re-affirmed in Gauhati, 1926).

(*ii*) The work outside the country shall be directed to the dissimination of accurate information.

(*iii*) This Congress adopts the terms of settlement offered by the Independent and the Swarajya Parties of the Assembly on the 18th February, 1924, and incorporated in its Resolution of the same date, as terms on behalf of the country, and, having regard to the fact that the Government have so far not made response even to the said offer, the following further action shall be taken .—

(*a*) The Swarajya Party in the Assembly shall at the earliest opportunity, invite the Government to give their final decision on the said demand, and in case no decision is announced before the end of February, or the decision announced is held not to be satisfactory by a Special Committee consisting of the Working Committee of the Congress and the members named below, the Party shall by adopting the proper procedure, intimate to the Government on the floor of the House, that the Party will no longer continue to remain and work in the present legislatures as heretofore, but will go into the country to work among the people. The Swarajist Members of the Assembly and the Council of State will vote for the rejection of the Finance Bill, and immediately after, leave their seats. The Swarajist Members of such Provincial Councils as may be in session at the time shall also leave their seats and report themselves to the Special Committee aforesaid, for further instructions. Swarajist Members of such Councils as are not in session, at the time, shall not attend future meetings of the said Councils, and shall, likewise, report themselves to the Special Committee.

(*b*) No member of the Swarajya Party in the Council of State, Legislative Assembly or any of the Provincial Councils shall thereafter attend any meeting of any of the said legislatures or any of their Committees, except for the purpose of preventing his seat from being declared vacant, provided that it shall be open to the Special Committee to allow the Swarajist Members of any legislatures to attend the said legislatures when such

attendance is, in its opinion, essential for some special or unforeseen purpose, and provided also that, prior to their being called upon to leave their seats, it shall be open to the Swarajist members of the various legislature, to engage themselves in such activities in their respective legislatures as permissible to them under the existing rules of the Party.

(*c*) The Special Commitee shall immediately on receipt of the reports mentioned in sub-clause (*a*), call a meeting of the All-India Congress Committee to frame a programme of work, which shall be carried out by the Congress and the Swarajya Party organisation in co-operation with each other throughout the country.

(*d*) The said programme of work shall include selected heads of general work mentioned in Clauses (*i*) and (*ii*) above, as also the education of the electorates in the policy herein laid down, and shall indicate the lines on which the next general elections are to be run by and in the name of the Congress and state clearly the issues on which Congressmen shall seek election.

The Congress hereby authorises the Provincial Congress Committees to select candidates for the Provincial Legislative Councils and the Indian Legislative Assembly in their provincial areas for the general election next year, as early as possible, provided that the policy of non-acceptance of offices in the gift of the Government shall continue to be followed until a response to the terms of settlement aforesaid is made by the Government.

(*e*) In the event of the final decision of the Government, on the terms of settlement of the Assembly, being found satisfactory and acceptable by the aforesaid Special Committee, a meeting of the All-India Congress Committee shall forthwith be held to determine the future course of action.

(*f*) Until the Swarajists leave the legislatures, as herein provided, the constitution of the Swarajya Party and the rules made thereunder shall be followed in the legislature, subject to such changes as may be made by the Congress or the All-India Congress Committee, from time to time;

(*g*) For the purpose of starting the work under sub-clauses (*c*) & (*d*), the All-India Congress Committee shall allot such funds as it may consider for the initial expenses of necessary propa-

ganda in that behalf ; but any further funds required for the said purpose shall be raised by the working Committee, or, under its directions by contributions from the public. (Cawnpur, Forty-first Session, 1925).

প্রস্তাবটি প্রথমে আরও শক্তভাবে পণ্ডিত মতিলাল বিষয়-নির্ব্বাচনী সভায় উপস্থিত করিয়াছিলেন। ইহাতে উল্লিখিত ছিল যে আমাদের জাতীয় দাবী গভর্ণমেণ্টের কাছে উপস্থিত করিব এবং গভর্ণমেণ্ট যদি ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে উহার মর্য্যাদা না রাখে তবে ভারতীয় আইন পরিষদে অর্থ-সম্বন্ধীয় বিলটি নাকচ করিতে চেষ্টা করিবার পরেই আমরা ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের যাবতীয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিব, নির্দ্দেশ না পাইলে কাউন্সিলে আর উপস্থিত হইব না। এবং কংগ্রেস কমিটি সমর্থিত সুচিন্তিত কার্য্যপন্থা গ্রহণ করিব।

এই মূল প্রস্তাব সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য এযাবৎ বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য। একটি প্রস্তাব—আবার প্রতিদানমূলক সহযোগিতায় (Responsive Co-operation) ফিরিয়া যাইবার জন্য কেলকার, জয়াকর, মুঞ্জে প্রভৃতি প্রস্তাব করেন। কিন্তু এই সংশোধন প্রস্তাব পাশ হয় না। আর একটি প্রস্তাবে পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয় সম্পূর্ণ সহযোগের কথা বলেন। বক্তৃতায় একটু উষ্ণতাও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই সংশোধন প্রস্তাবটিও পাশ হয় না। ইঁহারা নীতির দিক হইতে যাহা করিয়াছিলেন, তাহার কোনরূপ সমালোচনা সম্ভব নয়। কিন্তু নো-চেঞ্জারদের মধ্যে দুইজনের বক্তৃতা খুব উল্লেখ-যোগ্য। ইঁহারা মহাত্মাজীর খুব ভক্ত শিষ্য। কিন্তু মহাত্মাজী নো-চেঞ্জার ও স্বরাজ্যদলের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে খুব উদ্‌গ্রীব হইলেও স্বর্গীয় শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় কতকটা কাঁদিয়া কতকটা খুব উদ্দীপনার সহিত আবার ১৯২০ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে যে অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহাতে ফিরিয়া যাইতে বলেন। তাঁহার বক্তৃতায় প্রচুর কৌতুকের সঞ্চার হয়। কিন্তু ডাক্তার পট্টভির বক্তৃতায় অন্তর্স্ঞ্চিত গরলই কেবল উৎগারিত হয়। স্বরাজ্যদল ফাণ্ডের

কথা বলায় তাঁহার রাগের পরিসীমা নাই, ফেব্রুয়ারী হইতে মার্চ্চ মাসে কাউন্সিল হইতে চলিয়া যাইবেন বলায়ও তিনি খুবই কুপিত হন। অর্থাৎ পূর্ব্বে কথা ছিল, ফেব্রুয়ারী মাসে কাউন্সিল হইতে বাহির হইয়া আসিবে, এখন স্থির হইল মার্চ্চ মাসে। ইহাই ডাক্তারের রাগের কারণ; স্বরাজ্য দলের উপর তাঁহার রাগ ছিল, নতুবা নিজেদের দোষ তাহাদের উপরে চাপাইয়া দিয়া তাহার প্রণীত ইতিহাসে লিখিবেন কেন—

"The Swarajists on the one hand denounced the principles of Gandhi and on the other demanded his leadership. They wanted his leadership on their terms."

এই অভিযোগ খুবই অমূলক।

স্বরাজ্যদল বহুবার স্পষ্টভাবে গঠনমূলক কার্য্যের প্রতি অত্যধিক জোর দিয়াছে, সুতরাং কথাটা বরং গান্ধীমতের অবাধ্য ডাক্তার সীতারামীয়াতেই বেশী প্রযোজ্য। পরন্তু যদিচ মহাত্মা উভয় দলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি পট্টভি ঐক্যবন্ধনের প্রতিবন্ধক হইয়া মহাত্মাজীর নীতিই তুচ্ছ করিয়াছেন, একথা সহজেই বুঝা যায়। অথচ তাঁহার কংগ্রেস ইতিহাস যেন মহাত্মাকে কেন্দ্র করিয়াই লিখিত বলিয়া মনে হয়। তবে কেন তিনি গান্ধীজীর ঐক্যের বিরোধী হইলেন? তিনি বিষয়-নির্ব্বাচনী সভার প্রকাশ্য অধিবেশনে বলেন—

"স্বরাজ্যদলের প্রস্তাব একেবারে ধাপ্পাবাজী। ইহাতে উভয় দলের মধ্যে বিরোধ বরং ঘনীভূত হইবে। প্রস্তাবের ভাষা দেখিয়া মনে হয় স্বরাজীরা মন্ত্রীত্বই গ্রহণ করিবেন। নো-চেঞ্জারের পক্ষে এরূপ প্রস্তাব সমর্থন করা দুর্নীতিমূলক (immoral)। স্বরাজ্যদল কাউন্সিল হইতে বাহির হইয়া আসিতে চায়, কেবল নির্ব্বাচনে নামিবার জন্য —অর্থও তাহারা এই জন্যই চায়। এই প্রস্তাবে সমস্ত কংগ্রেসকে তাহারা শিকলে বাঁধিতে চায়—আর তাহা চায় কৌশলের ও হীন অভিসন্ধির সহায়তায়

"Pandit Matilal's Resolution is a mere camouflage and would further widen the gulf that existed between No-changers and Swarajists. The result of adopting the Resolution is that the Swarajists would go down gradually and accept offices, because the language of the Resolution was so vague and was capable of that interpretation. However much the Swarajists might aver to the contrary, it was immoral therefore for those who did not believe in Council-entry to vote on such an occasion and *I advise all no-changers to abstain from voting.* The Swarajists would come out and fight the next general elections and would even use Congress-friends. They do not mean business and their object is this—the whole Congress is committed to it."

Some members—No.

Sitaramiya—I say yes, you will be now committed imperceptively, indirectly and insidiously (laughter) by accepting the Resolution which some of you have not properly understood."

ডক্টর সীতাবামীয়ার কথাগুলি সম্পূর্ণ বিদ্বেষ প্রসূত।

১৯৪৬ সালের পূর্ব্বে স্বরাজীরা শেষ পর্য্যন্ত কোন চাকুরীই গ্রহণ করেন নাই। ববং দেখা যায় পবিবর্ত্তন-বিরোধীবাই স্বরাজ্য-নীতি গ্রহণ করিয়া প্রথমে চাকুরী লইয়াছেন। কিন্তু ডাক্তার পট্টভির অভিভাষণে কি কাহারও সন্দেহ আছে যে তিনি স্বরাজ্য দলের প্রতি ঈর্ষ্যা পরবশ আর বাঙ্গালাই স্বরাজ্যনীতির কেন্দ্রভূমি বলিয়া বাঙ্গালার প্রতিও বিরূপ? নতুবা বক্তৃতায় এত বিষ কেন? দ্বিতীয়তঃ দেশবন্ধুর যাহা প্রাপ্য, তাঁহার ইতিহাসে তাহার অভাব কেন? আর, যে দেশবন্ধু জানুয়ারী মাসে Bengal Ordinance of 1925এর জন্য এত করিলেন, লর্ড লিটনকে তাঁহার সম্মুখে হারাইয়া দিলেন,

সেই অর্ডিনান্স সম্বন্ধে এই কংগ্রেসের অধিবেশনে মিঃ সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক আনীত প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাশ হইয়া গেলেও ডাক্তার সাহেবের কংগ্রেস ইতিহাস এই প্রস্তাবটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব কেন, আর ডাঃ সত্যপাল, জয়াকর, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, প্রভৃতি এ সম্বন্ধে তীব্র ভাষা প্রয়োগ করিলেও এই প্রস্তাব সম্বন্ধে তাহাদের নাম পর্য্যন্ত ডাক্তারের হিসাবে স্থান পায় নাই কেন? অথচ এই সময়ে সুভাষচন্দ্র, সত্যেন্দ্র চন্দ্র, অনিলবরণ, (বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক) উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সকলেই অন্তরীণাবদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রস্তাবটি এই—

"This Congress protests against the behaviour of the Bengal Government in detaining political prisoners who had been imprisoned in pursuance of the operation of the Bengal Ordinance Act of 1925."

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে যখন দেশপ্রিয় যতীন্দ্র সেনগুপ্ত, ডাক্তার সত্যপাল, ডাক্তার জয়াকর ও শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা করেন, সমস্ত প্রতিনিধিবৃন্দ ক্ষোভে, আতঙ্কে ও ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন। যাহাহউক ডাক্তার সাহেব না করিলেও এই অধিবেশনে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, মিঃ কেলকার, ডাঃ জয়াকর প্রভৃতি মনীষীগণ স্ব স্ব আলোচনায় দেশবন্ধুর নাম বহুবার শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়াছেন। সমস্ত কথার বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া সেই অধিবেশনে পণ্ডিত মতিলালের উচ্চারিত শেষ কথা কয়টিই বলিতেছি—

"Malaviya quoted Das of 1919 but had forgotten what Das had said on his lips in the last moment. In the Faridpur speech with which even the Govern- was pleased, the speaker had followed the course outlined by this speech. *Mr. Das had said that if the settlement had not been arrived at the Government must be let to carry on Government by the exercise of exceptional powers and that then the people would be advised to refuse to pay taxes. Civil disobedience*

however required a high stage of organisation and he said that there was little hope of India unless it was prepared to work constructive programme. But the ultimate aim must be kept in view.

"আপনারা আমার Skeen Committeeতে যাওয়ার কথা বলিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের নিকটই এসেম্ব্লি (Assembly) চাহিয়াছিল—

The assembly had asked for Indian Sandhurst and Government said, 'show us the way'. What they wanted was negotiation to show the Government the way to Sandhurst and the Government consented to meet their demand. And *if in the same way the Government asked them to show the way to reform, they would certainly co-operate.*

পণ্ডিত মতিলাল কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান রূপে খুব যোগ্যতাই প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কথাগুলি তাঁহার বিজ্ঞতারই অনুরূপ। দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের পরে স্বরাজ্য দলের কর্ম্মভার যে খুবই যোগ্য ব্যক্তির হস্তে নিয়োজিত ছিল, ইহা ভারতবাসীর পক্ষে কম গৌরব ও আনন্দের বিষয় নহে।

শান্তিপ্রয়াসী মহাত্মাজীর বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তিনি প্রথম দিনে শ্রীমতী নাইডুর প্রতি কর্ম্মভার অর্পণ করেন; সভ্যাধিকারের উপযোগিতার প্রস্তাবও (franchise) তিনিই উত্থাপন করেন।

যাহা হউক অধিবেশনের সমাপ্তির পূর্ব্বে সভানেত্রীর শেষ বক্তৃতাটুকুও হয় প্রাণস্পর্শী—

"You will be sinners if you do not stick to your vow. I am only a standard-bearer. I shall keep up the standard of liberty which you have entrusted to a woman with the whole strength and assure you I shall not allow it to fall down."

"যদি স্বাধীনতার জন্য আপনারা সত্যরক্ষা না করেন, আপনারা অপরাধী হইবেন। আমি সামান্য পতাকাবাহী মাত্র। ভারতের একজন নারীর হাতে আপনারা দায়িত্ব-ভার অর্পণ করিয়াছেন; আমি সমগ্র শক্তি প্রযোগে সেই পতাকা উড্ডীয়মান রাখিব, আর কিছুতেই উহা অবনমিত হইতে দিব না। নারী-শক্তি প্রথম কর্ম্ম-প্রবাহে আপনাকে ঢালিয়া দেয়, শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর সময় হইতে (১৯২১)। পাঁচ বৎসরের মধ্যেই নারী-শক্তির বিকাশ হইল শ্রীযুক্তা সরোজিনীর নেতৃ-শক্তিতে।

এবার অধিবেশনের সাফল্যের কৃতিত্ব যাঁহাদের জন্য তাঁহাদের মধ্যে মহাত্মাজী, পণ্ডিত মতিলাল ও শ্রীমতী নাইডুই প্রধান।

বন্দেমাতরম্

নির্ঘণ্ট